

معلم التركيب والترجمة

তারকীব-তরজমার দিক নির্দেশক

মাওলানা মুফতী শহীদুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া

আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১



জাইনুলজাজি প্রকাশনী

(একটি সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

১৭১, ফকিরাপুল (পানির ট্যাংকির গলি) মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৩৩১৪৪২, ০১৭১২০২৭১৭৮, E-mail : jainulazizi@yahoo.com

معلم التركيب والترجمة

ভারকীব-ভরজমার দিক নির্দেশক

লেখক ও প্রকাশক :

মাওলানা মুফতী শহীদুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া

আশরাফাবাদ, কামরাস্তীরচর,

ঢাকা-১২১১

মোবাইল : ০১৭১৬ ৬৮২৫১৭

প্রথম প্রকাশ :

রবিউস সানি ১৪৩১ হিজরি

এপ্রিল ২০১০ ইংরেজি

সর্বস্বত্ব :

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ :

সালসাবীল

বর্ণবিন্যাস :

হুমায়ুন কবির

০১৯২৫ ৯৪০৭৫৬

মূল্য : ২৪০ টাকা মাত্র

পরিবেশক

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী চকবাজার (শাহী মসজিদ মার্কেট) ঢাকা-১২১১	মাহমুদিয়া লাইব্রেরী ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
নিউ রাহমানিয়া লাইব্রেরী সাত মসজিদ সুপার মার্কেট, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা	হাবিবিয়া বুক ডিপো বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

হাফেজী হুজুর রহ. এর সুযোগ্য সাহেবজাদা খেলাফত আন্দোলন
 প্রধান, জামেয়া নূরিয়া ইসলামিয়ার স্বনামধন্য মোহতামিম
 হযরত মাওলানা শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ সাহেবের
দোয়া ও বাণী

আমি শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, আমার
 স্নেহধন্য শিক্ষক মাওলানা মুফতী শহীদুল ইসলাম
 রচিত ‘মুয়াল্লিমুত তারকীব ওয়াত তারজমা’ নামক
 মূল্যবান কিতাবটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এ কিতাবে
 তিনি সহজ-সাবলীল ভাষায় তারকীব ও তারজমার
 নীতিমালা তুলে ধরেছেন এবং তারকীব সংক্রান্ত
 সমস্যাবলী ও জটিলতা দূর করার চেষ্টা করেছেন।
 আল্লাহ তা’আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান
 করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তা’আলার নিকট ফরিয়াদ,
 তিনি যেন এ কিতাবটি কবুল করেন এবং
 ছাত্রদেরকে এর থেকে যথার্থ উপকৃত হওয়ার
 তাওফিক দান করেন। কিতাবটির ব্যাপক প্রচার ও
 পাঠকপ্রিয়তা আমার একান্ত কাম্য।

আমিন ছুন্মা আমিন
 শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ
 ১৩.০৪.২০১০ ইং

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার প্রধান প্রশিক্ষক, নাহব বিশারদ,
হজরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর অন্যতম খলিফা
হযরত মাওলানা শিবির আহমাদ সাহেবের
দোয়া ও শুভ কামনা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

মানব সমাজ তথা সৃষ্টি জগতের প্রশান্তি ও মুক্তির সনদ পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আল কুরআন ও মহানবী সা. এর অমীয়বাণী আল হাদীসের ভাষা আরবী হওয়ায় অনারবীদের জন্য এর মর্মবাণী উপলব্ধি করার জন্য আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা নান্দ-ছরফের দক্ষতা অর্জন করা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাধারণত মাদরাসা নিসাবের আরবী ব্যাকরণের দুর্বল কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করার পরও প্রিয় ছাত্রদের অনেকেই বিশুদ্ধভাবে তারকীব ও তরজমা করা এবং ইবারত পড়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় না। বেশির ভাগ ছাত্রই তারকীব তথা বাক্য বিশ্লেষণে দুর্বল হয়ে থাকে। এই দুর্বলতা দূরীকরণে আমার স্নেহাস্পদ আলেম মুফতী শহীদুল ইসলাম লিখিত এ কিতাবটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ মনে হচ্ছে। আমি তাকে কিছু সংশোধনী ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছি। আশা করি এই কিতাব অধ্যয়নে ছাত্রদের তারকীব, অনুবাদ ও ইবারতে দক্ষতা অর্জন করা সহজ হবে। শিক্ষকের জন্য ছাত্র গড়ার কাজেও তা বিশেষ সহায়ক হবে। দোয়া করি আল্লাহ যেন কিতাবখানা কবুল করে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য উপকারী প্রমাণিত করেন এবং লেখকের নাজাতের উসিলা করে দেন।

– বিনীত

মাওলানা শিবির আহমাদ
২২ রমযান, ১৪২৮ হিজরি।

বিশিষ্ট আলেমে দীন, প্রবীণ লেখক, স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস,
হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর সুযোগ্য মুজাজে বায়য়াত
হযরত মাওলানা শেখ আজীমুদ্দীন সাহেব এর
দোয়া ও অভিমত

মুবাসমিলান ও মুহামদিলান

আম্মাবাদ! দিন বদলের অধুনা যুগে মানুষ সব কিছুতেই কেবলই পরিবর্তন চায়। পরিবর্তনশীল এ দুনিয়ায় এটাই স্বাভাবিক! সেমতে শিক্ষানীতির পরিবর্তনও আজ একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতি ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলী ও মূলনীতি ঠিক রেখে শিক্ষানীতি, পাঠদান ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে আলেমদের চৈতন্য ফিরে এসেছেও বটে। সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধভাবে না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন ও উদ্যোগ চলছে।

এ চিন্তা-চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফাযেলে দেওবন্দ, মুহাদ্দিস জামিআ নুরিয়া ইসলামিয়া আশরাফাবাদ, ঢাকা معلم التركيب والترجمة (তারকীব-তরজমার দিক নির্দেশক) নামে একটি কিতাব প্রণয়ন করেছেন। এটি একটি যুগ উপযোগী প্রয়াস। এতে তিনি আরবী থেকে বাংলায় তরজমা করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং আরবী বাক্যের তারকীব শিক্ষার সূত্র তুলে ধরেছেন। শিক্ষাজগতের একটি মহা ঘটতি আজ তার দ্বারা পূরণ হতে যাচ্ছে। এমন একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি অবশ্যই মুবারকবাদ পাবার যোগ্য।

এমন একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপের একান্ত জরুরত অনুধাবন করা সত্ত্বেও অধর্মের দ্বারা তা কার্যত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে অধর্মেরই একজন শাগরিদের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে, এতে আমি গর্বিত ও আনন্দিত।

কিতাবটি আদ্যোপান্ত দেখার ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তবে নাহব শাস্ত্রের মাসায়েলের বেলায় যেহেতু ইখতিলাফ বেশি, সেহেতু কোন কোন তারকীবী মাসআলার ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিতাবটি ছাত্র-উস্তাদদের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হবে এবং আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস এবং প্রভু সকাশে সেই আরাধনাই করছি।

মাওলানা শহীদুল ইসলাম একজন চিন্তাশীল গবেষক ও মুহাক্কিক আলেম। তার এই অভিনব সংকলনই এটির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত, পূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ কর্মজীবন কামনা করি, আমিন।

— শেখ আজীমুদ্দীন

১০.০৪.২০১০ ইং

প্রসঙ্গ কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده

মহান রাক্বুল আলামীন মানবজাতির জীবনবিধান হিসেবে আল কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন এবং এ ভাষাতেই রচিত হয়েছে মহানবী সা. এর লক্ষ লক্ষ বাণী। লিখিত হয়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় যাবতীয় নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থ। কুরআন, হাদীস এবং এ বহুমুখী জ্ঞান ভাণ্ডারকে আয়ত্ত করার জন্য আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যিক। আর যে কোন ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে গেলে সে ভাষার ব্যাকরণ জানা অপরিহার্য। তাই আরবী ব্যাকরণকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে রচিত হয়েছে অগণিত গ্রন্থ।

আরবী ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক লক্ষ হল তারকীব। কাজেই মৌলিক লক্ষ ও গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়টি ছাত্র মহলে সহজবোধ্য, অধিক পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তব উপলব্ধি হল, বিষয়টিকে খুব জটিল ও কষ্টসাধ্য বলে মনে করা হয়। ফলে নাহ-ছরফের কিতাবসমূহ ধারাবাহিক শেষ করার পরও তারকীব, তরজমা ও ইবারত পড়ায় যেভাবে ব্যাপক বুৎপত্তি অর্জনের কথা ছিল তা থেকে ছাত্র সমাজ বহু দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে ছাত্রত্বের পরিসমাপ্তিও ঘটছে। এর মূলে রয়েছে নানাবিধ কারণ। যার অন্যতম হলো, তারকীব সংক্রান্ত ধারাবাহিক ও গোছালো পূর্ণাঙ্গ কোন কিতাব বা নিছাবের অনুপস্থিতি। এমনভাবে বিষয়ভিত্তিক আরবী থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে আরবী তরজমার মৌলিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত কোন কিতাব না থাকা। সমস্যাবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সমকালীন চাহিদার নিরীখে ও প্রয়োজনের এ অনুভব থেকে রচিত “معلم التركيب والترجمة” নামক কিতাবটি।

উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং বিষয়বস্তুকে সহজ ও অধিক ফলপ্রসূ করার লক্ষে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে—

- ১। পাঠের শুরুতে সংশ্লিষ্ট বয়ানের উপর বিভিন্ন উদাহরণ।
- ২। আরবী উদাহরণের পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ সংযোজন।
- ৩। আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট قواعد এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন এবং উদাহরণ হতে মূল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত।

- ৪। অধিকাংশ বয়ানে আরবী নিয়মের পাশাপাশি বাংলা নিয়ম উপস্থাপন।
 - ৫। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক প্রকার বা অন্যকোন নাছবিদদের ভিন্ন মন্তব্য থাকলে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।
 - ৬। আরবী ইবারত দেখে সহজে সংশ্লিষ্ট বিষয় চেনার জন্য অধিকাংশ বয়ানে তার বিভিন্ন আলামত সংযোজন।
 - ৭। ‘মূল কথা’ শিরোনামে পূর্বের আলোচনার সারাংশ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি।
 - ৮। ‘তারকীব সূত্র’ শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তারকীব কি কি হতে পারে তার বিবরণ।
 - ৯। প্রতি বিষয়ে একটি বা দুইটি তারকীব ব্যাখ্যা করে দেখানোর পর অবশিষ্ট সূত্রগুলোতে বিভিন্ন তারকীব নকশা আকারে পেশ করা।
 - ১০। প্রতিটি বয়ানের শেষে নিম্নোক্ত তিনটি অনুশীলনী উপস্থাপন :
 - (ক) আরবী ইবারতের তারকীব ও তরজমা করা।
 - (খ) বাংলা ইবারতের আরবী তরজমা।
 - (গ) সংশ্লিষ্ট কাওয়ায়িদ ভিত্তিক প্রশ্নমালা।
 - ১১। কিতাবের শেষভাগে حروف رابطه শিরোনামে একাধিক শব্দ বা বাক্যের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী حروف এর আলোচনা ও তার তারকীব তুলে ধরা এবং تراكيب الآداب الاستفهامية শিরোনামে প্রশ্নবোধক শব্দসমূহের ব্যবহার ও তার তারকীব সংযোজন।
 - ১২। অধিকাংশ উদাহরণ ও অনুশীলনীর আরবী বাক্যগুলো কুরআন শরীফের আয়াত এবং হাদীসের অংশ ও সুপরিচিত কোন কিতাবের ইবারত থেকে নির্বাচিত।
- এই ছকে মোটামুটি আগা-গোড়া কিতাবটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। কাজটি সুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কাজ ও চিন্তায় ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই সুপ্রিয় পাঠক সমাজের কাছে বিনীত নিবেদন, কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কিতাবটির মান উন্নয়নে কোন সুপারামর্শ থাকলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং আগামীতে সংশোধনে প্রয়াসী হব ইনশাআল্লাহ।

– বিনীত

মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম

২৫/০৫/১৮৩১ হিজরি

১১/০৪/২০১০ ইংরেজি

যেভাবে সাজানো হয়েছে

কিতাবটির মূল উদ্দেশ্য হলো তারকীব, তরজমা ও এ'রাব এবং এর মুখ্যতাব হলো সেই সকল পাঠক, যারা অন্তত নাহবেমীর কিতাবটি পড়েছে। সুতরাং নাহবেমীর পড়া ছাত্রদের যে সমস্ত বয়ান ও বিষয়াদি সাধারণত জানা আছে, সেগুলো এখানে আনা হয়নি। আর তারকীব সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়াদি প্রয়োজন, তা সবগুলোই আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

তারকীবের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত জুমলা বা বাক্য দুই প্রকার : জুমলায়ে ইসমিয়াহ ও জুমলায়ে ফেলিয়াহ। জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে মূল অংশ দুটি মুবতাদা ও খবর এবং জুমলায়ে ফেলিয়ার মধ্যে নিম্নে দুটি অংশ ফেল ও ফায়েল এবং উর্ধ্বে চারটি অংশ ফে'ল, ফায়েল, মাফউল ও মুতাআল্লেক থাকে। এই দুই প্রকার জুমলা এবং তার অন্তর্ভুক্ত উল্লেখিত ছয়টি জিনিসই হলো মূল তারকীব। আর বাকি বহু ও বিষয়াদি যথা- মুযাফ-মুযাফ ইলাই, মাউছুফ-ছিফাত, মাউছুল-ছিলা, হাল-জুলহাল ইত্যাদি মূলত মুরাক্কাবে গায়রে মুফিদ এবং এগুলো তারকীবের উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফউল ও মুতাআল্লেক এই পাঁচটির যে কোন একটি হয়ে বাক্যের অংশ হয়। সুতরাং কিতাবের প্রথমেই জুমলায়ে ফেলিয়াহ, তারপর জুমলায়ে ইসমিয়া আনা হয়েছে। এরপর প্রয়োজন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বয়ানগুলো আনা হয়েছে। যাতে করে এই দুই প্রকার জুমলা দ্বারা মূল তারকীব আয়ত্ত্ব আসে। অতঃপর যখন অন্যান্য বহুসংখ্যক মধ্য বার বার মূল বিষয়গুলোর অনুশীলন ও চর্চা হবে, তখন যেন পাকা পোক্তভাবে পূর্ণাঙ্গ তারকীব অর্জন হয় এবং এই সংক্রান্ত কোন ধরনের দুর্বলতা না থাকে।

যেভাবে অধ্যয়ন করবেন

কিতাবের অধিকাংশ বয়ান তারকীব, তরজমা, কাওয়ায়েদ, আলামত, এ'রাব ও তামরীন এই ছয়টি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যার প্রত্যেকটি বিষয় প্রতিটি তালেবে ইলমের জন্য জরুরী। সুতরাং ধারাবাহিকভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার মুতালায়া করে নিলে ভাল হবে। অতঃপর ক্ষেত্রবিশেষ যখন যে বয়ান বা বিষয় প্রয়োজন পড়ে পুনরায় তা মুতালায়া করে নিবে।

তবে সকল পাঠকের সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন সমান নয়। কাজেই কেউ যদি নিজের পছন্দের কোন একটি বিষয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিখতে চায়, সে সুযোগও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কেউ শুধু তারকীব শিখতে চাইলে **أصول التركيب** নামক শিরোনামের অংশটুকু পড়লে তারকীবের পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাবে। 'তরজমার নিয়ম' শিরোনামের অংশটুকু পড়লে বাংলা থেকে আরবী এবং আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ করার নিয়ম জানা যাবে। আর এ'রাব লাগিয়ে শুদ্ধভাবে ইবারত পড়ার জন্য **علامت** নামক শিরোনামের অংশটুকু পড়তে হবে। এমনিভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোও ভিন্ন ভিন্নভাবে মুতালায়া করলে অবশ্যই উপকৃত হবে।

যাদের কাছে আমি ঋণী এবং যাদের সহযোগিতায় কাজটি আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে

হাফেজ মাওলানা মুয়াম্মিলুল হক সাহেব

শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, জামেয়া নিজামিয়া ছিন্দীকীয়া বরুরিয়া, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

মাওলানা মুফতী নুরুল আমীন সাহেব

মুফতী ও মুহাদ্দিস, লালমাটিয়া মাদরাসা, ঢাকা।

মাওলানা নাসীম আরাকাত সাহেব

মুহাদ্দিস, মালিবাগ মাদরাসা, ঢাকা।

মাওলানা মুফতী আব্দুল লতীফ সাহেব

সাবেক মুহতামিম, সাত কাছেমিয়া মাদরাসা, নাজিরপুর, পিরোজপুর।

মাওলানা মুফতী মহিউদ্দীন সাহেব

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, বোরহানুদ্দীন দারুল উলুম মাদরাসা, ভোলা।

মাওলানা মুফতী আবুল হাসান সাহেব

নাজেমে তালিমাত, জামিয়াতুল আবরার, কামরাসীরচর, ঢাকা।

হাফেজ মাওলানা মুফতী আব্দুল হালীম সাহেব

মুহাদ্দিস, হামিউসসুন্নাহ মাদরাসা, মিরপুর ১১, ঢাকা।

হাফেজ মাওলানা মুফতী আবু রায়হান সাহেব

শিক্ষক, জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, কামরাসীরচর, ঢাকা।

হাফেজ মাওলানা মুফতী নুরুজ্জামান সাহেব

সাবেক শিক্ষক, মাছুমপুর মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ।

হাফেজ মাওলানা মুফতী মুখলেছুর রহমান হাবীব

সাবেক শিক্ষক, মাদরাসাতুল মদীনা, কামরাসীরচর, ঢাকা।

بيان الجملة الفعلية

- ১। (ক) جلس المعلم শিক্ষক বসেছেন।
 (খ) ينام الولد ছেলেটি ঘুমাচ্ছে।
 ২। (ক) اكلت زينب فاكهة যায়নাব একটি ফল খেয়েছে।
 (খ) سافر خالد الى مكة খালেদ মক্কায় সফর করেছে।
 ৩। (ক) قرأ التلميذ حديثا في الكتاب ছাত্রটি কিতাবে একটি হাদীস পড়েছে।
 (খ) يكتب التلاميذ الدرس في الفصل ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে সবক লিখছে।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর সবকটি আরবী বাক্য দ্বারা পূর্ণকথা বুঝে আসে। যেমন : প্রথম বাক্য “جلس المعلم” দ্বারা শিক্ষকের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হলো যে, তিনি বসেছেন এবং শেষের বাক্য “يكتب التلاميذ الدرس في الفصل” দ্বারা ছাত্ররা শ্রেণী কক্ষে ছবক লিখছে তার ইলম হাছিল হলো, সেই সঙ্গে প্রতিটি বাক্যের শুরুতে ، قرأ ، ينام ، يكتب ইত্যাদি একটি করে فعل ব্যবহার হয়েছে, এ বাক্যগুলোর নাম جملة فعلية - তাহলে বলা যায়, যে বাক্য দ্বারা পূর্ণকথা বুঝে আসে এবং তার শুরুতে কোন্ فعل থাকে তাকে جملة فعلية বলে।

اسماء الجملة الفعلية

উল্লেখিত جملة গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

- (১) এমন جملة যা দু'টি অংশ অর্থাৎ فعل ও فاعل দ্বারা গঠিত।
 (২) এমন جملة যা তিনটি অংশ অর্থাৎ فعل - فاعل ও مفعول কিংবা فعل - فاعل ও متعلق দ্বারা গঠিত।

(৩) এমন جمله যা চারটি অংশ- فاعل - فعل - مفعول ও متعلق দ্বারা গঠিত।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, جمله فعلية সর্বনিম্ন দু'টি অংশ এবং সর্বোচ্চ চারটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। তবে বাক্যে একাধিক مفعول বা متعلق থাকতে পারে, তখন সকল مفعول কে একটি অংশ এবং সকল متعلق কে একটি অংশই বিবেচনা করা হবে।

বাংলা নিয়ম

উপরে আরবী বাক্যগুলোর পাশাপাশি বাংলা বাক্যগুলো উল্লেখ রয়েছে। এ গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আরবীর মতোই বাংলা বাক্যগুলোর দ্বারাও পূর্ণকথা বুঝে আসে এবং বাক্যগুলো নিম্নে দু'টি অংশ এবং উর্ধ্বে চারটি অংশ দ্বারা গঠিত। তাহলে বুঝা গেল যে, جمله فعلية এর ক্ষেত্রে আরবী ও বাংলা নিয়ম অনেকটা একই রকম। তবে পার্থক্য হলো আরবীতে فعل টি বাক্যের শুরুতে আসে। আর বাংলায় فعل টি শেষে আসে।

তরজমার নিয়ম

جمله فعلية কে আরবী থেকে বাংলা তরজমা করা অথবা বাংলা থেকে আরবী তরজমা করার জন্য মাত্র তিনটি নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম তিনটি নিম্নরূপঃ
(১) প্রথমে বাক্যে ব্যবহৃত فعل , فاعل , مفعول ও متعلق চিহ্নিত করে মনে মনে সেগুলোর অর্থ নির্ণয় করা।

(২) বাংলা থেকে আরবী তরজমা করার সময় فعل , فاعل , مفعول , متعلق এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

(৩) আরবী থেকে বাংলা তরজমা করার সময় فاعل , متعلق , مفعول , فعل এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। নিচের উদাহরণে বিষয়টি ফুটে উঠেছে :

আরবী : قرأ خالد قصة في الكتاب

(১) فعل (২) فاعل (৩) مفعول (৪) متعلق

বাংলা : খালেদ বইয়ে একটি গল্প পড়েছে।

(১) فاعل (২) متعلق (৩) مفعول (৪) فعل

তবে কখনো কখনো এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে। ব্যতিক্রমধর্মী তরজমা সাহিত্য বিশারদ বা ভাষা বিশেষজ্ঞদের জন্যই উপযুক্ত। কিন্তু প্রাথমিক জ্ঞান পিপাসুদের জন্য উপরোল্লিখিত নিয়ম অবলম্বন করাই শ্রেয়।

جملة فعلية হল করার সহজ পদ্ধতি

আরবী ইবারতে অতি সহজে جملة فعلية শনাক্ত করা, তাতে নির্ভুল ই'রাব দেয়া, বিশুদ্ধভাবে তারকীব করা এবং সাবলীল তরজমা করা ও দ্রুত ইবারত পড়ার জন্য চারটি মূলনীতি আয়ত্ত্ব করা জরুরী। মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ :

- (১) جملة فعلية - র পরিচয় লাভ করা।
- (২) جملة فعلية - র مقدار বা পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- (৩) فاعل চিহ্নিত করা।
- (৪) متعلق ও مفعول নির্ণয় করা।

মূলনীতি চারটি আয়ত্ত্ব করার পদ্ধতি

প্রথম মূলনীতি : جملة فعلية এর পরিচয় লাভ করা।

আরবী ইবারতে যেখানেই কোন্ فعل ব্যবহৃত হবে সেখানেই তাকে جملة فعلية গণ্য করা। একই جملة তে একাধিক فعل থাকলে প্রতিটি فعل কে ভিন্ন ভিন্ন جملة ধরা। جملة - র মাঝে অথবা শেষে ব্যবহৃত فعل যদিও পূর্ব থেকে শুরু হওয়া جملة এর অংশ হয়, তবুও প্রথমে فعل টিকে جملة فعلية গণ্য করে তারপর পূর্ববর্তী جملة এর অংশ বানানো।

দ্বিতীয় মূলনীতি : جملة فعلية এর مقدار বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

حروف رابطة এ জাতীয় حتى ، ثم ، فاء ، واو এর পরে فعل এর কন্ উল্লেখ না হওয়া পর্যন্ত একই جملة সাব্যস্ত হবে। অতএব, এ জাতীয় কোন্ حرف উল্লেখ থাকলে ঐ حرف পর্যন্ত এসে চলমান جملة টি শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর থেকে ভিন্ন جملة শুরু হবে। আজ-কাল আরবী কিতাব বা

পেপার-পত্রিকায় বাক্য পরিপূর্ণ বা শেষ হওয়ার আলামত হিসেবে নোকতা (.) ব্যবহার করে। সুতরাং সেক্ষেত্রে فعل এর পরে যেখানে নোকতা আসবে, বাক্যটি ঐপর্যন্ত শেষ হয়েছে ধরা হবে।

উল্লেখ্য যে, وار আসার পর তার পূর্বের جملة কখনো শেষ হয়ে যায়, আবার কখনো শেষ হয়না। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা معطوف ও معطوف عليه এর অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় মূলনীতি : فاعل চিহ্নিত করা।

واحد مؤنث غائب ও واحد مذكر غائب এ দু'টি صغية ব্যতীত বাকি সকল صغية এর অন্তর্গত ضمير -ই সর্বদা তার فاعل হবে। যেমন :

(ماضى تننيه مذكر غائب) فعلا	এর ফاعল হলো الف যমীর।
(ماضى منفى جمع مذكر حاضر) مافعلتم	এর ফاعল হলো تم যমীর।
(مضارع واحد مؤنث حاضر) تفعلن	এর ফاعল হলো ين যমীর।
(امر واحد مذكر حاضر) افعل	এর ফاعল হলো انت যমীর।

তাহলে বুঝা গেল, ماضى, مضارع, امر, فاعلى, مثبت ও منفى ইত্যাদি যে কোন ضمير এর মোট ১৪ صيغة এর মধ্যে ১২ صيغة -র ফاعল সর্বদা ضمير হবে। আর বাকি দুই صيغة এর مرجع যদি পূর্বে উল্লেখ থাকে, তাহলেও فاعل যমীর হবে। অন্যথায় দু'টির ফاعল হবে তার পরবর্তী اسم ظاهر। মনে রাখতে হবে দু'টির مرجع পূর্বে উল্লেখ থাকে পাঁচ অবস্থায়।

পাঁচটি অবস্থা নিম্নরূপ :

- (১) الله ييسط الرزق لمن يشاء : যেমন। مبتدأ হলে। দু'টির পূর্বে صيغة (১)
- (২) تلك امة قدخلت لها ماكسبت : যেমন। موصوف হলে। দু'টির পূর্বে صيغة (২)
- (৩) الذى خلق سبع سموات طباقا : যেমন। اسم موصول হলে। দু'টির পূর্বে صيغة (৩)
- (৪) رأيت المدير يصلى فى الغرفة : যেমন। ذوالحال হলে। দু'টির পূর্বে صيغة (৪)
- (৫) علمنى ربى واحسن تعليمى : যেমন। معطوف عليه হলে। দু'টির পূর্বে صيغة (৫)

উল্লেখিত পাঁচ অবস্থা ছাড়া সর্বদা এই صيغة ঘরের فاعل তার পরবর্তী اسم ظاهر হবে। যেমন :

سيقول السفهاء من الناس، ختم الله على قلوبهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
বিঃ দ্রঃ যদি উল্লেখিত দুই صيغة -র সাথে ضمير منصوب যুক্ত হয় অথবা صيغة
দু'টির পরে এমন কোন্ ضمير থাকে, যার مرجع হল উল্লেখিত পাঁচটি
জিনিসের কোন্ একটি, তাহলে অধিকাংশ সময় তার فاعل পরবর্তী কোন্ اسم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه - فضربه الاستاذ হবে। যেমনঃ

চতুর্থ মূলনীতি : مفعول ও متعلق নির্ণয় করা।

তিন নম্বর মূলনীতি অনুযায়ী جملة فعلية -র মধ্যে فاعل চিহ্নিত হওয়ার পরে
বাকি শব্দে حرف جار না হলে সবগুলোতে نصب হবে। আর حرف جار হলে
তারপরের শব্দে جر হবে। তারকীবের ক্ষেত্রে جار مجرور মিলে متعلق হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী ! এখন যে কোন্ কিতাব বা ইবারত পড়ার ক্ষেত্রে এ চারটি
মূলনীতিকে গুছিয়ে এভাবে কাজে লাগাও। একটি فعل আসলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে
নাও যে, এটাকে جملة فعلية বানাতে হবে। অতঃপর واو، فاء، و، او
জাতীয় কোন্ حرف আছে কিনা তা লক্ষ্য করে বাক্যটি এক তারকীবে কতটুকু
আসবে তা নির্ধারণ করে ফেল। তৃতীয় পর্যায় فاعل চিনার উল্লেখিত নিয়ম
অনুযায়ী فاعل নির্ণয় করে তাকে رفع দাও। এবার সামনে অগ্রসর হতে থাকো ও
চতুর্থ ধারা অনুযায়ী حرف جار আসলে তার পরের শব্দকে جر দাও। অন্যথায়
সবগুলোকে نصب দিয়ে পড়তে থাক। দেখবে সহজে ইবারত পড়তে পারবে
এবং মনটা আনন্দে ভরে উঠবে।

মূল কথা

(১) যে جملة فعلية কোন্ مركب مفيد বলে।

(২) যে কোন্ جملة فعلية -র মধ্যে নিম্নে দু'টি অংশ এবং উর্ধ্বে চারটি অংশ থাকবে।

- (৩) ধারাবাহিকতায় আরবী ভরজমা হবে।
 (৪) ধারাবাহিকতায় বাংলা ভরজমা হবে।
 (৫) যে কোন্ একটি فعل আসলেই তাকে جملة فعلية বানাতে হবে।
 (৬) যতক্ষণ পর্যন্ত واو , ثم , فاء , و যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বাক্য গণ্য হবে।
 (৭) - صيغة ব্যতীত বাকি বার صيغة এই দুই واحد مذکر و مؤنث غائب এর ضمير সর্বদা فاعل হবে।
 (৮) ذوالحال , موصول , موصوف , مبتدأ পূর্বে এর - صيغة দুই উল্লেখিত এবং اسم ظاهر অন্যথায় হবে, অর্থাৎ فاعল টি ضمير হবে, অর্থাৎ معطوف عليه হবে।
 (৯) না حرف جار বাকি শব্দে - جملة فعلية -র মধ্যে فاعل পাওয়া গেলে এবং বাকি শব্দে - حرف جار হলে পরের শব্দ مجرور হবে।
 (১০) - علامت -র - جملة فعلية এই বাক্যে فعل এর ইবারতে যে কোন্

اصول التركيب و امثاله

নাছবিশারদগণের নিকট তারকীব করার দু'টি নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

(১) ব্যাখ্যার মাধ্যমে। (২) নকশা আকারে।

(১) ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারকীব করার ক্ষেত্রে যে جملة -র তারকীব করবে, প্রথমে তা সুন্দর করে লিখবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে উপর থেকে একটি করে শব্দ এনে বসাবে এবং তার তারকীবী অবস্থান বিশ্লেষণ করবে। আর একাধিক متعلق ثانী ও متعلق اول এবং مفعول ثانী , مفعول اول বা متعلق হলে اول মفعول হিসেবে উল্লেখ করবে। এভাবে جملة এর সব কটি শব্দের পৃথকভাবে তারকীবী অবস্থান ব্যাখ্যা করার পর সবশেষে فعل , فاعل , متعلق ও مفعول - এর সমন্বয়ে একটি جملة فعلية গঠন করবে।

(২) নকশা আকারে তারকীব করার সময় প্রথমে বাক্যের প্রতিটি শব্দের নিচে নিচে তার তারকীবী অবস্থান লিখবে। অতঃপর একাধিক শব্দ মিলে যদি বাক্যের কোন্ মূল অংশ হয়, তাহলে শব্দগুলো থেকে একটি করে রেখা টেনে সংযোগ স্থানে তা উল্লেখ করবে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

শুধু فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হওয়ার উদাহরণ :

(১) نام الولد - ছেলের নাম ঘুমিয়েছে।

فعل হল نام

فاعل হল الولد

= جملة فعلية মিলে فاعل ও فعل =

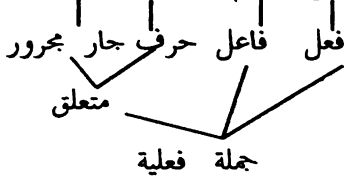
جملة فعلية হওয়ার উদাহরণ : جملة فعلية মিলে مفعول به ও فاعل , فعل

زينب , فاكهة اكلت - জয়নাব একটি ফল খেয়েছে। اكلت فعل , فاكهة مفعول به

কায়েল, جملة فعلية مفعول به ও فاعل , فعل

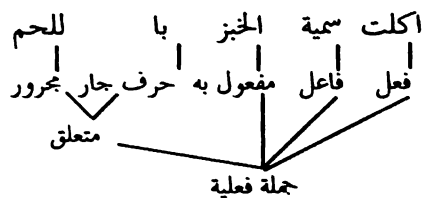
جملة فعلية হওয়ার উদাহরণ : جملة فعلية মিলে متعلق ও فاعل , فعل

(৩) صلى الإمام في المسجد - ইমাম সাহেব মসজিদে নামাযপড়েছেন।

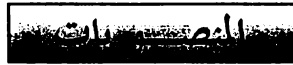
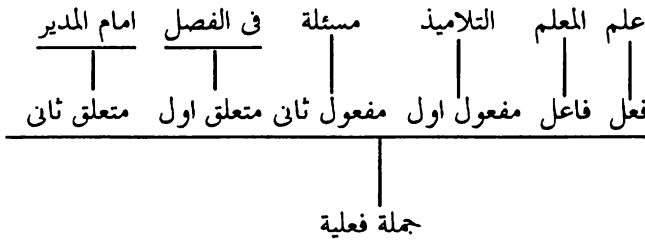


(৪) جملة فعلية হওয়ার উদাহরণ : جملة فعلية মিলে متعلق ও مفعول , فاعل , فعل

اكلت سمية الخبز با اللحم - ছুমাইয়া গোস্বা দ্বারা রুটি খেয়েছে।



جملة فعلية معلقة متعلق একাধিক ও مفعول একাধিক এবং فاعل , فعل (৫)
হওয়ার উদাহরণ : শিক্ষক মুহুতামিমের সামনে শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদেরকে একটি
মাসআলা শিখিয়েছেন।



নছব বিশিষ্ট ইসমসমূহ

جملة فعلية-র আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, جملة فعلية-র মধ্যে
ই- اسم না হলে সবগুলো حرف جار পর বাকি শব্দে চিহ্নিত করার পর
হবে منصوب। তবে نصب বিশিষ্ট اسم একাধিক এবং তারকীবের ক্ষেত্রে
সেগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। তখন সেগুলোর পারিভাষিক নাম ও হয়
ভিন্ন। সুতরাং এ পর্যায়ে جملة فعلية-এর মধ্যে ব্যবহৃত نصب বিশিষ্ট اسم
সমূহের সার সংক্ষেপ আলোচনা করা হচ্ছে।

اسم বিশিষ্ট نصب এর মধ্যে جملة فعلية

- مفعول له (৪) مفعول فيه (৩) مفعول به (২) مفعول مطلق (১)
مفاعيل خمسة এর মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে (১) মفعول معه (৬) মفعول
বলে এবং (২) মفعول به (৩) মفعول فيه (৪) মفعول له (৫) মفعول
প্রকার মفعول কে মفعول বলেই তারকীব করা হয়। আর মفعول
সাথে মিলিয়ে فاعل , مفعول অথবা مجرور বানানো হয়। এখানে প্রত্যেকটির
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তারকীবের দু' একটি নমুনা পেশ করা হল।
فعل (১) مصدر কে বলে যা তার পূর্ববর্তী مفعول مطلق : مفعول مطلق (১)
এর مصدر হয় অথবা পূর্ববর্তী فعل এর অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন : আমি আসন গেড়ে বসেছি। তোমরা সম্পদে অতিশয় প্রলুব্ধ।

قعدت جلوسا / قعودا

فعل فاعل مفعول مطلق

جملة فعلية

নিশ্চিত যখন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হবে।

كلا اذا دكت الارض دكا دكا

حرف تحديد اسم شرط فعل نائب فاعل مؤكد تأكيد

فعل مطلق

جملة فعلية

وتحيون المال حبا جما

فعل مع فاعل مفعول به مفعول مطلق

جملة فعلية

শিক্ষকবৃন্দ দ্বারী সাহেবের মত বসেছেন।

جلس الاساتذة جلسة القارى

فعل فاعل مضاف مضاف اليه

مفعول مطلق

جملة فعلية

লক্ষ্যণীয় যে মরক্ব গির মফিদ যেমন মফরদ হতে পারে, তেমনি মضاف ওমضاف ংলিহে হয়ে তাকিদ ও মুকদ ংবং মوصوف ওصفت , মضاف ওমضاف ংলিহে হতে পারে, যা উপরোক্ত উদাহরণে প্রতীয়মান হলো।

(২) مفعول به : যে اسم এর উপর কর্তার কাজ পতিত হয় তাকে مفعول به বলে। যেমন : ضرب راشد خالدا - রাশেদ খালেদকে পিটিয়েছে।

ضرب راشد خالدا

فعل فاعل مفعول به

جملة فعلية

خلق الله سبع سموات

فعل فاعل مضاف مضاف اليه

مفعول به

(৩) مفعول فيه : যে اسم ফেল সংগঠিত হওয়ার সময় বা স্থান বুঝায়, তাকে مفعول فيه বলে। যদি مفعول فيه — ظرف এর অপর নাম মফরদ হওয়া, তাহলে তাকে زمان বলে। আর যদি مفعول فيه — ظرف স্থান বুঝায়, তাহলে তাকে مكان বলে। যেমন :

আমি দিনে রোযা রেখেছি। আমি মসজিদে প্রবেশ করেছি।

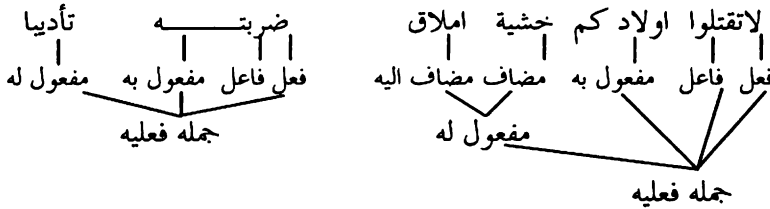
دخلت المسجد صمت نهارا

فعل فاعل مفعول فيه (ظرف مكان) فعل فاعل مفعول فيه (ظرف زمان)

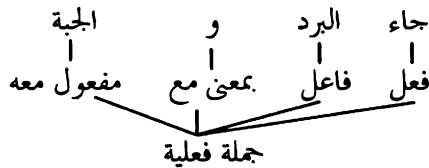
جملة فعلية

جملة فعلية

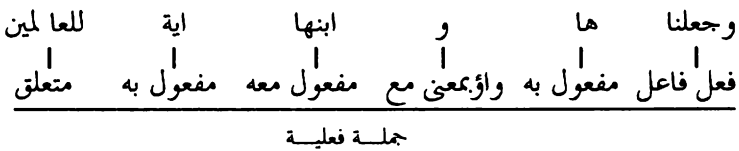
(৪) **مفعول له** : যে **فعل** কোন্ **اسم** সংগঠিত হওয়ার কারণ বুঝায় তাকে **مفعول له** বলে। যেমন : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।



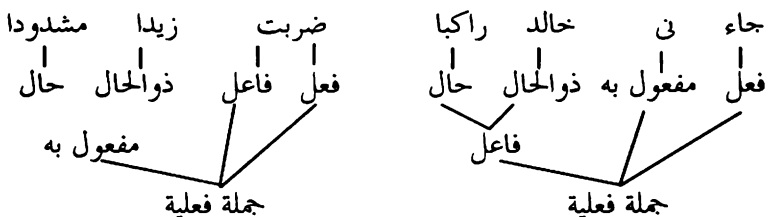
(৫) **مفعول معه** : যে اسم , مع এর অর্থধারী **واو** এর পরে আসে তাকে **مفعول معه** বলে। যেমনঃ শীত এসেছে শীতবস্ত্র নিয়ে।



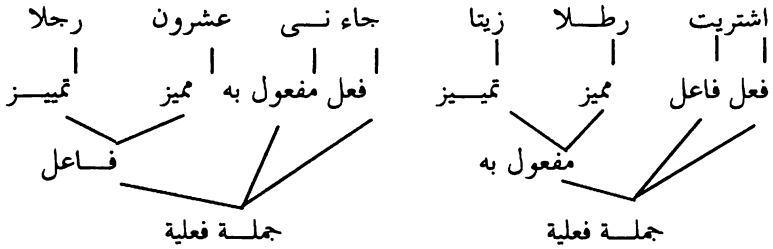
আর তাঁকে তাঁর ছেলের সহ জগৎবাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছি।



(৬) **حال** : যে اسم কোন্‌ فاعل বা مفعول به অথবা একই সাথে উভয়ের অবস্থা বুঝায় তাকে حال বলে। আর উক্ত فاعল ও مفعول কে ذوالحال বা صاحب الحال বলে। فاعل এর অবস্থা বুঝালে ذوالحال ও حال মিলে مفعول ذوالحال ও حال মিলে مفعول হয়। আর مفعول এর অবস্থা বুঝালে ذوالحال ও حال মিলে مفعول হয়। যেমন : আমি জায়েদকে বেঁধে প্রহার করেছি। আমার কাছে খালেদ এসেছে আরোহী অবস্থায়।



যে : تمييز اسم তার পূর্বের কোন শব্দ বা সম্পর্ক থেকে সন্দেহ বা অস্পষ্টতা দূর করে তাকে تمييز বলে। আর যার থেকে সন্দেহ দূর করে তাকে ميز বলে। যেমন :



বিঃ দ্রঃ এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

অনশীলনী-১

নিম্নোক্ত ইবারত থেকে جمله فعلیه গুলোকে চিহ্নিত করে তারকীব ও তরজমা কর :

ختم الله على قلوبهم (البقرة) قد علم كل اناس مشرهم - كلوا واشربوا
من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين (البقرة) لا يذوقون فيها بردا ولا
شرابا (النبا) ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا (البقرة) اهدنا الصراط المستقيم
(الفاتحة) ثم رددناه اسفل سافلين (التين) ووضعنا عنك وزرك الذي انقض
ظهورك انشراح ، فجعلهم كعصف مأكول (الفيل) ، اذا عظمت امتي الدنيا
نزعت عنها هبة الا سلام (رواه الترمذی) خرج رسول الله (ص) من مكة
المكرمة وهاجر الى المدينة المنورة — نزل القرآن على رسول الله (ص) في شهر
رمضان — اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا

অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলো আরবীতে লিখ, অতঃপর তারকীব কর :

আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা.) এর উপর ওহী নাযিল করলেন। আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে মদীনায হিজরত করলেন। মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব গতকাল সউদী আরব সফর করেছেন। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে চেয়ারের উপর পাখার নীচে বসেছেন। মুজাহিদের ছেলে জিহাদের মাঠে উপস্থিত হয়েছে। মাজেদ খালেদের সাথে বল খেলেছে। তারা বাগানে খেলেছে। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হলেন, অতঃপর ছাত্ররা তাকে সালাম করল। মজদূর সকালে তার কাজের জন্য বের হয় এবং বিকালে বাড়ির দিকে ফিরে। মাজেদের বন্ধু আরবী ভাষায় একটি সুন্দর বই লিখেছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইলমে নাফে' দান কর।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) جملة فعلية কাকে বলে এবং جملة فعلية এর মূল অংশ কয়টি ও কী কী?
- (২) বাংলা থেকে আরবী এবং আরবী থেকে বাংলা তরজমা করার নিয়মটি বুঝিয়ে বল।
- (৩) جملة فعلية হ'ল করার জন্য কয়টি মূলনীতি আয়ত্ত্ব করা জরুরী? এবং সেগুলো আয়ত্ত্ব করার পদ্ধতি কী?
- (৪) যেই পাঁচ অবস্থায় দুই صيغة এর فاعل যমীর হয়, তার বর্ণনা দাও।
- (৫) جملة فعلية চিনার আলামত কী?
- (৬) جملة فعلية এর তারকীব করার নিয়ম কী? দু'টি তারকীব করে দেখাও।

بيان الجملة الاسمية

- ১। (ক) الله ربنا আল্লাহ আমাদের প্রভু।
 (খ) العلم نافع ইলম উপকারী।
 ২। (ক) الطفل تحت المروحة শিশুটি পাখার নিচে।
 (খ) الاستاذ فى الفصل শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে।
 ৩। (ক) بشير ذهب الى السوق বশীর বাজারে গিয়েছে।
 (খ) الشمس تجرى لمستقرها সূর্য তার কক্ষপথে চলে।

আলোচনা

উপরোক্ত উদাহরণের প্রত্যেকটি আরবী বাক্য দ্বারা একটি পূর্ণকথা বুঝে আসে।
 যেমন : প্রথম বাক্য الله ربنا দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হলো যে, তিনি আমাদের রব। দ্বিতীয় বাক্য العلم نافع দ্বারা 'ইলম মানুষের জন্য উপকারী' এ কথার জ্ঞান হাসিল হলো। এমনিভাবে একই কথা সবগুলো বাক্যের ব্যাপারে, সেই সঙ্গে প্রতিটি বাক্য কোন্ একটি اسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। এই বাক্যগুলোকে جملة اسمية বলে। তাহলে এখন বলা যায় যে, যে বাক্য দ্বারা কোন্ পূর্ণকথা বুঝে আসে এবং বাক্যটি اسم দ্বারা আরম্ভ হয় তাকে جملة اسمية বলে।
 উল্লেখ্য যে, বাক্যের মধ্যে فعل থাকা সত্ত্বেও যদি তার আরম্ভটি فعل দ্বারা না হয়ে اسم দ্বারা হয়, তাহলেও তাকে جملة اسمية বলা হয়। যেমন : তৃতীয় ভাগের বাক্যের মধ্যে একটি করে فعل আছে। কিন্তু فعل টি বাক্যের শুরুতে হয়নি বিধায় বাক্যগুলো اسمية -।

خبر (২) مبتداً (১) এর মূল দু'টি অংশ। جملة اسمية

اسمیه এর মধ্যে যার সম্পর্কে কোন্ সংবাদ দেয়া হয়, অথবা ভাল-মন্দ কিছু বলা হয়, তাকে مبتدأ বা مسند اليه বলে। আর উক্ত সংবাদ বা ভাল-মন্দ যা কিছু বলা হয়, তাকে خبر বা مسند বলে। উল্লেখ্য যে, اسمیه কমপক্ষে দু'টি كلمة নিয়ে গঠিত হয়। যেমন : راشد تلميذ (রাশেদ একজন ছাত্র)। তবে দুইয়ের অধিক যে কোন্ সংখ্যক كلمة নিয়েও তা গঠিত হতে পারে। সে হিসেবে একাধিক كلمة এর সমন্বয়ে যেমন مبتدأ হতে পারে, তেমনি خبرও হতে পারে, কিংবা এক সঙ্গে দুটোই হতে পারে। যেমন :

متبدأ	خير	متبدأ	خير	متبدأ	خير
صديقة فاطمة معلمة	اولئك اصحاب الجنة	امام المدرسة	الغدير العظيم		

এখানে প্রথম বাক্যে দুই শব্দ মিলে مبتدا এবং দ্বিতীয় বাক্যে দুই শব্দ মিলে خبر
এবং তৃতীয় বাক্যে দুই শব্দ মিলে مبتدا ও দুই শব্দ মিলে خبر হয়েছে।

ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିୟମା

اسمیه کے বাংলা থেকে আরবী অথবা আরবী থেকে বাংলা তরজমা করার সময় مبدأ و خیر এই মূল বিষয় দুটির মাঝে আগ-পিছের কোন্ ধরনের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ আরবীতে যদি مبدأ আগে এবং خیر পরে থাকে, তাহলে বাংলা করার সময়ও এই ধারা বহাল থাকবে। যেমন: راشد تلميذ (মুবতাদা) আগে এবং تلميذ المدرسة (খবর) পরে রয়েছে। সুতরাং বাংলাতেও مبدأ আগে ও خیر পরে হয়ে তরজমা হবে “রাশেদ মাদ্রাসার ছাত্র”। আর امام المدرسة غدیر (খবর) এ বাক্যে امام المدرسة (মুবতাদা) আগে এবং غدیر (খবর) পরে আছে। সুতরাং বাংলাতেও خیر আগে ও مبدأ পরে হয়ে তরজমা হবে “মাদরাসার সামনে একটি পুকুর আছে”।

علامات الجمل الاسمية

হালাত আলামতসমূহ চিনার খবর ও মিতদা

১। যদি বাক্যের শুরুতে اسم اشاره এর পরে معرف باللام না হয়, তাহলে শুধু اسم اشاره মুবতাদা এবং বাকি সব মিলে খবর হবে। আর যদি اسم اشاره এর পরে معرف باللام (اسم (الف لام) যুক্ত) হয়, তাহলে معرف باللام ইহমতি হবে। অতঃপর اسم اشاره ও اسم اشاريه মিলে মিতদা হবে। যেমন :

هؤلاء المعلمون ماهررون

ذلك الكتاب لا ريب فيه

ميتدا خبر

ميتدا خبر

اولئك اصحاب الجنة

هذه خريطة بنغلاديش

ميتدا خبر

ميتدا خبر

২। (ইত্যাদি) انتم , انما , انت , نحن , انا : যেমন) ضمير مرفوع منفصل যদি (যেমন- كنت انت الرقيب) এর জন্য না হয়, তাহলে সর্বদা মুবতাদা হবে। যেমনঃ

انت رئيس الجامعة

هو الله الخالق البارئ المصور

ميتدا خبر

ميتدا خبر

৩। বাক্যের শুরুতে যদি معرف باللام , علم , (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানের নাম) অথবা مضاف ومضاف اليه হয় এবং তার পরে , ظرف , فعل , شبه فعل ও جار مجرور , مضاف مضاف اليه , موصوف صفت , لفظ نكرة হয়, তাহলে معرف باللام , علم , مضاف مضاف اليه ও علم , معرف باللام এবং বাকী সবগুলো খবর হবে। যেমন :

الرحمن علم القرآن

الله اكبر

الحرب سجال

الدنيا سجن المؤمن

ميتدا خبر

ميتدا خبر

ميتدا خبر

ميتدا خبر

ماجد ذاهب الى المدينة

بنت عائشة تحت المروحة

نبي صادق

ميتدا خبر

ميتدا خبر

ميتدا خبر

ميتدا خبر

(৪) বাক্যের শুরুতে যদি جار مجرور বা ظرف থাকে এবং তার পরে কোন্ ফعل না থাকে, তাহলে جار مجরور বা ظرف টি (শبه فعل محذوف) এর সাথে متعلق হয়ে) خبر مقدم হবে। আর বাকী অংশ মিলে مبتدأ مؤخر হবে। যেমনঃ

لله ملك السموات والارض امام الامة المسلمة زمن خطر
خبر مقدم مبتدأ مؤخر خبر مقدم مبتدأ مؤخر

فى القرآن مائة واربع عشرة سورة
خبر مقدم مبتدأ مؤخر

(৫) কমে এই তিনটি কাফ تشبيه ও مثل , نحو (৫) পেশ করা হয়, তাহলে نحو ও مثل তার পরবর্তী لفظ এর দিকে مضاف হয়ে খবর হবে এবং تشبيه কাফ ও তার مجرور মিলে ثابت (মাহজুফ) এর সাথে متعلق হয়ে خبر হবে। আর এই তিনটি خبر এর مبتدأ হবে মাহালা , مثاله অথবা , نظيره , نظرهما যা তার পূর্বে محذوف থাকে। যেমন :

نحو (مثاله)
قوله تعالى انكم ظلمتم انفسكم
مضاف مضاف اليه
خبر مبتدأ (محذوف)
وتسمى جملة اسمية (مثاله)
مبتدأ (محذوف)

مثل زيد عالم
مضاف مضاف اليه
خبر

فيحوز شربه (مثاله) ثابت
شبه فعل محذوف (مثاله)
شبه جملة مبتدأ (محذوف)
خبر جملة اسمية

مبتدأ (৬) অর্থার্থ যার تعریف বা সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয় তা সর্বদা
এবং تعریف অর্থার্থ যেই لفظ বা ইবারত দ্বারা সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয় তা সর্বদা
خبر হয়। যেমন :

الكلام	ماتضمن كلمتين بالاسناد	الكلمة	لفظ وضع لمعنى مفرد
مبتدأ	خبر	مبتدأ	خبر

এমনকি যদি কোন্ ফেল বা حرف এর তা'রীফ করা হয়। অথবা তার কোন্ حکم
বর্ণনা করা হয়, তাহলে فعل ও حرف (مسند اليه) হতে পারে না এই নিয়ম
থাকা সত্ত্বেও) এক্ষেত্রে مبتدأ হতে পারে। যেমন :

يضرِب	فعل مضارع	ان	حرف شرط
مبتدأ	خبر	مبتدأ	خبر

اما ، لاء نفى جنس ، افعال ناقصة ، ماولا المشبهتان بليس ، حروف مشبه (৭)
এগুলোর পরে সর্বদা একটি خبر থাকবে। যেমনঃ

وكان	الله	عليما حكيمًا	انكم	ظلمتم انفسكم	ما	زيد	علما
فعل ناقص	مبتدأ	خبر	مبتدأ	خبر	معنى ليس	مبتدأ	خبر

انواع الخبر

খবরের প্রকারসমূহ

সহজে اسمية কে হল করা বা সুক্ষভাবে তার তারকীব বুঝার জন্য নান্নব
বিশারদগণ خبر কে প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) الخبر مفرد (২) الخبر جملة (৩) الخبر شبه جملة

الخبر جملة : খবরটি যদি مركب مفید হয়, তাহলে তাকে الخبر جملة বলে।
আল্লাহ - الله يخلق كل شئ هতে পারে। যেমন :
তা'আলা প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেন। আবার جملة اسمية হতে পারে। যেমনঃ
العدل عاقبته خير - ইনসাফের পরিণাম ভাল।

الخبر شبه جملة : যদি খবরটি جار مجرور বা جار مجرور ظرف বিশিষ্ট হয়, তাহলে তাকে
 الجملة - বেহেস্ত মায়ের - الجنة تحت اقدام الامهات : যেমন। الخبر شبه جملة
 পায়ের নিচে। يد الله على الجماعة - আল্লাহর মদদ জামাতের উপর।

الخبر مفرد : যদি খবরটি جملة বা شبه جملة না হয়, তাহলে তাকে الخبر مفرد
 বলে। এটা আবার দুই প্রকার :

(ক) اسم مشتق হবে। অর্থাৎ খবরটি শুধু একটি اسم مشتق হবে। তার
 সাথে جار مجرور বা جار مجرور থাকবে না। যেমন : الخادم حاضر - খাদেম উপস্থিত।

(খ) اسم مشتق ও شبه جملة , جملة খবরটি হবে, অর্থাৎ খবরটি اسم مفرد جامد
 কোনোটিই হবে না। যেমন : العلم نور - জ্ঞান হলো আলো। الجهل ظلمة -
 মুর্খতা হলো অন্ধকার।

তাহলে এখন আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, খবর মোট ছয় প্রকার :

(৫) جملة فعلية (৪) جملة اسمية (৩) مفرد جامد (২) مفرد مشتق (১)
 جملة যার-মাজরুর বিশিষ্ট (৬) خبر شبه جملة

বিশেষ দ্রষ্টব্য : খবরটি যদি جملة বা شبه جملة হয়, তাহলে তার মধ্যে এমন
 একটি যমীর থাকা আবশ্যিক যার مرجع হয় مبتدأ - উক্ত যমীরটিকে
 عائد (প্রত্যাবর্তনকারী) বলে। واحد টি عائد , تنبيه , جمع ও مذكرو مؤنث এর
 ক্ষেত্রে তার مرجع এর অনুকরণ করবে।

جدول انواع الخبر مع الامثلة

উদাহরণসহ খবর এর প্রকারসমূহের নকশা।

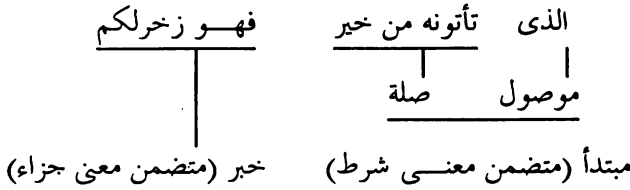
الخبر					
شبه جملة		جملة		مفرد	
ظرف	مجرور	فعلية	اسمية	جامد	مشق
الجنة تحت اقدام الامهات সন্তানের বেহেস্ত মায়ের পায়ের নিচে।	يد الله على الجماعة আল্লাহর সাহায্য জামাতের উপর।	الله يخلق كل شئ আল্লাহ তা'আলা সকল জিনিস সৃষ্টি করেন	العدل عاقبته خير ইনসাফের পরিণাম উত্তম।	العلم نور — الجهل ظلمة মূর্খতা হল অন্ধকার, জ্ঞান হল আলো।	العسل نافع — الخمر فاسد মাদক ক্ষতিকর, মধু উপকারী।

البدء بالضمير في الشرط

শর্তের অর্থ ধারণকারী মুবতাদা

شرط تي مبتداً
কোন কোন সময় مبتداً এর মধ্যে شرط এর অর্থ পাওয়া যায়। তখন টি مبتداً
عبر تي خبر
এবং جزء এর মান রাখে। সে ক্ষেত্রে خبر এর শুরুতে একটি فاء আনা
জরুরী। আর এরকম হয় চার সুরতে। যথা :

الذى تأتونه من خير : যেমন : যদি মিলে মিলে ও اسم موصول (১) فهو زخرلكم -তোমরা যা কিছু ভাল কাজ করবে তা তোমাদের জন্য গচ্ছিত হয়ে থাকবে।



كل من : যেমন: যদি মিলে মিলে ও اسم موصول (২) يأتنى -যা তুমি এমনি ব্যক্তি যে আমার নিকট আসবে, সে এক দিরহাম পাবে।

كل من يأتنى مضاف مضاف اليه	فله درهم
<p>كل من يأتنى</p> <p>فله درهم</p>	<p>فله درهم</p> <p>فله درهم</p>

ظرف جار مجرور : যেমন: যদি মিলে মিলে ও اسم موصول (৩) صديق حولك في الشدة فهو جدير بالثناء -এমন বন্ধু যে বিপদের সময় তোমার পাশে দাঁড়ায়, প্রশংসার উপযুক্ত।

صديق حولك في الشدة متعلق بموجود موصوف شبه جملة صفت	فهو جدير بالثناء
مبتدأ متضمن معنى شرط	خبر متضمن معنى جزاء

(৪) مضاف যদি এমন নক্রে موصوف যদি হয়, যার صفت টি হয়
প্রত্যেক - كل تلميذ في الفصل فله درهم : যেমন : جار مجرور
এমন ছাত্র যে শ্রেণী কক্ষে উপস্থিত আছে, তার জন্য এক দিরহাম রয়েছে।
এখানে كل হল مضاف আর تلميذ হল মাউছুফ, الفصل في এটি موجود এর
فاء جزائية এটি فا : مضاف موصوف ও صفت মিলে মুবতাদা।
সাথে متعلق হয়ে ছিফাত, موصوف ও صفت মিলে মুবতাদা।
আর خبر মিলে اسمية جملة হয়েছ।

মূল কথা

- (১) যে বাক্য দ্বারা কোন্ পূর্ণকথা বুঝে আসে এবং বাক্যটি اسم দ্বারা শুরু হয়
তাকে اسمية جملة বলে।
- (২) اسمية جملة এর মধ্যে মূল অংশ দু'টি, مبتدا ও خبر - যার সম্পর্কে কিছু
বলা হয়, তাকে مبتدا আর যা কিছু বলা হয় তাকে خبر বলে।
- (৩) বাংলা থেকে আরবী অথবা আরবী থেকে বাংলা তরজমা করার সময় مبتدا
ও خبر এর মাঝে আগ-পিছের কোন্ পরিবর্তন হবে না।
- (৪) বাক্যের শুরুতে اسم اشاره এর পরে الف لام না হলে শুধু اسم اشاره টি
مبتدا হবে। আর الف لام হলে اسم اشاره ও اسم اشاره মিলে مبتدا হবে।
- (৫) যার সংজ্ঞা (যদি تاکید এর জন্য না হয়) و معرفات (যদি ضمير مرفوع منفصل
বর্ণনা করা হয়) সর্বদা مبتدا হবে।
- (৬) خبر হবে এগুলো সর্বদা خبر হবে উদাহরণ দেয়া হলে এগুলো সর্বদা خبر হবে
এবং এগুলোর পূর্বে مثاله অথবা نظيره (محذوف) মুবতাদা হবে।
- (৭) যদি বাক্যের শুরুতে معرف باللام , علم , অথবা اليه , علم
এবং তার পরে
- لفظ نكرة جار مجرور , شبه فعل , فعل , مضاف مضاف اليه ,
مضاف ও علم , معرف باللام , তাহলে موصوف ও موصوف صفت
মিলে مبتدا ও বাকি গুলো خبر হবে।

(৮) যদি اسمية (৮) যদি মধ্যে বা جار مجرور -র মধ্যে হয়, তাহলে তা খবর হবে।
চাই আগে হোক বা পরে হোক।



তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

তারকীব লিখার নিয়ম :

جملة فعلية -র বয়ানে তারকীব করার দু'টি নিয়ম অতিবাহিত হয়েছে।

(১) ব্যাখ্যার মাধ্যমে। (২) নকশা আকারে। جملة اسمية -র তারকীবের ক্ষেত্রে
হুব্জ উক্ত নিয়ম দু'টি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এখানেও উদাহরণসহ উভয়
নিয়মের তারকীব দেয়া হল।

عم محمود معلم ماهر (মাহমুদের চাচা একজন দক্ষ শিক্ষক)।

- مبتدأ مضاف ومضاف اليه، عمود -ইলাইহি, مضاف -মুযাফ, হলো মুযাফ -
مبني خبر موصوف وصفته، ماهر -মুযাফ, মাউছূফ, معلم
جملة اسمية مبتدأ خبر موصوف وصفته

(৩)

ماجد	سكان	هذه	القرية
		اسم اشارة	مشاراليه
	مضاف	مضاف اليه	
مبتدأ		خبر	
		جملة اسمية	

شبه جملة — جملة : প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! খবর প্রথমত তিন প্রকার, جملة —
مفرد — অবশ্যই তা পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝে আসছে। উক্ত তিন প্রকার
খবরের উপর ভিত্তি করে جملة اسمية এর তারকীব সূত্র হয় মোট তিনটি।

১নং সূত্র : যদি খবরটি মুফরাদ হয়, চাই حامد হোক বা مشتق হোক- তাহলে
সরাসরি খবর হবে। অর্থাৎ اسم হলোও তার فاعل বের করে جملة
বানিয়ে খবর বানাতে হবে না। যেমন :

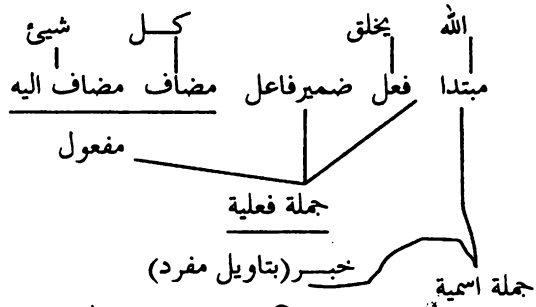
(ক) الخمر مضر
مبتدأ خبر
جملة اسمية

(খ) العسل مفيد
مبتدأ خبر
جملة اسمية

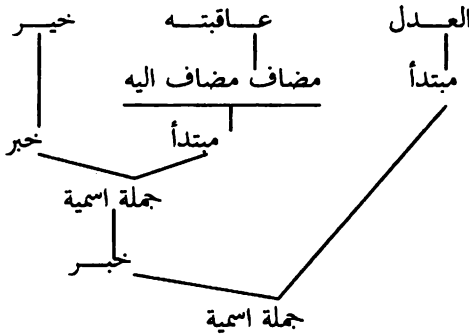
(গ) الصمت زين
مبتدأ خبر
جملة اسمية

২নং সূত্র : যদি খবরটি جملة হয় চাই جملة اسمية হোক বা جملة فعلية হোক, প্রথমে নিজ নিজ নিয়মে جملة اسمية বা جملة فعلية বানাবে। অতঃপর بتاويل মফরদ বানিয়ে خبر বলবে। সর্বশেষে مبتدا ও خبر মিলিয়ে جملة اسمية বানাবে। যেমন :

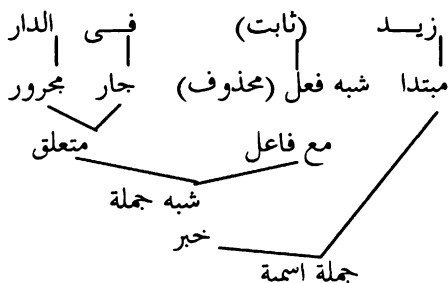
(ক) الله يخلق كل شيء - আল্লাহ সকল জিনিস সৃষ্টি করেন।



(খ) العدل عاقبته خير - ইনসাফের শেষ পরিণাম ভাল।



৩নং সূত্র : যদি খবরটি جملة شبه হয়, চাই جار مجرور বিশিষ্ট হোক, বা ظرف বিশিষ্ট হোক, অবশ্যই তার পূর্বে একটি فعل شبه থাকতে হবে। তা ইবারতে উল্লেখ থাকলে ভাল, আর উল্লেখ না থাকলে উহ্য মেনে নিতে হবে। অতঃপর جار مجرور বা ظرف উক্ত فعل شبه এর সাথে متعلق হবে। তারপর شبه



নীচের বাক্যগুলোর তরুজমা ও তারকীব কর এবং খবরের প্রকার নির্ণয় কর :

الحمد لله رب العلمين (الفاتحة) الرحمن علم القرآن (الرحمن) انما الاعمال بالنيات (صحيح البخارى) الحجاج ضيوف الرحمن — المؤمن ينظر بنور الايمان — ان الحسنات يذهبن السيئات (هود) سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (مشكوة) صلاح الانسان فى حفظ اللسان — ان البقرتشابه علينا (البقرة) وذلك اضعف الايمان (الترمذى) فيهن خيرات حسان (الرحمن) ان الاسلام يهدم ماكان قبله (النسائى) والشمس تجرى لمستقرها (يس) فوق كل ذى علم عليم (يوسف) الصلاة نورالمؤمن (ابن ماجة) كل نفس ذائقة الموت (آل عمران) داكا عاصمة بنغلاديش —

নীচের বাক্যগুলো **جملة اسمية** হিসেবে আৱবী কৱ :

আব্বাহ এক,মুহাম্মদ (সঃ) আব্বাহর রাসুল, কা'বা শরীফ আব্বাহর ঘর, এই ছেলেটি ভদ্র, ফাতেমা একজন মেধাবী ছাত্রী। সে ঐ মাদরাসার ছাত্রী, আপেলটি মিঠা এবং কমলাটি চুকা, সূর্য তার কক্ষ পথে চলে, এ সকল মহিলারা নেককার

এবং ঐ সকল মহিলারা বদকার, মুমিন বান্দা ঈমানের রোশনি দ্বারা দেখে, নোমানের চাচা একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী এবং তার মামা একজন দক্ষ ডাক্তার, ছুমাইয়া একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে প্রতিদিন তার বোনের সাথে মাদরাসায় যায়, ঐ সকল লোক আল্লাহর দল, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। মাদ্রাসার গাড়ী দফতরের সামনে দাঁড়ানো, মোহতামিম সাহেব এখন গাড়ীতে আরোহণ করবেন এবং বরিশাল সফরে যাবেন।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) جملة اسمية কাকে বলে? (২) جملة اسمية -র মূল অংশ কয়টি ও কি কি?
- (৩) তরজমা করার সময় مبتدا ও خبر এর মাঝে আগ-পিছের কোন রদবদল হবে কি না?
- (৪) جملة اسمية কে جملة فعلية আকারে রূপান্তরিত করতে হলে তার পদ্ধতি কি?
- (৫) خبر প্রথমত কত প্রকার ও কি কি? এবং মোট কত প্রকার ও কি কি?
- (৬) جملة اسمية এর মাঝে এমন কোন জিনিস রয়েছে, যা সর্বদা খবর হবে, চাই আগে হোক বা পরে হোক?
- (৭) جملة اسمية এর আলামত গুলো উদারণসহ বর্ণনা কর?
- (৮) جملة اسمية এর কয়টি اصول التركيب ধার্য করা হয়েছে এবং সে গুলো কোন দৃষ্টিকোন থেকে?
- (৯) কি নিয়মে جملة اسمية এর তারকীব করতে হবে তা বুঝিয়ে দাও?
- (১০) ব্যাখ্যা করে ও নকশা আকারে কয়েকটি جملة -র তারকীব করে দেখাও।

بيان الجملة الخبرية والانشائية

(১) خالد تلميذ مؤدب

خرجت عائشة من الغرفة

اكلت الطعام باللحم

(২) إذهب الى المدرسة

لا تضرب ضعيفا

ماجد تاجر امين

খালেদ একজন ভদ্র ছাত্র।

আয়েশা কামরা হতে বের হয়েছে।

আমি গোস্তু দিয়ে খানা খেয়েছি।

তুমি মাদরাসায় যাও।

তুমি দুর্বলকে প্রহার করোনা।

মাজেদ কি একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী?

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রতিটি বাক্য এমন, যার বক্তাকে সত্য বা মিথ্যা গুণে গুণান্বিত করা যায়। অর্থাৎ বক্তার কথা শুনে শ্রোতা এ মন্তব্য করতে পারে যে, তুমি সত্য বলেছ বা মিথ্যা বলেছ। যেমন তুমি যখন প্রথম বাক্য খালদ তلميذ مؤدب বলবে, তখন শ্রোতা তোমাকে বলতে পারে যে, হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ। ছাত্রটি আসলেই ভদ্র। অন্যদিকে তার একথা বলারও সুযোগ আছে যে, না তুমি মিথ্যা বলেছ। ছাত্রটিতো অভদ্র। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো এর বিপরীত। অর্থাৎ এ ভাগের কোন্ একটি বাক্যের বক্তাকে একথা বলা যায় না যে, তুমি সত্য বলেছ বা মিথ্যা বলেছ। কারণ, প্রথম ভাগের বক্তা অতীতকালের কোন্ কিছু সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে, যার মধ্যে এধরনের সম্ভাবনা থাকে। আর দ্বিতীয় ভাগের বক্তা অতীতকালের বা অপরের সম্পর্কে কিছু বলছে না বা মন্তব্য করছে না, বরং নিজের থেকে বা উপস্থিত মুহূর্তে কথাটি বলেছে বা আবিষ্কার করেছে। যার মধ্যে এ ধরনের সম্ভাবনা থাকেনা। যেমন তুমি যখন কাউকে জিজ্ঞেস করবে, মাজেদ কি একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী? তখন সে এরকম বলবে না যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ, বা না না তুমি মিথ্যা বলেছ। কারণ, এরকম বললে তার কথা অনর্থক হবে এবং বিকৃত মস্তিষ্কের (পাগল) মনে হবে।

তাহলে এখন বলা যায় যে, যে বাক্যের বক্তাকে সত্য বা মিথ্যা গুণে গুণাঙ্কিত করা যায় তাকে جملة خبرية বলে। আর যার বক্তাকে সত্য বা মিথ্যা গুণে গুণাঙ্কিত করা যায় না তাকে جملة انشائية বলে।

اقسام الجملة

জুমলার প্রকারসমূহ

جملة কে ভাগ করার দু'টি দিক রয়েছে। যথা :

(১) তারকীব বা গঠনগত দিক। (২) অর্থগত দিক।

(১) তারকীব বা গঠনগত দিক : তারকীবের দিক থেকে সমস্ত جملة দুই প্রকার।

(ক) جملة اسمية (খ) جملة فعلية আর এ দু'প্রকারের আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

(২) অর্থগত দিক : অর্থগত দিক থেকে সমস্ত جملة দুই প্রকার। (ক) جملة

পনের প্রকার। - جملة انشائية অতঃপর جملة انشائية (খ) خبرية

عقود (৬) ترجى (৫) ثمنى (৪) استفهام (৩) نهي (২) امر (১)

(১২) دعاء (১১) تعجب (১০) قسم (৯) عرض (৮) ندا (৭)

اعتقاد (১৫) ذم (১৪) مدح (১৩) مقارب

جملة خبرية -র সুনির্দিষ্ট কোন্ প্রকার চিহ্নিত করা হয়নি, বরং এই পনের প্রকার

ব্যতীত সবগুলো جملة خبرية।

تصنيفات الجملة الانشائية ومكوناتها

جملة انشائية গুলোর সংজ্ঞা ও তারকীব

(১) امر (আদেশসূচক বাক্য) যেমন : اضرب -তুমি প্রহার কর।

তারকীব : اضرب ফেল, তার মাঝে انت যমীর ফায়েল। অতঃপর فعل ও

فاعل মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

(২) نهي (নিষেধসূচক বাক্য) যেমন : لاتضرب -তুমি প্রহার করোনা।

তারকীব : ফে'ল, তার মাঝে انت যমীর ফায়েল। অতঃপর ও
ফاعল মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

(৩) استفهام (প্রশ্নবোধক বাক্য) যেমন : هل ضرب زيد - যায়েদ কি মেরেছে?

তারকীব : هل হরফে ইস্তেফহাম, ضرب ফে'ল, زيد ফায়েল। অতঃপর
ফاعল মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

(৪) تمنى (আকাঙ্ক্ষাবোধক বাক্য)। যেমন: ليت زيدا حاضر - হায়! যদি
যায়েদ উপস্থিত হত!

তারকীব : ليت হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল, زيدا তার ইসম এবং حاضر
তার খবর। ليت তার ইসম ও খবর নিয়ে اسمية انشائية হয়েছে।

(৫) لعل بكرة غائب (আশাব্যঞ্জক বাক্য)। যেমন : لعل بكرة غائب - আশা করা
যায় যে, বকর অনুপস্থিত থাকবে। لعل এর তারকীব تمنى এর অনুরূপ।

(৬) عتود (চুক্তিমূলক বাক্য)। যেমন: بعث واشترت আমি বিক্রি করলাম,
আমি ক্রয় করলাম।

তারকীব : بعث টি فعل ও فاعল মিলে جملة فعلية انشائية এবং اشترت টি فعل
ও فاعল মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

(৭) نداء (আহ্বানসূচক বাক্য)। যেমন : يا الله ارزقنا - হে আল্লাহ!
আমাদেরকে রিযিক দাও।

তারকীব :

(ক) يا হরফে নিদা, الله মুনাদা। হরফে নিদা ও মুনাদা মিলে নিদা। ارزقنا
জুমলা হয়ে জাওয়াবে নিদা। নিদা ও জাওয়াবে নিদা মিলে نداءية انشائية হয়েছে।

(খ) يا হরফে নিদা কায়েম মুকামে ادعو ফে'ল, انت যমীর তার
মাঝে ফায়েল, لفظ الله মাফউলে বিহী। فعل , فاعل ও مفعول به মিলে
نداء اجواب অতঃপর نداء جملة فعلية হয়েছে। ارزقنا - نداء جملة فعلية
ও نداء اجواب মিলে نداءية انشائية হয়েছে।

- الاتنزل بنا فتصيب خيرا : যেমন : (অনুরোধজ্ঞাপক বাক্য) عرض (চ)

তুমি আমাদের নিকট কেন আসনা! তাহলে তোমার মঙ্গল হত।

তারকীব : এ বাক্যটির তিন ধরনের তারকীব হয়, যা নিম্নরূপ :

عطف المفرد عطفة (খ) । عطف جزائية কে فاء এর فتصيب خيرا (ক)

ধরা হবে। (গ) عطف الجملة على الجملة عطفة (গ) । ধরা হবে।

ধরা হলে جملة টির আসল ইবারত হবে নিম্নরূপ-

এখানে الا হরফে আরয অথবা

জুমলা হয়ে আরয। ان হরফে শর্ত, بنا জুমলা

হয়ে শর্ত, جزاء - জাযাইয়াহ, تصب জুমলা হয়ে

জুমলায়ে শর্তীয়া হয়ে জাওয়াবে আরজ। অতঃপর عرض ও

جواب عطف মিলে جملة فعلية انشائية

مفرد উভয়টি معطوف عليه ও معطوف অর্থঃ عطف المفرد على المفرد (খ)

মানা হলে আসল ইবারত হবে- الا يكون منك نزول فاصابة خير مني

الا	يكون	منك	نزول	فاصابة	خير	مني
حرف عرض	فعل ناقص	متعلق بخبر مقدم	معطوف عليه	حرف عطف	مصدر مضاف	مضاف اليه
					معطوف	نائبه
					مبتدأ مؤخر	
جملة فعلية انشائية						

جملة উভয়টি معطوف عليه ও معطوف অর্থঃ عطف الجملة على الجملة (গ)

মানা হলে আসল ইবারত হবে- الا يكون منك نزول فيكون اصابة خير مني

الا	يكون	منك	نزول	فيكون	اصابة	خير	مضى
فعل	فعل	فعل	فعل	فعل	فعل	فعل	فعل
جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه	جملة فعلية معطوف عليه
جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية	جملة فعلية انشائية

(৯) আমি কসম! খোদার কাছে যায়েদকে মারব।
যায়েদকে মারব।

তারকীব : এ র আসল ইবারত হবে- اقسم والله لاضررين زيدا
মিলে متعلق ও فاعل , فعل। মুতায়াল্লেখক, الله, যমীর ফায়েল, انا, ফেল, اقسام
কসম ও جواب قسم জুমলা হয়ে জুমলা لاضررين زيدا আর - قسم হয়ে জুমলা
জওয়াবে কসম মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

(১০) সে কী সুন্দর! - ما احسنه : যেমন। (আশ্চর্যবোধক বাক্য) تعجب (১০)
সুন্দর। - احسن يزيد - যায়েদ কী সুন্দর!

তারকীব : এ জুমলাতে ما بمعنى أى شئ মুবতাদা, احسنه - جملة فعلية
- جملة اسمية انشائية মিলে خبر ও مبتدأ সূতরাং - خبر

فعل সূতরাং, فاعل, ياয়েদ, ب, ফেল, بمعنى حسن এখানে احسن
ও فاعل মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ما احسنه এর
আরো একাধিক তারকীব আছে যা افعال التعجب এর বয়ানে বর্ণনা করা হবে।

جزاك الله خيرا : যেমন। (মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনামূলক বাক্য) دعاء (১১)
আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দিক।

তারকীব : فعل ও উভয় مفعول মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

عسى زيد يخرج : যেমন। (নৈকট্য অর্থজ্ঞাপক বাক্য) مقارب (১২)

তারকীব : عسى | জুমলা হয়ে يخرج | তার ইসম | زيد فعل | مقارب হল | عسى : তারকীব |
খবর | عسى তার ইসম ও খবর মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছিল।

(১৩) نعم الرجل موسى : যেমন (প্রশংসা সূচক বাক্য)। মূসা খুব ভাল লোক বা খুব ভাল লোক মূসা।

তারকীব : نعم | জুমলা হয়ে يخرج | তার ইসম | زيد فعل | مقارب হল | عسى : তারকীব |
খবর | عسى তার ইসম ও খবর মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছিল।

(১৪) بئس الرجل فرعون : যেমন (নিন্দা সূচক বাক্য)। ফেরাউন। এ জুমলার তারকীব مدح এর তারকীবের অনুরূপ।

(১৫) اعتقاد (যে সমস্ত বাক্যের অর্থের উপর ঈমান রাখা জরুরী)। যেমন: الله ربنا
আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।

তারকীব : الله | জুমলা হয়ে يخرج | তার ইসম | زيد فعل | مقارب হল | عسى : তারকীব |
খবর | عسى তার ইসম ও খবর মিলে جملة اسمية انشائية হয়েছিল।

بيان اسم الاشارة والمشار اليه

- ১। (ক) هذا قلم ইহা একটি কলম।
 (খ) هذه قلنسوة ইহা একটি টুপি।
 (গ) هذان تاجران এরা দু'জন ব্যবসায়ী।
 (ঘ) اولئك مسلمات তারা মুসলিম মহিলা।
 (ঙ) هؤلاء تلاميذ المدرسة এরা মাদরাসার ছাত্র।
 ২। (ক) تلك المرأة صالحة ঐ মহিলাটি সং।
 (খ) هؤلاء التجار سكان القرية এই সকল ব্যবসায়ীরা গ্রামের বাসিন্দা।

আলোচনা

উপরের ণ্ডলোতে مثال , هذا , هذه , ذاك , تلك ও اولئك ইত্যাদি اسم ণ্ডলো দ্বারা তার পরবর্তী কোন্ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু অর্থাৎ , قلم , قلنسوة , تلاميذ ও اولئك ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ اسم ণ্ডলোকে اسم اشارة এবং যে ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে ণ্ডলোকে اسم المشار اليه বলে।
 مشاراليه ণ্ডলোতে ণ্ডলো ও দূরের ণ্ডলোতে , تثنية , واحد ,
 এর অনুগামী হয়। সচরাচর ও বহুল ব্যবহৃত اسم اشارة ণ্ডলো নিম্নরূপ :

مؤنث بعيد	مذكر بعيد	مؤنث قريب	مذكر قريب	
تلك	ذلك	هذه	هذا	واحد
تانك	ذانك	هتان	هذان	تثنية
اولئك	اولئك	هؤلاء	هؤلاء	جمع

তরজমার নিয়ম

উপরোক্ত مثال গুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের مثال গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোন্ একটি اسم اشارة এর পরে لام الف যুক্ত اسم নেই। এবং هذا قلم : যেমন : اسم اشارة একবচন -র- তরজমা হয়েছে ইহা, উহা। যেমন : اسم اشارة একবচন। উহা একটি কলম। اسم اشارة উহা একটি চেয়ার। আর দ্বিবচন ও বহুবচনের তরজমা হয়েছে “এরা, ওরা ও তারা”। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাগের مثال গুলোতে প্রতিটি اسم اشارة এর পরে لام الف যুক্ত اسم রয়েছে। সে ক্ষেত্রে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবগুলো اسم اشارة - এর তরজমা হয়েছে এই, ঐ দ্বারা। যেমন : هؤلاء التجار سكان القرية। ঐ মহিলাটি সতী - تلك المرأة صالحة : যেমন : ঐব্যবসায়ীরা গ্রামের বাসিন্দা।

তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, اسم اشارة এর পরে যদি لام الف না থাকে, তাহলে তরজমা হবে ইহা, উহা, এরা, ওরা। আর لام الف থাকলে তরজমা হবে এই, ঐ। এমনভাবে শুধু اسم اشارة যদি خير হয় অথবা مضاف مضاف اليه ও : যেমন : مضاف اليه মিলে مضاف اليه হয়, তখনও তরজমা হবে এই, ঐ। যেমন : ميدان المدرسة هذا واسع। ঐ ফাতেমার হার - عقد فاطمة (مبتدا) ذلك (خير)

মাদ্রাসার এই মাঠটি প্রশস্ত।
 مضاف اليه اسم اشارة / خير
 مبتدا

উল্লেখিত নিয়মই প্রযোজ্য হবে, যদি বাংলা থেকে আরবী করা হয়। অর্থাৎ বাংলাতে যদি ইহা, উহা হয়, তাহলে আরবীতে اسم اشارة -র পরে لام الف হবে না। যেমন : ইহা একটি ব্লাকবোর্ড هذه سبورة। আর এই, ঐ হলে اسم اشارة এর পরে لام الف হবে। যেমন : এই ব্লাকবোর্ডটি هذه السبورة

মল কথা

(১) যে اسم দ্বারা কোন্ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তাকে اسم اشاره বলে।

(২) اسم اشاره দ্বারা যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তাকে المشار اليه বলে।

(৩) واحد، ثنية ও مذكر، مؤنث কাছের বা দূরের এমনিভাবে اسم اشاره এর অনুযায়ী হয়। - جمع

(৪) الف لام আর ঐ এই, অর্থ হলে الف لام এর পরে اسم اشاره হলে অর্থ হবে ইহা, উহা।

(৫) اسم اشاره হলে المشار اليه মিলে مضاف مضاف اليه এর আসবে।

(৬) اسم اشاره এর পরে হলে অর্থ হবে مضاف و مضاف اليه অথবা اسم اشاره এই, ঐ। বাংলা ভাষায় ইহা, উহা হলে আরবীতে اسم اشاره এর পরে الف لام হবে না। আর এই, ঐ হলে اسم اشاره এর পরে

اسماء الإشارة

এর তারকীব সূত্র মোট চারটি।

مبتدأ मिले المشار اليه ও اسم اشاره (১) হতে - اسم اشاره শুধু (২) হতে - اسم اشاره শুধু (৩) হতে - اسم اشاره শুধু (৪) হতে - اسم اشاره শুধু পূর্বের عامل এর معمول হবে।

(১) যদি বাক্যের শুরুতে اسم اشاره হয় এবং তার পরে اسم যুক্ত ফ لام না থাকে, তাহলে শুধু اسم اشاره - مبتدأ হতে এবং বাকী সব মিলে خبر হবে।

অতঃপর খবরটি مفرد ও مركب مفيد ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল :

(ক) শুধু اسم الإشارة এবং মুবতাদা এবং مفرد লفظ খবর হওয়ার উদাহরণ :

ইহা একটি বই (اسم الإشارة) هذا - এখানে هذا كتاب (مুবতাদা) আর
 كتاب খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

(খ) শুধু اسم الإشارة ও موصوف , صفت মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ :

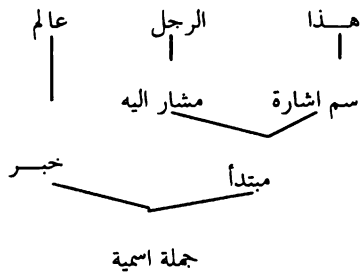
ইহা এমন কিতাব যা আমি তোমার কাছে নাখিল করেছি।		
هذا	كتاب	انزلناه اليك
مبتداً	موصوف	جملة فعلية
		صفت
	خبر	
	جملة اسمية	

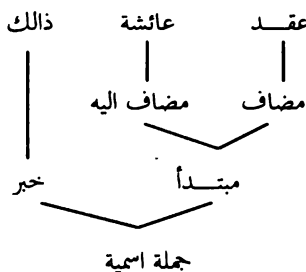
ইহা একটি সুন্দর বই		
هذا كتاب جميل		
مبتداً	موصوف	صفت
	خبر	
جملة اسمية		

(২) যদি বাক্যের শুরুতে اسم الإشارة হয় এবং তার পরে الف لام যুক্ত ইসম থাকে, তাহলে اسم الإشارة এবং مشاراليه মিলে মুবতাদা এবং বাকী সব মিলে খবর হবে। এখানেও খবরটি পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিম্নে কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা হল :

(ক) اسم الإشارة ও مشار اليه মিলে মুবতাদা এবং مفرد লفظ খবর হওয়ার উদাহরণ :

এই লোকটি জ্ঞানী

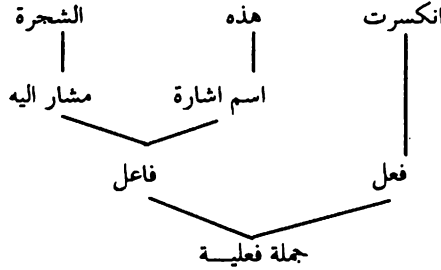




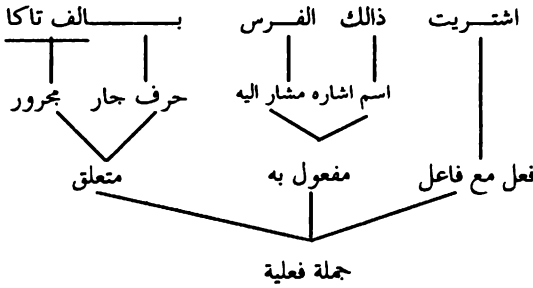
(৪) যদি اشاره اسم এর পূর্বে কোন্‌ عامل থাকে, তাহলে اشاره اسم এবং مشار اليه মিলে পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুযায়ী মرفوع, منصوب ও مجرور তিন প্রকারের معمول হতে পারে। যেমন :

(ক) اشاره اسم এবং مشار اليه মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণঃ

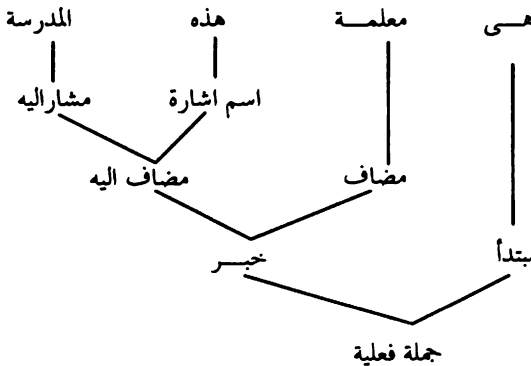
এই গাছটি ভেঙ্গে গেল- انكسرت هذه الشجرة -



(খ) اشاره اسم এবং مشار اليه মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণঃ اشتريت ذلك
আমি একহাজার টাকা দিয়ে ঐ ঘোড়াটি কিনেছি। - الفرس بالف تاكا



(গ) اشاره اسم এবং مشار اليه মিলে مجرور باضافت হওয়ার উদাহরণঃ هي معلمة
সে এই মাদ্রাসার শিক্ষিকা। - هذه المدرسة



বিশেষ দ্রষ্টব্য : اسم اشارة যদি معرف باللام হয়, তাহলে اسم اشارة এবং
 الى مشار এর তারকীব সম্পর্কে আরো তিনটি মন্তব্য রয়েছে।

(১) اسم اشارة কে موصوف এবং مشاراليه কে صفت বলে তারকীব করা।

(২) اسم اشارة কে مبدل منه ও مشار اليه কে بدل বলে তারকীব করা।

(৩) اسم اشارة কে مبين এবং مشار اليه কে بيان বলে তারকীব করা।

অনশীলনী ১

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর এবং তারকীব সূত্র নির্ণয় কর :

ذلك الكتاب لاريب فيه - (البقرة) اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون (البقرة)
 وذلك دين القيمة (البينة) كان ابن عباس رضى الله عنه حرا هذه الاممة - حكم
 هذين النوعين واحد (الحسامي) هؤلاء مجاهدون في سبيل الله - ان هؤلاء يحبون
 العاجلة (الدهر) مدير هذه المدرسة ماهر - هذه جهنم التي كنتم توعدون (يس)

অনশীলনী ২

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

ইহা একটি মাঠ। এই মাঠটি প্রশস্ত। উহা একটি দামী হার। উহা ফাতেমার
 হার। এই ছেলে দু'টি ভদ্র এবং ঐ ছেলেটি অভদ্র। ঐ লোকগুলো ডাক্তার। হে
 আয়শা! তোমার খালা কি এই মাদ্রাসার শিক্ষিকা? হ্যাঁ, তিনি এই মাদ্রাসার
 শিক্ষিকা। উহা মদীনার খেজুর। মদীনার খেজুর খুব সুস্বাদু ও উপকারী। ঐ
 বিড়ালটি ছাদের নিচে।

অনশীলনী ৩

প্রশ্নমালা :

(১) اسم اشارة ও مشار اليه কাকে বলে?

(২) সচরাচর ব্যবহৃত اسم اشارة গুলো কি কি? অর্থ সহ উল্লেখ কর?

(৩) اسم اشارة এর তরজমা কখন ইহা-উহা হবে এবং কখন এই-ঐ হবে?

(৪) বাংলাতে ইহা- উহা এবং এই-ঐ হলে তার আরবী কীভাবে বানাতে হবে?

(৫) কোন্ সময় اسم اشارة টি مشاراليه এর পরে হয়?

بيان الموصوف والصفة

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| (১) إهدنا الصراط المستقيم | তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে চালাও। |
| (২) من الشيطان الرجيم | বিতাড়িত শয়তান থেকে। |
| (৩) المؤمن القوى خير | সবল মুমিন উত্তম। |
| (৪) قرأت قصة جميلة | আমি একটি সুন্দর গল্প পড়েছি। |
| (৫) فتيمموا صعيدا طيبا | তাহলে তোমরা পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর। |

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোতে المستقيم ، الرجيم ، القوى ، جميلة ، طيبا ইত্যাদি صعيدا ، قصة ، إعراب টি প্রথম اسم এর দোষ-গুণ বুঝানো হয়েছে। যেমনঃ المستقيم দ্বারা الصراط এর গুণ এবং الرجيم দ্বারা الشيطان এর দোষ বুঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উভয়টি اسم একই রকম। অর্থাৎ দ্বিতীয় اسم টি إعراب ، نكرة ، معرفة ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম اسم এর অনুকরণ করেছে। দুইটি اسم এর এরূপ مركب কে توصيفى বলে। তাহলে এবার আমরা বলতে পারি যে, পাশাপাশি যদি দু'টি اسم একই রকম হয় এবং দ্বিতীয় اسم টি প্রথম اسم এর দোষ-গুণ বর্ণনা করে, তাহলে তাকে এবং موصوف اسم কে توصيفى বলে। প্রথম اسم এর প্রথম اسم কে توصيفى বলে। দ্বিতীয় اسم কে صفت বলে।

উল্লেখ্য, আরবীতে গুণবাচক শব্দ যদি তার পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণ না করে অর্থাৎ উভয়টি একরকম না হয়, তাহলে গুণবাচক শব্দটি صفت হবে না,

বরং খবর হবে এবং পূর্ববর্তী শব্দটি مبتدا হবে। যেমন : المؤمن قوی - মুমিন সবল। এ বাক্যে قوی গুণবাচক ইসমটি পূর্ববর্তী ইসম المؤمن এর অনুকরণ করেনি বিধায় গুণবাচক ইসমটি صفت না হয়ে خبر হয়েছে।

বাংলা নিয়ম

উপরের আরবী উদাহরণগুলোর পাশাপাশি উহাদের বাংলাও দেয়া হয়েছে। এবার বাংলা উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আরবীর ন্যায় বাংলাতেও ‘সঠিক’ ও ‘পথ’ এবং ‘বিতাড়িত’ ও ‘শয়তান’ পাশাপাশি দু’টি শব্দ রয়েছে। যার প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দটির দোষ-গুণ বর্ণনা করছে এবং গুণবাচক শব্দটি আগে আছে। এটিই হল বাংলায় مرکب توصیفی।

তাহলে এখন আমরা বাংলার ব্যাপারে বলতে পারি যে, যদি কারো দোষ-গুণ বর্ণনা করা হয় এবং গুণবাচক শব্দ আগে আসে, তাহলে তাকে مرکب توصیفی বলে। গুণবাচক শব্দকে صفت এবং যার গুণ বর্ণনা করা হয় তাকে موصوف বলে।

উল্লেখ্য যে, বাংলায় গুণবাচক শব্দ পরে আসলে তা خبر হয়ে যাবে, صفت আর থাকবে না। যেমন : ‘সঠিক পথ’ না বলে যদি ‘পথ সঠিক’ বা ‘পথটি সঠিক’ বলা হয়, তাহলে তা মুবতাদা-খবর হয়ে যাবে এবং তার আরবী হবে الصراط مستقیم।

বাংলা ও আরবীর শারী পার্থক্য

আরবী ও বাংলা ভাষায় موصوف ও صفت এর ব্যবহার প্রায় একই রকম। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, বাংলায় গুণবাচক শব্দ আগে ও আরবীতে পরে আসে। তথা আরবীতে موصوف আগে এবং বাংলায় صفت আগে আসে।

যে সব বিষয়ে صفت এর অনুকরণ করা জরুরী

পূর্বের আলোচনা দ্বারা আমরা একটি বিষয় জানতে পারলাম যে, আরবীতে পাশাপাশি দু’টি শব্দ توصیفی مرکب হওয়ার জন্য صفت টি কয়েকটি বিষয়ে موصوف এর অনুকরণ করা জরুরী। এমন বিষয় হল দশটি। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

এ দু'টির যে কোন্ এক বিষয়ে মিল থাকা জরুরী।	نكرة (২) معرفة (১)
এ তিনটির যে কোন্ এক বিষয়ে মিল থাকা জরুরী।	جمع ৫. ثنية 8. واحد (৩)
এ দু'টির যে কোন্ এক বিষয়ে মিল থাকা জরুরী।	مؤنث ৯. مذکر (৬)
এ তিনটির যে কোন্ এক বিষয়ে মিল থাকা জরুরী।	جر (১০) نصب (৯) رفع (৮)

তরজমার নিয়ম

সহজ ও অসহজ এর তরজমা করা অতি সহজ ও ঝামেলা মুক্ত। তাহলো, ইবারতে যে مركب টি موصوف ও صفت হিসেবে চিহ্নিত হবে, তার মধ্য হতে যে শব্দটি পরে আছে তার তরজমা আগে করতে হবে। চাই বাংলা থেকে আরবী তরজমা করা হোক অথবা আরবী থেকে বাংলা তরজমা করা হোক। যেমনঃ-
 প্রশিক্ষিত মাদরাসা, মেধাবী ছাত্র। المدرسة المشهورة ، التلميذ الذكي
 প্রশস্ত মাঠ, দক্ষ শিক্ষক। الميدان الواسع

علامات الموصوف والصفة

মাউছুফ-ছিকাভের আলামতসমূহ

সাধারণত ১১ টি علامত বর্ণনা করা হয়। সেগুলো উদাহরণ সহ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। তবে সেগুলো সহজে বুঝার জন্য তার বন্টন প্রক্রিয়াটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

موصوف টি معرفة হবে অথবা نكرة হবে। معرفة হলে তা ৪ প্রকার হবে। যথা :

হবে اسم اشاره (৩)। হবে علم (২)। হবে معرف باللام (১)।

হবে مضاف ومضاف إليه (৪)।

আর موصوف টি نكرة হলে তা ৭ প্রকার। যথা :

صفت (৩)। হবে। جملة اسمية টি صفت (২)। হবে। نكرة টি صفت (১) টি صفت (৫)। হবে। شبه جملة টি صفت (৪)। হবে। جملة فعلية টি ذات، ذو টি صفت (৭)। হবে। ظرف টি صفت (৬)। হবে। جار مجرور -
ও হবে। নিম্নে প্রত্যেকটির উদাহরণসহ বিবরণ দেয়া হল -

موصوف টি معرفة হলে তার চারটি علامات নিম্নরূপ-

موصوف اسم موصول অথবা معرف باللام এর পরে معرف باللام (১) হবে। যেমন :

بسم الله الذي لا يضر
موصوف موصوف صفت
اهدنا الصراط المستقيم
موصوف صفت

موصوف و صفت اسم موصول অথবা معرف باللام এর পরে علم (২) হবে। যেমনঃ

قدم خالد التاجر مات تمجيد الذي داره في حولنا
موصوف صفت
موصوف صفت

যেমন : হবে। موصوف و صفت معرف باللام এর পরে اسم اشاره (৩) :

هؤلاء البنات صالحات هذا التلميذ نشيط
موصوف صفت
موصوف صفت

اسم اشاره، اسم موصول، معرف باللام এর পরে مضاف ومضاف اليه (৪) হবে। যেমন : كتابه الجميل

موصوف صفت

لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
موصوف صفت

যেমন : হবে। موصوف و صفت لفظ نكرة এর আবার لفظ نكرة টি আলামত নিম্নরূপ :

যেমন : হবে। موصوف و صفت لفظ نكرة এর আবার لفظ نكرة টি আলামত নিম্নরূপ :

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	فِيهِمَا عَيْنَانِ	نَضَاجَتَانِ
↓	↓	↓
موصوف	موصوف	صفة

جمله ১৭এক মوصوف টি لفظ নক্রে হলে جمله فعلية এর পরে لفظ নক্রে (২) :
যেমন : صفت টি فعلية

رَأَيْتُ تَلْمِيزًا	يَجْتَهِدُ كَثِيرًا	فِيهِ رَجَالٌ	يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
↓	↓	↓	↓
موصوف	صفة	موصوف	صفة

যেমন : موصوف وصفت হলে جمله اسمية এর পরে لفظ নক্রে (৩) :

جَاءَنِي رَجُلٌ	أَبُوهُ عَالِمٌ
↓	↓
موصوف	صفة

যেমন : موصوف وصفت হলে شبه جمله এর পরে لفظ নক্রে (৪) :

أَنْتَ خِيَاظَةٌ	مَاهِرَةٌ فِي الْفَنِّ	جَاءَنِي تَاجِرٌ	خَالِصُ عَمَلِهِ
↓	↓	↓	↓
موصوف	صفة	موصوف	صفة

এর محذوف شبه فعل টি جار مجرور হলে جار مجرور এর পরে لفظ নক্রে (৫) :
যেমন : صفت متعلق হয়ে সাথে

الاسم كلمة تدل على معنى	فِي نَفْسِهَا
↓	↓
موصوف	متعلق بثابت
	صفة

এর محذوف شبه فعل আসলে ظرف এর পরে لفظ নক্রে (৬) :
যেমন : وراء النهر للمدرسة ميدان

متعلق بثابت	↓
صفة	موصوف

হবে। موصوف وصفت আসলে غير ও ذات , ذو এর لفظ নكرة (৭) যেমন :

انه عمل غير صالح أبوه رجل ذو عذر في كل صلاة ذات ركوع
 موصوف صفت موصوف صفت موصوف صفت

* উল্লেখিত ৭টি আলামতকে সহজে মুখস্ত করার জন্য সংক্ষেপে এমন বলা যায় , ظرف , جار مجرور , شبه , فعل , لفظ নكرة এর পরে لفظ নكرة , এই এবং موصوف - لفظ নكرة আসলে غير , ذات , ذو ও جمله اسميه জিনিষগুলো صفت হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রকাশ থাকে যে, ضمير কখনো موصوف বা صفت হয় না। আর اسم موصول হয় না।



১। আরবীতে পাশাপাশি দু'টি শব্দ একই রকম হলে এবং দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের দোষ-গুণ বুঝালে তাকে موصوف صفت বলে। আর শব্দ দু'টি একই রকম না হলে مبتدا خبر বলে।

২। বাংলা ভাষায় যদি কারো দোষ-গুণ বর্ণনা করা হয় এবং গুণবাচক শব্দ আগে আসে, তাহলে موصوف صفت হবে। আর যদি গুণবাচক শব্দ পরে আসে, তাহলে مبتدا خبر হবে।

৩। বাংলায় صفت আগে ও موصوف পরে আসে। আর আরবীতে موصوف আগে ও صفت পরে আসে।

৪। ১০টি বিষয়ের মধ্য থেকে ৪ টিতে তার موصوف এর অনুকরণ করে।

৫। مركب توصيفى এর দ্বিতীয় শব্দের তরজমা আগে করতে হয়, চাই বাংলায় হোক অথবা আরবীতে হোক।



তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

موصوف ও صفت এ দুটো মিলে সর্বদা পূর্ণ বাক্যের অংশ হয়। সে অংশটি কী হবে তা নির্ভর করবে পূর্বের عامل এর উপর। অর্থাৎ পূর্বে কোন্ عامل বা حرف جار। পূর্বে مبتدا থাকলে خير হবে। پূর্বে مفعول থাকলে مضاف থাকলে مجرور হবে। আর فعل থাকলে হয়ত فاعل হবে বা مفعول হবে। তবে صفت টি যদি جملة বা شبه جملة হয়, তাহলে جملة اسمية, جملة فعلية ও شبه جملة বা جملة প্রত্যেকটিকে পূর্বে উল্লেখিত নিজ নিজ নিয়মে صفت বলবে। অতঃপর موصوف ও صفت মিলে পূর্বের সাথে জুড়বে, নমুনা হিসেবে কয়েকটি তারকীব দেখানো হল।

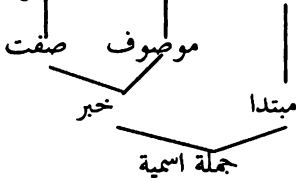
(১) صفت টি مفرد এবং موصوف মিলে مبتدا হওয়ার উদাহরণঃ

فیهما عینان نضا ختان الخ - তার মধ্যে রয়েছে উল্লেখিত দু'টি বর্ণনা।

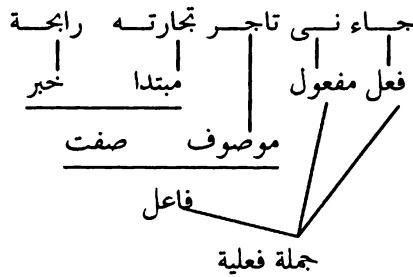
ثابتان مجرور "هما" হল "حرف جار" হল "فی" এর সাথে متعلق হয়ে مقدم خیر আর "عینان" মাউছুফ এবং "نضاختان" হল خیر ও مبتدا অতঃপর مؤخر موصوف ও صفت মিলে جملة اسمية হয়েছে।

(২) صفت টি مفرد এবং موصوف মিলে خیر হওয়ার উদাহরণঃ

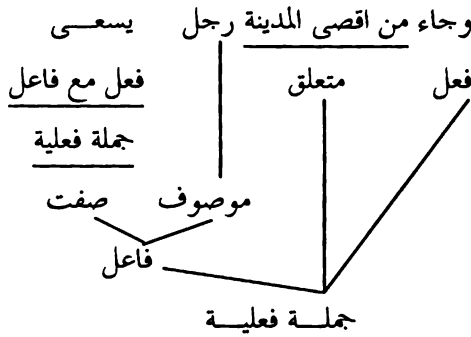
فاطمة - ফাতেমা একজন দক্ষ দর্জিনী।



(৩) صفت টি اسمية এবং جملة اسمية মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণঃ
আমার নিকট একজন ব্যবসায়ী এসেছে যার ব্যবসা লাভজনক।



(8) উদাহরণঃ শহরের দূর প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়াতে দৌড়াতে আসল।
 (A person came running from the distant corner of the city.)



অনুবাদনী

নিচের বাক্যগুলোতে **صفة** এর প্রকার নির্ণয় করে তরজমা ও তারকীব কর :

اهدنا الصراط المستقيم (الفاتحة) ان هذا لفي الصحف الاولى (الاعلى) فيها كتب
 قيمة (البينة) فهو في عيشة راضية (القارعة) الاسلام شجرة طيبة ، عدو
 عاقل خير من صديق جاهل ، صلاح الدين قائد بطولاته مشهورة ، فبعث الله
 غرابا يبحث في الارض (المائدة) فيهما عينا تجريان (الرحمن يس) ومنهم
 اميون لا يعلمون الكتاب (البقرة) اخلص دينك يكفيك العمل القليل (مسلم)

অনশীর্ষনী - ১

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

দয়ালু প্রভুর নামে আরম্ভ করছি। সঠিক পথই রাসুলের পথ। ফাতেমা এমন ছাত্রী যে কখনো পড়ালেখায় অলসতা করেনা। এবং আমেনা এমন ছাত্রী যে সর্বদা লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়। আমার নিকট একটি নতুন বই আছে যার মধ্যে ভাল গল্প আছে। যোগ্য শত্রু অযোগ্য মিত্রের চেয়ে উত্তম। ভাঙ্গা পাও খালে পড়ে। সবল মুসলমান দুর্বল মুসলমানের চেয়ে উত্তম। আয়শার বান্ধবীর মেধা খুব প্রশিদ্ধ। আধুনিক শিক্ষা দ্বিনি শিক্ষা ব্যতীত উপকারি হতে পারে না। দানশীল মূর্খ কৃপণ আবেদ থেকে উত্তম। নদী তার মাছ সুস্বাদু এবং সমুদ্র তার মাছ লোনা।

অনশীর্ষনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) اسم اشاره ও مشار اليه কাকে বলে?
- (২) সচরাচর ব্যবহৃত اسم اشاره গুলো কি কি? অর্থ সহ উল্লেখ কর?
- (৩) اسم اشاره এর তরজমা কখন ইহা-উহা হবে এবং কখন এই-ঐ হবে?
- (৪) বাংলাতে ইহা- উহা এবং এই-ঐ হলে তার আরবী কি ভাবে বানাতে হবে?
- (৫) কোন সময় اسم اشاره টি مشار اليه এর পরে হয়?
- (৬) শুধু اسم اشاره টি خبر হলে তার তরজমা এই-ঐ হবে নাকি ইহা- উহা হবে?
- (৭) اسم اشاره এর প্রত্যেকটি তারকীব সূত্রের একটি করে তারকীব লেখ।

بيان الاضافة

(ক) عبد الرسول	রাসূলের (সা.) দাস।
حقوق الوالدين	মাতা-পিতার হক।
(খ) للمدرسة غدير	মাদরাসার একটি পুকুর আছে।
للمسجد خادم	মসজিদের একজন খাদেম আছে।
(গ) البيت لماجد	বাড়িটি মাজেদের।
الخريطة لبنغلاديش	মানচিত্রটি বাংলাদেশের।

আলোচনা

উপরের মিছালগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের বাংলা উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি উদাহরণ দু'টি ইসম দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেক দুই ইসম এর মাঝে একটি করে 'র' বিদ্যমান আছে। যেমন : প্রথম উদাহরণে 'রাসূল' ও 'দাস' এই দু'টি ইসম এর মাঝে 'র' আসার কারণে ইবারত হল রাসূলের দাস। এই উদাহরণগুলোতে ইযাফত হয়েছে। যার প্রথম ইসমকে মুযাফ-ইলাইহি ও দ্বিতীয় ইসমকে মুযাফ বলে এবং মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির সমন্বয়ে গঠিত মুরাক্বাবে مضاف مضاف اليه বলে। তাহলে এবার আমরা বলতে পারি যে, বাংলায় দুই ইসমের মাঝে 'র' হলে ইযাফত হবে। যার প্রথম ইসমকে মুযাফ-ইলাইহি ও দ্বিতীয় ইসমকে মুযাফ বলে। তবে কখনো বাংলা ভাষায় مضاف و مضاف اليه এর মাঝে "র" নাও হতে পারে। যেমন-
هيئة الاغاثة - সাহায্য সাহায্য ساعه اليه হাতঘড়ি

আরবী-নিয়ম

এবার প্রথম ভাগের আরবী مثال গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, مثال গুলোতে পাশাপাশি দু'টি اسم এর মাঝে واو ، فاء ، ثم ، حتى এ ধরনের কোন্ حرف নেই। সেই সঙ্গে اسم দু'টির মাঝে মালিকানা, আত্মীয়তা, অংশ,

অধিকার ইত্যাদি সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন : প্রথম উদাহরণে দুই اسم এর মাঝে মালিকানা প্রকাশ পাচ্ছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দুই اسم এর মাঝে আত্মীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। এই ইবারতগুলো আরবী ভাষায় اضافت এর উদাহরণ। আরবীতে যে দু' ইসম এর মাঝে اضافত হবে তার প্রথম اسم কে مضاف এবং দ্বিতীয় اسم কে مضاف اليه বলে। আর مضاف ও مضاف اليه দ্বারা গঠিত مركب اضافى কে বলে। তাহলে এক্ষেত্রে বলা যায় যে, আরবীতে দুই اسم এর মাঝে যদি কোন حرف না থাকে এবং প্রথম ইসমটি দ্বিতীয় ইসম এর মালিকানা, আত্মীয়তা, অধিকার, অংশ ইত্যাদি সম্পর্ক প্রকাশ করে, তাহলে তাকে مركب اضافى বলে।

তরজমার নিয়ম

اضافات বিশিষ্ট ইবারতের তরজমা করার জন্য খুব সহজ ও ছোট একটি নিয়মের অনুকরণ করতে হবে। চাই اضافت বাংলায় হোক অথবা আরবীতে হোক। নিয়মটি হল, যে اسم টি পরে আছে موصوف ও صفت এর ন্যায় তার তরজমা আগে করতে হবে। অতএব, الرسول عبد الرسول পরে আছে। তাকে আগে এনে তরজমা করতে হবে 'রাসূলের দাস'। আর 'রাশেদের চাচা' এখানে চাচা পরে আছে তাকে আগে এনে আরবী করতে হবে عم راشد ঠিক এ নিয়মেই তরজমা হবে সমস্ত আরবী ও বাংলা اضافت এর।

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা ! বাংলা ও আরবীতে দু'টি اسم এর মাঝে اضافত এর যে নিয়ম দেখানো হল, তা শুধু দুই اسم এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা দু'য়ের অধিক اسم এর মাঝেও প্রয়োগ হবে। তখনও ঠিক পূর্বের নিয়মেই তরজমা হবে। অর্থাৎ শেষের اسم টি আগে, তার পরেরটি দ্বিতীয় নাম্বারে। এই ধারাবাহিকতায় একেবারে প্রথমটি সবার শেষে তরজমা হবে। যেমন :

বাংলা থেকে আরবী

বশীরের	বন্ধুর	ঘড়ি
بشير	صديق	ساعة

মাদরাসার	মুহতামিমের	মামার	ছেলের	দোকান
المدرسة	مدير	خال	ابن	دكان

আরবী থেকে বাংলা

القرية	مسجد	امام
গ্রামের	মসজিদের	ইমাম

المدينة	مدرسة	معلم	بنت	عقد	ثمن
শহরের	মাদরাসার	শিক্ষকের	মেয়ের	হারের	দাম

আরবী থেকে বাংলা এবং আরবীতে আরবী

এ পর্যন্ত مضاف الى ও مضاف এর ব্যাপারে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। এ ব্যাপারে আরো যে সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি পালনীয় তা নিম্নরূপ :

- (১) বাংলায় দুই ইসম এর মাঝে ‘র’ হলে ইযাফত হবে।
- (২) আরবীতে দুই ইসম এর মাঝে কোন্ হরফ না হলে এবং প্রথম ইসমটি দ্বিতীয় ইসম এর মালিকানা, আত্মীয়তা, অংশ ইত্যাদি সম্পর্ক প্রকাশ করলে ইযাফত হবে।
- (৩) আরবীতে মুযাফ আগে ও মুযাফ-ইলাইহি পরে আসে। আর বাংলায় মুযাফ-ইলাইহি আগে ও মুযাফ পরে আসে।
- (৪) আরবী থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে আরবী তরজমা করার ক্ষেত্রে সর্বশেষ ইসমটির তরজমা হবে সর্বপ্রথম এবং তার পূর্বের ইসমটি দ্বিতীয় নম্বরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সর্বপ্রথম ইসমটির তরজমা হবে সর্বশেষে।
- (৫) مضاف এর শুরুতে কখনো الف এবং শেষে تنوين হবে না।
- (৬) مضاف الى হবে مجرور সর্বদা।

(৭) এই দু'টি মضاف হলে শেষের নون পরে যাবে।

(৮) দু'য়ের অধিক মضاف এর তারকীব করার সময় প্রথম টি اسم مضاف এবং শেষের اسم টি শুধু مضاف اليه হবে। আর মাঝখানের সবগুলো মضاف ও مضاف اليه উভয়টি হবে।



মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির আলামতসমূহ

মضاف সম্পর্কে পূর্বে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলোই মضاف ও মضاف ইলাইহে এর علامات এগুলো দ্বারা মضاف ও মضاف ইলাইহে চিহ্নিত করা যায়। তদুপরি অতি সহজে আরবী ইবারত থেকে মضاف ও মضاف ইলাইহে কে চিনার জন্য নিম্নে আরো কতিপয় علامات পেশ করা হল।

(১) যদি দু'টি ইসমের মাঝে কোন্ হরফ না থাকে এবং واحد تثنية جمع ، مذكروث ، معرفة نكرة এর কোন এক দিক থেকে উভয়টি এক রকম না হয়, তাহলে মضاف ও مضاف اليه (আর সব বিষয়ে একই রকম হলে موصوف صفت) যেমন :

تلميذ المدرسة ، رياض الجنة ، كتاب الله ، رب العلمين

(২) পাশাপাশি দু'য়ের অধিক ইসমের মাঝে যদি কোন্ হরফ না থাকে এবং মাঝের কোন্ ইসম علم বা معرف باللام না হয়, তাহলে সবগুলো ইলাইহে মضاف ও مضاف হবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল-

(ক) শেষ ইসমটি معرف باللام হওয়ার উদাহরণঃ

من كلام سيد المرسلين، باب صلاة الجمعة ، سبب نفس وجوب صلاة الظهر

(খ) শেষ ইসমটি ضمير হলে তার উদাহরণ :

كلمة ربك، مسح ربيع رأسه، كيفية تركيب بعضهما مع بعض، شرط نختم تأثيره

(গ) যদি শেষ ইসমটি اسم اشارة হয়, তার উদাহরণ :

(ঙ) শেষ ইসমটি علم হলে তার উদাহরণ :

(৩) প্রশ্ন বিহীন ظرف اسم এর পরে فعل হলে ظرف টি মضاف এবং
 টি جمله হয়ে مضاف اليه হবে। যেমন :

(৪) اسم بیہীন الف لام (8) ان ناصبة এর পরে اسم টি مضاف এবং পরের جمله مضاف اليه হবে। যেমন :

(৫) তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা সাধারণতঃ مضاف হবে।
যেমনঃ ربع مسنة ، ثلاثة كتب

(৬) خلف , امام , فوق , تحت , بعد , قبل -যথা- اسماء ظرف
নিম্নে বর্ণিত ইসমগুলো অধিকাংশ সময় مضاف হবে।

صفت علم এর প্রথম ابنة ও ابن ابنة و ابن علم এর মাঝে দু'টি
এবং দ্বিতীয় علم এর مضاف হবে। যেমন :

قال عيسى بن مريم ، ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها-

তবে কোন্ কোন্ সময় এর ব্যতিক্রমও হয়। যথাঃ علم দু'টি যদি এর পরে হয়, তাহলে প্রথম علم টি মبدء এবং টি দ্বিতীয় علم এর দিকে মضاف হয়ে খবর হবে। যেমন :

وقالت اليهود عزيز ابن الله
 مبدء خبر

এমনিভাবে আরো দু' একটি ছুরত হতে পারে, যা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে, অর্থ ও আশপাশের অবস্থা দ্বারা তা বুঝে নিতে হবে।

ما و من ও الف বিহীন ইসম হলে এর পূর্বে عدد এবং ما ও من (চ) এবং مضاف اليه গুলি عدد হবে। যেমন :

ويجوز اصطیاد مايوكل لحمه ، جزاء من تركى ، ربحت تجارة عشرين تاجرا ،
 نتائج مائة تلميذ ،

(৯) কোন্ হরফ বা فعل বলার দ্বারা যদি উক্ত حرف বা فعل এর অর্থ উদ্দেশ্য না হয়, বরং শুধু শব্দটি সম্পর্কে কিছু বলা উদ্দেশ্য হয় এবং তার পূর্বে الف বিহীন ইসম থাকে, তাহলে مضاف اليه টি حرف বা فعل হবে। যেমন :

خير ان واخواتها (كافية) ، من باب علمت ، بخلاف باب اعطيت (جامى)

استعمال - ل

“ل” এর ব্যবহার পদ্ধতি

পাঠক বন্ধুরা! গুরুর উদাহরণগুলো তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যার প্রথম প্রকারের আলোচনা শেষ হয়েছে। এপর্যায়ে বাকী দুই প্রকারের আলোচনা শুরু করা যাক। প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের প্রতিটি উদাহরণে একটি করে ‘র’ আছে। যেমনঃ মাদরাসার একটি পুকুর। বাড়িটি মাজেদের। সবগুলো উদাহরণের মধ্যে ‘র’ থাকার কারণে বাহ্যিক ভাবে তিনো প্রকার একরকম মনে হলেও প্রথম প্রকারের সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাহলো, প্রথম প্রকারের দু’টি ইসম এর মাঝে শুধু ‘র’ আছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের দু’টি ইসম এর মাঝে শুধু ‘র’ নেই বরং ‘র’ এর সাথে একটি, একজন,

কিছু ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। অন্যদিকে তৃতীয় ভাগের উদাহরণে ‘র’ আছে ঠিক, কিন্তু দুই ইসম এর মাঝে নেই। বরং দুই ইসমের শেষে আছে। এই ধরনের সম্পর্ক যুক্ত দুই ইসমের মাঝে পূর্বে উল্লেখিত পারিভাষিক ইয়াফত হবে না। বরং যেই ইসম এর শেষে ‘র’ আছে আরবীতে তার শুরুতে একটি ل ব্যবহার হবে এবং তরজমা করার ক্ষেত্রে যে ইসমটি যে স্থানে আছে আরবীতেও তা যথাস্থানে বহাল থাকবে। ইয়াফত এর ন্যায় আগ-পিছের কোন্ পরিবর্তন হবে না। যেমনঃ মাঠটি মাদরাসার- الميدان للمدرسة মাদরাসার একটি মাঠ আছে-

তাহলে এখন আমরা এ তিনটি প্রকারকে সংক্ষেপে এরকম বলতে পারি যে, বাংলাতে দুই ইসম এর মাঝে শুধু ‘র’ হলে ইয়াফত হবে। আর যদি দুই ইসম এর মাঝে শুধু ‘র’ না হয়, অথবা দুই ইসম এর শেষে ‘র’ হয়, তাহলে ل ব্যবহার হবে।

اسعمال اسم الاشارة مع المضاف والمضاف اليه

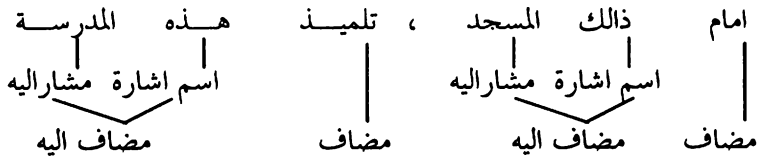
মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির সাথে “ইসমে ইশারা” এর ব্যবহার

- (১) تلميذ هذه المدرسة এই মাদ্রাসার ছাত্র।
- (২) امام ذلك المسجد ঐ মসজিদের ইমাম।
- (৩) تلميذ المدرسة هذا মাদ্রাসার ঐ ছাত্র।
- (৪) امام المسجد ذلك মসজিদের ঐ ইমাম।

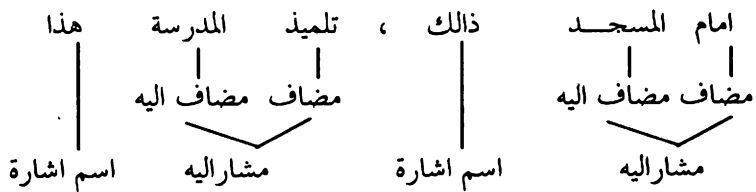
উল্লেখিত চারটি মিছাল এর মধ্যে مضاف ও مضاف اليه এর সাথে اشارة اسم ব্যবহার হয়েছে। চারটি উদাহরণ বাহ্যিকভাবে এক রকম হলেও মূলত পরস্পরে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, কোন্টিতে مضاف - مشار اليه হয়েছে, আবার কোন্টিতে مضاف اليه - مشار اليه হয়েছে। এ জাতীয় ইবারতের শুদ্ধরূপে আরবী করার জন্য مشار اليه নির্ণয় করা এবং তা আরবী করার পদ্ধতি জানা, এ দু’টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে বিষয় দু’টির বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হল-

اسم اشارة (১) বাংলা ভাষায় মضاف ও মضاف ইহে এর মধ্য থেকে যার শুরুতে اسم اشارة হবে। আরবী ভাষায় সেটাই ইহে মশার গণ্য হবে। সুতরাং প্রথম মিছাল দু'টিতে اسم اشارة টি মضاف ইহে অর্থাৎ মাদ্রাসা ও মসজিদ এর শুরুতে রয়েছে বিধায় মضاف ইহে টি মশার ইহে হবে এবং দ্বিতীয় মিছাল দু'টিতে اسم اشارة টি মশার ইহে টি মضاف ইহে অর্থাৎ ছাত্র ও ইমাম এর শুরুতে রয়েছে বিধায় মضاف ইহে টি মশার ইহে হবে।

(২) মضاف ইহে টি মশার ইহে হলে প্রথমে মضاف এর আরবী করতে হবে। অতঃপর اسم اشارة মিলিয়ে মضاف ইহে বানাতে হবে। অতএব, প্রথম মিছাল দু'টির আরবী হয়েছে :



আর মضاف ইহে টি মশার ইহে হলে প্রথমে মضاف ও মضاف ইহে এর আরবী করতে হবে। অতঃপর মضاف ইহে এর শেষে اسم اشارة যোগ করতে হবে। সুতরাং দ্বিতীয় মিছাল দু'টির আরবী হয়েছে :



اسم اشارة مع المضاف والمضاف اليه

মুযাক ও মুযাক ইলাইহির সাথে ছিফাতের ব্যবহার

- (১) ميدان المدرسة الكبيرة বড় মাদ্রাসার মাঠ।
- (২) صديق التلميذ الذكي মেধাবী ছাত্রের বন্ধু।
- (৩) ميدان المدرسة الكبير মাদ্রাসার বড় মাঠ।

(৩) صديق التلميذ الذكى ছাত্রের মেধাবী বন্ধু ।

উপরে উল্লেখিত প্রতিটি মিছালের মধ্যে مضاف ও مضاف اليه এর সাথে صفت এর যৌথ ব্যবহার রয়েছে। এখানেও বাহ্যিকভাবে সবগুলো উদাহরণ এক রকম মনে হলেও মূলতঃ পরস্পরের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কোন্টিতে مضاف এর صفت আবার কোন্টিতে مضاف اليه এর صفت হয়েছে। مضاف এবং مضاف اليه এর এধরনের যৌথ ব্যবহারকে আয়ত্ত্ব করার জন্য দু'টি বিষয় জানা জরুরী। প্রথম বিষয়টি হলো مضاف ও مضاف اليه এর মধ্য হতে صفت টি কার, তা নির্ণয় করা এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এ জাতীয় ইবারতের আরবী বানাবার পদ্ধতিটি জানা। বিষয় দু'টি নিচে প্রদান করা হলো :

(১) مضاف و مضاف اليه এ দু'টির মধ্য হতে যার শুরুতে গুণবাচক শব্দ থাকবে صفت টি তারই ধরা হবে। সুতরাং প্রথম মিছাল দু'টিতে صفت টি مضاف অর্থাৎ মাদ্রাসা ও ছাত্রের। কারণ বড় ও মেধাবী গুণবাচক শব্দ দু'টি مضاف এর পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় মিছাল দু'টিতে صفت টি مضاف এর। কারণ গুণবাচক শব্দ দু'টি مضاف অর্থাৎ মাঠ ও বন্ধুর শুরুতে রয়েছে।

(২) এ জাতীয় ইবারতের আরবী করার সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়ম হল- প্রথমে صفت টি বাদ রেখে مضاف ও مضاف اليه এর আরবী বানাতে হবে। তারপর صفت টিকে الف لام যুক্ত করে مضاف এর শেষে বসাতে হবে। অতঃপর مضاف ও مضاف اليه এর মধ্য থেকে যার হবে , مذكر , مؤنث ও اعراب ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করতে হবে। অতএব, প্রথম মিছাল দু'টির আরবী হয়েছে,

ميدان المدرسة الكبيرة صديق التلميذ الذكى -

এবং দ্বিতীয় মিছাল দু'টির আরবী হয়েছে,

ميدان المدرسة الكبير صديق التلميذ الذكى -

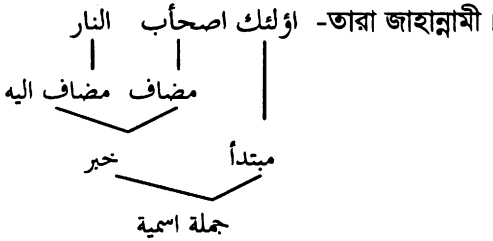


তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

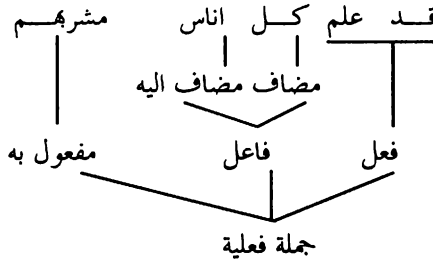
মিলে সর্বদা পূর্ণ বাক্যের একটি অংশ হবে। সে অংশটি
মজরুর, صفت, موصوف, مفعول, فاعل, مجرور, عامل পূর্বের
مبتدأ, خبر ইত্যাদি যে কোন্টি হতে পারে। নিম্নে তার কতিপয় উদাহরণ পেশ
করা হল। مضاف الىه ও مضاف মিলে مبتدأ হওয়ার উদাহরণ :

كلام الليل । رাত্রের কথাকে দিবস মুছে ফেলে। كلام الليل يحوہ النهار (১)
مفعول যমীরটি, فاعل ফে'য়েল, يحوہ مبتدا মিলে مضاف الىه ও مضاف
কে مفعول به ও فاعل তার ফে'য়েল يحوہ সুতরাং النهار ফায়েল। به নিয়ে
جملة اسمية হয়ে خبر হয়েছে। আর مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

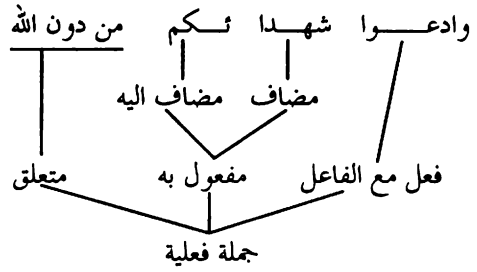
(২) مضاف الىه ও مضاف মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ :



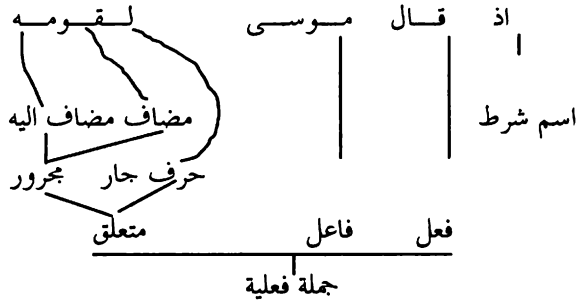
(৩) مضاف الىه ও مضاف মিলে فاعল হওয়ার উদাহরণ :



(৪) مضاف الىه ও مضاف মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ : আল্লাহ ব্যতীত
তোমরা তোমাদের সাক্ষীদের ডাক।

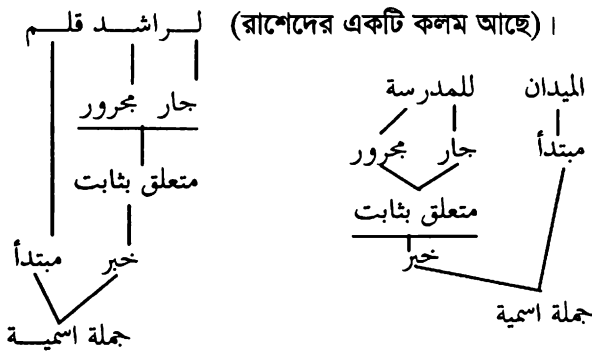


(৫) তার মূছা (আ.) যখন হওয়ার উদাহরণ : যখন মূছা (আ.) তার জাতিকে বললেন ।



এর তারকীর

মজরুর ও জার - এর পরবর্তী ইসমকে মজরুর বলে। জার ও মজরুর মিলে তার পূর্বের কোন্ ফেল বা শ্বে ফেল এর সাথে মতলু হয়। মতলু হওয়ার পর খির, হাল, ইত্যাদি হতে পারে। যার বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ল এর বয়ানে আসবে। তবে এখানে ঞফত এর পাশপাশি দ্বারা যে দু' ধরনের উদাহরণ দেখানো হয়েছে, তা সর্বদা খির হবে। যেমন :



بيان المعطوف والمعطوف عليه

لعبت فاطمة وعائشة ফাতেমা ও আয়েশা খেলেছে ।
يركع الامام فالمأموم ইমাম রুকু করেন তারপর মুকতাদিগণ ।
خطب المدير ثم الاساتذة মুহতামিম বক্তৃতা করলেন অতঃপর শিক্ষকবৃন্দ ।
جاء الملك حتى وزرائه বাদশাহ আসলেন এমনকি তার মন্ত্রিবর্গ ।

আলোচনা

উপরোক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দু'টি শব্দের মাঝে ، حتى ، উপরোক্ত উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দু'টি শব্দের মাঝে ، حتى ،
واو এই গুলো ব্যবহার হয়ে এ কথা বুঝায় যে, তাদের পরবর্তী
ও পূর্ববর্তী শব্দ দু'টি একই বিষয় বা حكم এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : প্রথম
বাক্যে فاطمة ও عائشة এর মাঝে واو আসার দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে,
ফা তদ্রূপ الامام এবং المأموم এর মাঝে فا
আসার কারণে বুঝা গেল যে, ইমাম ও মুকতাদী উভয়ে রুকু করার কাজটি
করেছে। এই حرف গুলোকে حرف عطف বলা হয় এবং এগুলোর পূর্ববর্তী
শব্দকে معطوف ও পরবর্তী শব্দকে معطوف عليه

في الوطن معانيها

হরফে আতফ ও তার অর্থ

بل ، لكن ، اما ، ام ، لا ، او ، حتى ، ثم ، فا ، واو । دশটি حروف العطف
— এগুলোর সাধারণ অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যবহার পদ্ধতি প্রদান করা হলো-

এর معطوف عليه ও معطوف এটি এবং , ও, আর । এটি
মাঝে সময়ের কোন্ ব্যবধান ব্যতীত উভয়টি একই সাথে পূর্বের حكم এর
অন্তর্ভুক্ত হওয়া বুঝায় । যেমন : المال والبون زينة الحياة الدنيا :
নানাদী পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য ।

(২) معطوف এর অর্থ হলো অতএব, সুতরাং, তারপর। এর দ্বারা معطوف টি معطوف عليه এর পরে تأخير (অবিলম্বিত ব্যবধানে) সংগঠিত হওয়া বুঝায়। যেমন : يركع الامام فالمأموم - ইমাম রুকু করে তারপর মুকতাদী রুকু করে। অথবা معطوف সংগঠিত হওয়ার জন্য معطوف টি কারণ হওয়া বুঝায়। যেমন : فوكزه موسى فقضى عليه : মূসা (আ.) তাকে চড় মারলেন ফলে সে মারা গেল।

(৩) معطوف এর পরে معطوف عليه টি معطوف এর দ্বারা অতঃপর, এর অর্থ হলো ثم (বিলম্বিত ব্যবধানে) সংগঠিত হওয়া বুঝায়। যেমন : ذهب مع التأخير - সেনাপতিরা গেল অতঃপর সৈনিকগণ।

(৪) معطوف এর উপর حكم এর অর্থ হলো এমনকি। যেখানে معطوف আরোপিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকা সত্ত্বেও তার উপর حكم সাবিত হয়েছে বুঝায়, সেখানে حتى ব্যবহার করা হয়। যেমন : فر الجنود حتى القوائد - সৈনিকরা পলায়ণ করল এমনকি সেনাপতিরা।

ও معطوف এর দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে معطوف এর অর্থ হলো او : او معطوف উভয়ের যে কোন্ একটির সাথে حكم সাব্যস্ত হওয়া বুঝায়। যেমন : خالد فلاح او تاجر - খালেদ কৃষক অথবা ব্যবসায়ী।

(৬) معطوف এ দু'টির কোন্টির সাথে معطوف عليه ও معطوف এর অর্থ নাকি। ام : ام معطوف তা সম্পৃক্ত থেকে নিশ্চিতভাবে জানার জন্য معطوف সম্পৃক্ত তা معطوف থেকে নিশ্চিতভাবে জানার জন্য ام ব্যবহার হয়। যেমন : ابشيرا دعوت ام رشيدا - তুমি বশীরকে ডেকেছ নাকি রশিদকে?

(৭) لا : لا معطوف এর উপর আরোপিত معطوف টি معطوف عليه না হওয়া বুঝায়। যেমন : اكلت الخبز لا الارز - আমি রুটি খেয়েছি, ভাত নয়।

(৮) এর অর্থ হয়ত। এর দ্বারা معطوف ও معطوف عليه এর যে কোন্ একটির সাথে অনির্দিষ্টভাবে حكم সাবেত হওয়া বুঝায়। যেমন: شاهد اما طبيب واما مهندس - শাহেদ হয়ত ডাক্তার নয়ত ইঞ্জিনিয়ার।

(৯) لكن এর অর্থ তবে। এর দ্বারা معطوف عليه এর উপর আরোপিত حكم এর বিপরীত হুকুম معطوف এর জন্য সাব্যস্ত হওয়া বুঝায়। যেমন: مانح سعيد لكن نعيم সাঈদ সফলকাম হয়নি, তবে নাদিম হয়েছে।

(১০) بل এর অর্থ বরং। এর দ্বারা معطوف عليه থেকে সরিয়ে دعوت خالدا بل ماجدا এর উপর আরোপ করা বুঝায়। যেমন: دعوت خالدا بل ماجدا -আমি খালেদকে ডেকেছি বরং মাজেদকে। তারকীবে عطف এর আরো বিভিন্ন অর্থ ও তার বিস্তারিত আলোচনা رابطه এর বয়ানে আসবে।

معطوف عليه ও معطوف চিহ্নের সহজ উপায়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! পূর্বে উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ যাবৎ আমরা একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, حرف عطف এর পূর্বে معطوف عليه ও পরে حرف عطف থাকে। সেই সাথে একথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, معطوف সংলগ্ন (অর্থাৎ حرف عطف এর সাথে মিলিত) পরবর্তী শব্দটি হলো معطوف তবে معطوف عليه সে কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। যেমনটি অনেকে ধারণা করে থাকে। কেননা, معطوف عليه টি حرف عطف এর সাথে মিলিত হতে পারে। আবার দু'চারটি শব্দের পূর্বেও হতে পারে। এমনকি দু'চারটি বাক্যেরও পূর্বে হতে পারে। যেমন: اكل راشد و اكل راشد و الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء এই আয়াতে পূর্বে হয়েছে। কিন্তু معطوف عليه টি فراشا সংলগ্ন পূর্বের শব্দ নয়, বরং তার পূর্বের শব্দ

اريد ان اتعلم اللغة العربية و ان اكون عالما كبيرا
معطوف عليه معطوف

(খ) উভয়টি فعل হওয়ার উদাহরণ-
معطوف عليه معطوف

اقموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
معطوف عليه معطوف اول معطوف ثان

(গ) উভয়টি اسم হওয়ার উদাহরণ-
معطوف عليه معطوف

الله خلق السموات والارض - الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين
معطوف عليه معطوف معطوف

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما نزل اليك
معطوف عليه معطوف

اقسام المعطوف والمعطوف عليه

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা ও معطوف চিনার বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কার হয়ে থাকবে।
এ পর্যায়ে আরো একটি বিষয় আলোকপাত করা জরুরী মনে করছি, যা না করলেই নয়। বিষয়টি হলো معطوف যখন حرف عطف সংলগ্ন শব্দ নামت زينب যদি معطوف ও معطوف উভয় مفرد হয়। যেমন: معطوف যদি حرف عطف সংলগ্ন শব্দ না হয়, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, معطوف ও معطوف উভয়টি অধিকাংশ সময় مرکب হবে। অতএব, এ مرکب হয়ে তার আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে معطوف ও معطوف মোট চার ভাগে বিভক্ত। নিম্নে প্রকারগুলো উদাহরণসহ পেশ করা হল।

(১) উভয়টি معطوف عليه ও معطوف অর্থাৎ عطف المفرد على المفرد
একক শব্দ হবে। যেমন : جاء زيد وبكر - যায়েদ ও বকর এসেছে।

৩. معطوف অর্থঃ عطف المركب الغير المفيد على المركب الغير المفيد (২)
 خالد مدير المدرسة : যেমন। হবে। مركب غير مفيد উভয়টি معطوف عليه
 امام এবং معطوف عليه শব্দটি مدير المدرسة এ বাক্যে امام المسجد
 مضاف ও مضاف तथा مركب غير مفيد উভয়টি معطوف শব্দটি المسجد
 اليه

(৩) معطوف عليه ও معطوف অর্থাৎ عطف الجملة على الجملة المعمولة (উভয়টি মিলে পূর্বের উভয়টিই একত্রে থাকবে। অতঃপর معطوف عليه ও معطوف মিলে পূর্বের উভয়টিই একত্রে থাকবে। যেমন : قال خذها لا تخف এ আয়াতে ‘خذها’ جملۃ فعلية হয়ে এবং لا تخف টি جملۃ فعلية হয়ে معطوف হয়েছে। অতঃপর معطوف عليه ও معطوف মিলে ফেলের به مفعول তথা مقوله হয়েছিল।

معطوف و معطوف ارفاۛ عطف الجملة على الجملة الغير المعمولة (8)
 উভয়টি جملة হবে। অতঃপর معطوف و معطوف মিলে পূর্বের
 কোন عامل এর معمول হবে না। বরং বাক্য শেষ হয়ে যাবে। যেমন: سافر
 سافرالمدير الى باكستان 'এ' বাক্যে المدير الى باكستان ولم يرجع الى الآن
 معطوف হয়ে জুমলা হয়ে لم يرجع الى الآن আর معطوف عليه জুমলা হয়ে
 হয়েছে। অতঃপর معطوف ও معطوف মিলে বাক্য শেষ হয়ে গেছে।
 তথা পূর্বের কোন عامل এর معمول হয়নি।

معطوف و معطوف عليه এর উল্লেখিত চারটি ছরতের চতুর্থ ছরতে معطوف
 و معطوف عليه মিলে পূর্বের সাথে যোগ হবে না। বরং বাক্য শেষ হয়ে যাবে

এবং তারকীবে معطوف ও معطوف عليه মিলে جملة عاطفه বলা হয়। আর প্রথম তিন ছুরতে معطوف ও معطوف عليه মিলে পূর্বের সাথে যোগ হবে এবং বাক্যের অংশ হবে। প্রকাশ থাকে যে, معطوف ও معطوف এর চতুর্থ جملة مستانفة কে جملة এবং তার পরবর্তী جملة কে واو استنافية এবং واو প্রকারের ক্ষেত্রে ও বলা হয়।



(১) حرف عطف এর দ্বারা তার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী দু'টি শব্দকে কোন্ একটি حكم বা বিষয়ে শরীক বুঝানোকে عطف বলে।

(২) معطوف عليه শব্দকে পূর্ববর্তী শব্দকে معطوف ও তার পরবর্তী শব্দকে حرف عطف বলে।

(৩) معطوف দেখে معطوف عليه চিনতে হয়। অর্থাৎ معطوف যে ধরনের শব্দ হবে معطوف عليه ও অনুরূপ শব্দ হবে।

(৪) معطوف মোট চার প্রকার।

عطف المركب الغير المفيد على المركب (খ) عطف المفرد على المفرد (ক)
عطف الجملة على (ঘ) عطف الجملة على الجملة المعمولة (গ) الغير المفيد
الجملة الغير المعمولة



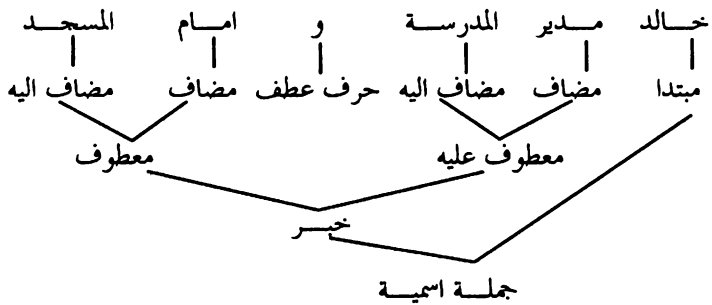
তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

দ্বিতীয় পাঠক ! উপরোক্ত معطوف ও معطوف عليه এর প্রকারসমূহের প্রতি গভীরভাবে নজর দিলে معطوف ও معطوف عليه এর তারকীব সূত্র মাত্র দু'টি পাওয়া যায়।

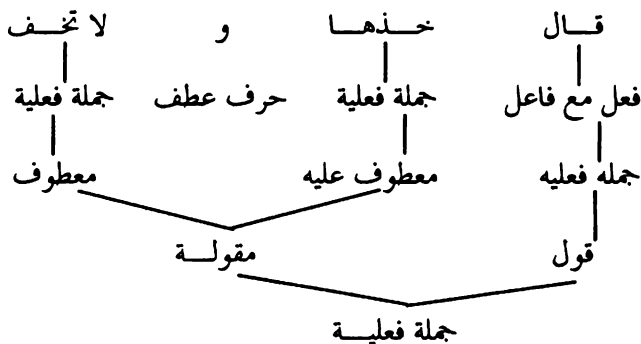
প্রথম সূত্র হবে প্রথম তিন প্রকার নিয়ে। দ্বিতীয় সূত্র হবে চতুর্থ প্রকার নিয়ে।

অর্থাৎ প্রথম তিন প্রকারের সময় معطوف ও معطوف عليه মিলে পূর্বের عامل এর معطوف তথা পূর্ণ বাক্যের অংশ হবে। আর চতুর্থ প্রকারের সময় معطوف

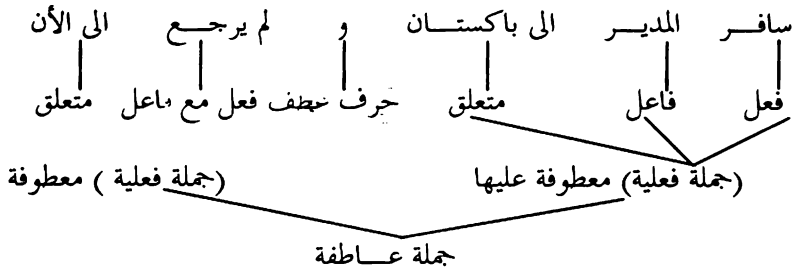
(২) খালেদ মাদ্রাসার মুহতামিম এবং মসজিদের ইমাম ।



(৩) قال خذها ولا تخف তিনি বললেন উহা ধর এবং ভয় পেওনা।



(৪) মুহতামিম সাহেব পাকিস্তান - সافر المدير الى باكستان ولم يرجع الى الآن
গেছেন আর এখনো পর্যন্ত ফিরেন নি।



অনশীলনী

নিচের বাক্যগুলোতে عطف এর প্রকার নির্ণয় করে তারকীব ও তরজমা কর :

اياك نعبد و اياك نستعين (الفاتحة) قل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور (الرعد) قال النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم فى الجنة (ابوداود) ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم (مشكوة) تظهر اوراق الشجرة ثم الازهار ثم الثمار المعلمون يعلمون ابناء الوطن ويهذبون اخلاقهم- هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و يمارزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما نزل اليك و ما نزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون (البقرة) قال من فاتته صلاة فكاثما و تراها له و ماله-

অনশীলনী

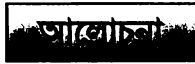
নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

ছুমাইয়া একজন মেধাবী ও মেহনতী ছাত্রী এবং সাদিয়া মেধাহীন ও অলস ছাত্রী। দারুল উলুম মাদরাসাটি বড় ও প্রশস্ত। কৃষক এবং শ্রমিক সকালে ঘর হতে বের হয় এবং বিকালে বাড়ি ফিরে। এই কারখানাটি বড় ও প্রসিদ্ধ। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে রিযিক দেন। মুসলমান আল্লাহর ইবাদত করে এবং কাফের মূর্তির পূজা করে। মাজেদ ভালভাবে লেখাপড়া করেছে সুতরাং পরীক্ষায় পাশ করেছে। আর খালেদ ভালভাবে লেখাপড়া করেনি পরীক্ষায় পাশ করেনি বরং ফে'ল করেছে। হে খালেদ! তুমি সম্পদের জন্য কুরআন শিখো না, তবে কুরআন তোমাকে সম্পদশালী করে দিবে।

بيان اسم الموصول والصلة

ইসমে মাউছুল ও ছিলা এর বয়ান

- (১) جاءني الذي رأيته أمس আমার নিকট ঐব্যক্তি এসেছে যাকে আমি গতকাল দেখেছি।
- (২) أنا عبد من علمني حرفا واحدا আমি ঐব্যক্তির গোলাম যিনি আমাকে একটি হরফ শিখিয়েছেন।
- (৩) وأما من جاءك يسعى আর ঐব্যক্তি যিনি তোমার নিকট দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে।
- (৪) لا تقل ما لا تفهمه তুমি যা বুঝোনা তা বলো না।



উপরের جملة গুলোর মধ্যে ما ، الذي ও الذین ইত্যাদি اسم গুলো দ্বারা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু উদ্দেশ্য হয়েছে, তবে اسم গুলো স্বয়ং নিজে উক্ত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারে নি। বরং পরবর্তী جملة (বাক্য) দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন : جاءني الذي رأيته أمس এই বাক্যে শুধু جاءني الذي (অর্থ, যে আমার নিকট এসেছে) বললে কে বা কী এসেছে তা স্পষ্ট হবে না। কিন্তু مخاطب الذي দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা (শ্রোতা) অনায়াসে বুঝে ফেলবে যে, যে লোকটিকে গতকাল متكلم (বক্তা) দেখেছে আজ সে লোকটি তার নিকট এসেছে, অন্য কেউ নয়। উল্লেখিত অস্পষ্ট صلة কে جملة পরবর্তী اسم কে اسم موصول বলে এবং পরবর্তী جملة কে صلة বলে।

ইসমে মাউছুল এর প্রকারসমূহ ও তার সংখ্যা

مشتركة (۲) خاصة (۱)। গুলো দু'ভাগে বিভক্ত। اسم موصول

(১) واحد، جمع، یا، کہ اسم موصول এসমস্ত خاصة : خاصة (১)
اسم এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়। مؤنث، مذکر ও تثنية
موصول হলো সাতটি।

(٥) اللتين ، اللتان (٤) التي (٨) الذين (٥) الذان (٢) الذى (١)
أولاً (٩) (اللاتى واللواتى) اللاتى

(২) **مشتركة** : বলা হয় ঐসমস্ত **موصول** اسم কে, যা একই শব্দ **واحد** , **ثنائية** , **جمع** ও **مذكر** , **مؤنث** এর জন্য ব্যবহার হয়। এরকম **موصول** اسم হলো ছয়টি।

বনুত্বয় গোত্রের (১) ذو (২) ذا (৩) اية , أى (৪) ما (৫) من (৬) (যখন اسم مفعول ও اسم فاعل এর শুরুতে আসে) ।

নিম্নের ছকে সবগুলোর অর্থ, জাতি ও বচনসহ ব্যবহার দেয়া হল

ক্রমিক সংখ্যা	শব্দ	ভাষা	ব্যবহার	টীকা
১	الذى	واحد مذکر	ডুওওল ওগিডীওল	ঐ এক ব্যক্তি বা বস্তু যা
২	الذان	ثنیة مذکر	ডুওওল ওগিডীওল	ঐ দুই ব্যক্তি বা বস্তু যা
৩	الذين	جمع مذکر	ডুওওল ফকুত	ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা
৪	التي	واحد مؤنث	ডুওওল ওগিডীওল	ঐ এক ব্যক্তি বা বস্তু যা
৫	اللتان	ثنیة مؤنث	ডুওওল ওগিডীওল	ঐ দুই ব্যক্তি বা বস্তু যা

৬	(اللاتي اللواتي اللاتي	جمع مؤنث	ذوعقل فقط	এ সমস্ত ব্যক্তি যারা
৭	الألى	جمع مذكر ومؤنث	ذوعقل فقط	এ সমস্ত পুরুষ বা মহিলা যারা
৮	من	واحد تثنية جمع مذكر ومؤنث	ذوعقل فقط	এ ব্যক্তি যে বা এ সকল লোক যারা
৯	ما	واحد تثنية جمع مذكر ومؤنث	غير ذى عقل فقط	এ বস্তু যা
১০	أى	واحد تثنية جمع مذكر ومؤنث	ذوعقل وغير ذى عقل	এ এক বা সকল ব্যক্তি বা বস্তু যারা
১১	ذا	واحد تثنية جمع مذكر ومؤنث	ذوعقل وغير ذى عقل	এ এক বা সকল ব্যক্তি বা বস্তু যারা
১২	ذو	واحد تثنية جمع مذكر ومؤنث	ذوعقل وغير ذى عقل	এ এক বা সকল ব্যক্তি বা বস্তু যারা

أقسام الصلة

ছিলার প্রকারসমূহ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اسم موصول এর পরে সর্বদা একটি جملة হয়,

যাকে পরিভাষায় صلة বলে। صلة বাক্যটি চার ধরনের হতে পারে। যথা :

(১) جملة فعلية যেমন- لا تقبل ما لا تفهمه - তুমি যা বুঝোনা, তা বলোনা।

(২) جملة اسمية যেমন- الصبر حيلة من لا حيلة له - যার কোন্ কৌশল নেই ধৈর্য
হল তার কৌশল।

(৩) জার মাজরুর বিশিষ্ট। যেমন - قرأت ما في الكتاب - আমি পড়েছি যা বইয়ে
আছে।

(৪) যরফ বিশিষ্ট। যেমন - عرفت الذى عندك - যে তোমার নিকট আছে তাকে আমি
চিনেছি।

মুরাদুল মাউসুল ও আয়েদ

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি صلة -র মধ্যে এমন একটি ضمير রয়েছে যার مرجع হলো اسم موصول। যেমনঃ প্রথম جملة টির مرجع হলো اسم موصول (و) এর মধ্যে ضمير (و) এর مرجع হলো اسم موصول তথা الذي -এ ধরনের ضمير কে عائد বলে। আর اسم موصول দ্বারা যে ব্যক্তি বা বস্তু উদ্দেশ্য হয় তাকে المراد الموصول বলে। যেমনঃ উল্লেখিত উদাহরণে الذي দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি। ফলে মূল ইবারত اسم الذي হলো اسم جاء الرجل الذي رأته أمس সুতরাং এ বাক্যে اسم الذي হলো اسم جاء الرجل الذي رأته أمس এবং এই صلة এর মাঝে বিদ্যমান 'و' উল্লেখ্য যে, ضمير المراد الموصول হলো اسم موصول এবং عائد اسم موصول টি সর্বদা مذكر, واحد ও مؤنث, ذكر বা مؤنث এর অনুরূপ হবে।

ইসমে মাউসুলের ইর্রাব

اسماء غير متمكن سے हेतو اسم موصول
 جر و نصب এই দু'টিতে الذان و اللتان اسم موصول
 ای و ای اے এই দু'টি ব্যবহারের
 إعراب হয়। আর ثنية এর
 অর্থ তিন। তার মধ্যে এক সুরতে
 অর্থ তিন। আর বাকি তিন ছুরতে
 উল্লেখ থাকবে না তখন
 আর বাকি তিন ছুরতে
 অর্থ তিন। আর বাকি তিন ছুরতে

(১) এ দুটি مضاف হয়ে ব্যবহার হবে। (২) مضاف হবে না। (৩) উভয় ছরতে صدر صلة অর্থাৎ صلة বাক্যের প্রথম অংশ (مبتدأ) উল্লেখ থাকবে।

(৪) সহ حکم ছুরতের সবগুলো ছকে উল্লেখ থাকবে না। নিম্নের ছকে উদাহরণ পেশ করা হল।

ক্রমিক	সমূহ	حالت رفع	حالت نصب	حالت جر	حکم
১	مضاف تی ای ایه صدر صله উল্লেখ থাকবে।	جاء لهم هوقائم جاءت ايهم هي قائمة	رايت ايهم هوقائم رايت ايتهن هي قائمة	مررت بايهم هوقائم مررت بايتهن	معرب هي قائمة
২	مضاف تی ای ایه صدر صله উল্লেখ থাকবে না।	جاء لهم قائم جاءت ايتهن قائمة	رايت ايهم قائم رايت ايتهن قائمة	مررت بايهم قائم مررت بايتهن قائمة	مفرد
৩	مضاف تی ای ایه صدر صله উল্লেখ থাকবে।	جاء اي هوقائم جاءت ايه هي قائمة	رايت ايا هوقائم رايت ايه هي قائمة	مررت باي هوقائم مررت بايه هي قائمة	معرب
৪	مضاف تی ای ایه صدر صله উল্লেখ থাকবে না	جاء اي قائم جاءت ايه قائمة	رايت ايا قائم رايت ايه قائمة	مررت باي قائم مررت بايه قائمة	معرب

উল্লেখ্য যে, উভয়টি অیه ও ای এর মضاف যদি মذكر হয়, তাহলে উভয়টি অیه ও ای ব্যবহার হতে পারে। আর مؤن্থ হলে শুধু অیه ব্যবহার হবে।

তরজমার নিয়ম

তরজমা করার সময় اسم موصول এর অর্থ দু'বার উল্লেখ করতে হয়। একবার সরাসরি اسم موصول এর অর্থ। আর একবার اسم موصول এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير এর অর্থ। যেমন : উদাহরণে উল্লেখিত প্রথম جملہ এর

তরজমা হল- আমার কাছে ঐব্যক্তি এসেছে যাকে আমি গতকাল দেখেছি।
এখানে মوصول اسم এর অর্থ দু'বার উল্লেখ হয়েছে। তা হল 'ঐ' এবং 'যাকে'।

মূল কথা

- (১) اسم موصول ঐ ইসমকে বলে যার উদ্দেশ্য তার পরবর্তী جملة দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।
- (২) صلة বলে কে شبه جملة বা جملة এর পরবর্তী اسم موصول।
- (৩) صلة এর মধ্যে যে ضمير টি اسم موصول এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে عائد বলে।
- (৪) اسم الموصول দ্বারা যে ব্যক্তি বা বস্তু উদ্দেশ্য হয়, তাকে مراد الموصول বা مصداق الموصول বলে।
- (৫) اسم موصول এর তরজমা দু'বার করতে হয়।

أصول التركيب أمثلة

তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, صلة বাক্যটি চার প্রকার-

- (১) جملة اسمية (২) جملة فعلية (৩) جار مجرور (৪) ظرف
- বিশিষ্ট। এই চার প্রকার থেকে যে প্রকারই হোক প্রথমে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে جملة বানিয়ে صلة বলবে। অতঃপর اسم موصول ও صلة মিলিয়ে নিম্নবর্তী সূত্র গুলোর ভিত্তিতে পূর্ণ বাক্যের অংশ বানাবে।

- (৩) خبر (২) مبتدا (১) اسم موصول ও صلة এর তারকীবসূত্র চারটি।
- ১- بحسب عامل (৪) صفت

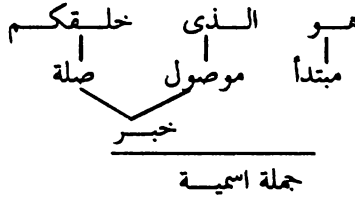
(১) مبتدا : اسم موصول যদি বাক্যের শুরুতে আসে তথা তার পূর্বে যদি কোন্ لفظ না থাকে, তাহলে اسم موصول ও صلة মিলে مبتدا হবে। যেমন :

যে পরীক্ষায় সফল হয়েছে সে আমার الذي فاز في الامتحان هو زميلي
হরফে في يमीر ফায়েল هو তার মধ্যে ফে'ল فاز, الذي ইসমে মাউসূল, الذي সাধী।

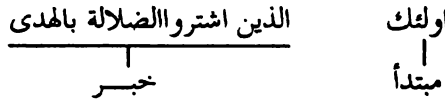
জর এবং الامتحان মাজরর, জর মাজরর মিলে মুতায়্যিক, فعل , فاعل ও مبتدا موصول মিলে صلة হয়ে جمله فعلية হয়েছিল। مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر হয়ে جمله اسمية মিলে خبر হয়েছিল। সর্বশেষ مبتدا و خبر মিলে جمله اسمية হয়েছিল।

(২) خبر : যদি ضمير مرفوع منفصل এবং اسم اشاره এর পরে যে কোন্‌ اسم موصول হয়, অথবা معرف باللام এর পরে শুধু ما ও من ইসমে মাউসূল হয়, তাহলে এই গুলো হবে مبتدا এবং موصول মিলে হবে خبر । -

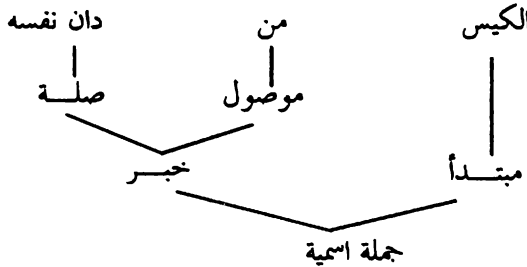
যেমন : (ক) هو الذى خلقكم - তিনি হলেন ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।



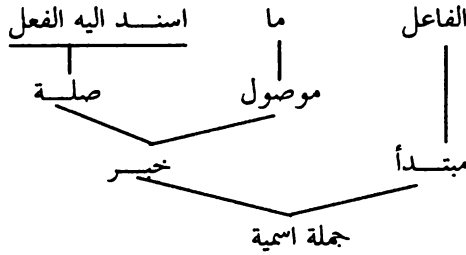
(খ) اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى (তারা ঐসকল লোক যারা হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে)।



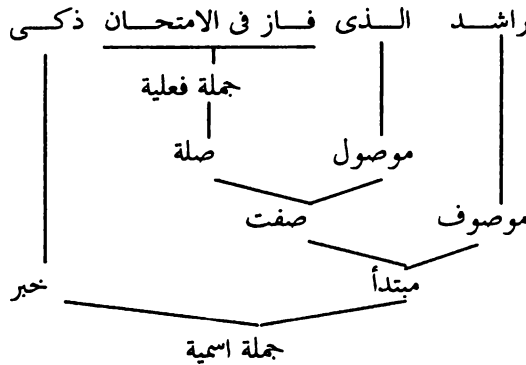
(গ) الكيس من دان نفسه - ঐ ব্যক্তি জানী যিনি নিজেকে চিনেছে।



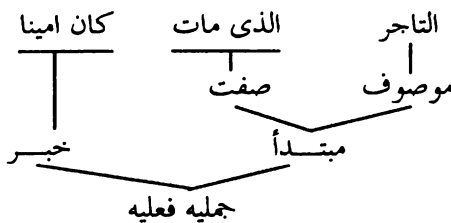
(ঘ) ফায়েল ঐ ইসমকে বলে যার দিকে ফে'লকে নিসবত করা হয়েছে।



(ঙ) **صفة** : যদি মوصল اسم এর পূর্বে মরাদ উল্লেখ থাকে, তাহলে **যেমন** : **صفة** হবে। যেমন : **যে** রাশেদ পরীক্ষায় ফাট্ট হয়েছে সে মেধাবী।



(খ) **যে** ব্যবসায়ী মারা গেছে সে বিশ্বস্ত ছিল।



বিশেষ দ্রষ্টব্য : مراد الموصول কখনো বাক্যে উল্লেখ থাকে, আবার কখনো উল্লেখ থাকে না। যদি উল্লেখ থাকে, তাহলে موصوف হবে। আর উল্লেখ না থাকলে তারকীবে উল্লেখ করা হয় না। আর একটি বিষয় হল، ما، من، اية، ও ای এর সাথে कখনো مراد الموصول উল্লেখ থাকে না।

(8) **عامل** : यदि উল্লেখিত তিনটি ছুরত না হয়, তাহলে পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুযায়ী فاعل، مفعول ও مجرور তিন ধরনের তারকীব হতে পারে। যথা :

(ক) **যেমন** : فاز الذى اجتهد - যে পরিশ্রম করেছে সে সফল হয়েছে।

الذى اجتهد	فاز
↓	↓
فاعل	فعل

(খ) **যেমন** : أحب الذين علموني الدين - আমি তাদেরকে ভালবাসি যারা আমাকে দীন শিখিয়েছেন।

الذين علموني الدين	أحب
↓	
مفعول	فعل مع فاعل

(গ) **যেমন** : أحسن الى من احسن اليك - যে তোমাকে দয়া করেছে, তুমি তাকে দয়া কর।

من احسن اليك	الى	أحسن
↓	↓	
مجرور	جار	

বিশেষ দ্রষ্টব্য : الف لام এর শুরুতে اسم مفعول ও اسم فاعل এর ক্ষেত্রে তা الذى এর অর্থে موصول হবে। আর اسم فاعল টি ماضى معروف বা جملہ হয়ে صلة হবে। অতঃপর تاويل মাস্জার معروف সর্বশেষ موصول ও صلة মিলে উপরের সূত্র অনুযায়ী তারকীব হবে। যেমনঃ جاءنى القائم - আমার নিকট ঐ ব্যক্তি এসেছে যিনি দাঁড়াবেন।

جاء نى أَيْهِمْ هُوَ قَائِمٌ
 مَصَافٌ مَصَافٌ إِلَيْهِ صَلَّةٌ
 فعل مفعول فاعل

অনশীলনী - ১

নীচের বাক্যগুলোর ভয়ভীমা ও তারকীব কর এবং **صلوة** ও **موصول** মিলে কোন্ তারকীব সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নির্ণয় কর :

سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً (الاسراء) الولدان الذان نجحا فى الامتحان مجتهدان ومن اجتهد نجح - أحب من يجاهد فى سبيل الله ويجتهد لاعلاء كلمة الله - قد سمع الله قول التى تجادلن فى زوجها وتشتكى الى الله (المجادلة) - الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد (هداية النحو) - هذه جهنم التى كنتم توعدون (يس) -

ଅନୁଶୀଳନୀ - ୧

নিম্নের বাক্যগুলোর আরবী কর :

আল্লাহ হলেন ঐ সত্তা যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যে নদীটি গওহার ডাংগা মাদ্রাসার সামনে অবস্থিত তার নাম মধুমতি। আমি ঐ বইটি পড়েছি যার লেখক পীরজী হুজুর। যে ছেলে মা বাবার অবাধ্য হয়, সে সর্বদা দরিদ্র থাকে এবং যে ছাত্র গুণীদের অবাধ্য হয় সে সর্বদা ইলমের বরকত থেকে মাহরুম থাকে।

ପଦ୍ମିନୀ

ଅନୁସାଧା ୫

- (১) صله ও اسم موصول কাকে বলে?
- (২) صله বাক্যটি কত প্রকার ও কি কি?
- (৩) عائد ও المراد الموصول বলতে কী বুঝ? তা বুঝিয়ে দাও।
- (৪) صله ও موصول বাক্যের তরজমার নিয়ম কি?
- (৫) صله ও موصول বাক্যের তারকীবের নিয়ম কি?
- (৬) اسم موصول এর তারকীব সূত্র কয়টি ও কি কি?

بيان الحال و ذو الحال

১। جاءني راشد راكبا রাশেদ আমার নিকট আরোহণ করে এসেছে।

يتكلم خالد ضاحكا খালেদ হেসে হেসে কথা বলে।

২। رأيت سعيدا نائما আমি সাঈদকে ঘুমন্ত দেখেছি।

انصر اخاك مظلوما তুমি তোমার ভাইকে নিপীড়িত অবস্থায় সাহায্য কর।

৩। لقي الولد امه مسرورا ছেলেটি তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করল এমন

অবস্থায় যে উভয়ে আনন্দিত।

سلم التلميذ على الاستاذ قائميا ছাত্র শিক্ষককে সালাম করল এমন অবস্থায়

যে, উভয়ে দাঁড়ানো।

আলোচনা

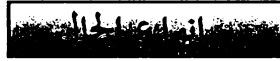
উপরোক্ত উদাহরণগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। আর প্রতিটি উদাহরণে রেখাযুক্ত একটি করে نصب বিশিষ্ট নাকিরা اسم রয়েছে। যেগুলো فعل সংঘটিত হওয়ার সময় فاعل বা مفعول এর অবস্থা বুঝায় অথবা একই সাথে উভয়ের অবস্থা বুঝায়। যেমন : প্রথম ভাগের উদাহরণে راكبا ইসমটি جاء ফেল সংঘটিত হওয়ার সময় زيد ফায়েলের অবস্থা বুঝিয়েছে।

তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে, نصب বিশিষ্ট যে নাকিরা ইসম فعل সংঘটিত হওয়ার সময় فاعل বা مفعول অথবা একই সাথে উভয়ের অবস্থা বুঝায় তাকে حال বলে। আর উক্ত فاعল বা مفعول কে ذو الحال বা صاحب الحال বলে।

তরজমার নিয়ম

حال থেকে فاعল হলে বাংলা ভাষায় সাধারণত দু' বার حال এর তরজমা উঠে। যেমনঃ বশীর হেঁটে হেঁটে মাদ্রাসায় যায়। সানজিদা হেসে হেসে কথা

বলে। নাইম বসে বসে ঘুমায়। আর مفعول থেকে حال হলে অনেক সময় “অন্ত” যোগ করে তরজমা হয়। যেমন : মাজেদ হরিণটিকে জীবন্ত শিকার করেছে। ফাতেমা আমেনাকে ঘুমন্ত পেয়েছে। আমি খালেদের লাশ ঝুলন্ত দেখেছি। তবে বাংলা مصدر অর্থাৎ মূল কাজ এর শেষে “অবস্থায়” অথবা فاعل (অর্থাৎ حال) এর (অর্থৎ مفعول থেকে হোক) এর তরজমা শুদ্ধ হবে। যেমন : নোমানের দাদা বসা অবস্থায় নামায পড়ে। বশীর শিক্ষককে দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করেছে। পুলিশ চোরকে বাঁধা অবস্থায় প্রহার করেছে। আমি তোমাকে এমন অবস্থায় সাহায্য করেছি যে, তুমি অসহায় ছিলে।



হাল এর প্রকারসমূহ

উপরোক্ত উদাহরণসমূহে রেখাযুক্ত শব্দগুলো حال হয়েছে। এ হাল গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক حال -ই مفرد হয়েছে। এটিই حال এর সাধারণ নিয়ম যে, مفرد টি حال , مشتق ও نكرة হবে। তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটে। সে ক্ষেত্রে حال টি مفرد না হয়ে جملة হয়। جملة না হয়ে مشتق হয় এবং نكرة না হয়ে معرفة হয়। جملة হয়ে আবার দু'প্রকার হতে পারে।

১) اسم جامد - جملة فعلية (২) جملة اسمية (৩) اسم مشتق

১) حال বানানো হয়। অর্থাৎ اسم مشتق কে اسم جامد ১। বাহ্যিক ভাবে اسم جامد হলেও মূলতঃ তাকে তার উপযুক্ত একটি اسم مشتق এর অর্থে মেনে নিতে হয়।

২) اسم جامد কেই اسم مشتق দ্বারা اسم مشتق কে اسم جامদ ২। حال বানানো হয়।

তাহলে এ আলোচনা দ্বারা حال মোট ছয় প্রকার সাব্যস্ত হল।

اسم جامد بالتأويل (৩) معرفة (২) مشتق و مفرد ، نكرة (১)
 ১ - جملة فعلية (৬) جملة اسمية (৫) اسم جامد بغير التأويل (৪)

নিম্নে উদাহরণসহ সবগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রদত্ত হল :

(১) نكرة টি حال , مفرد , مشتق হলে তার ব্যবহার উপরোক্ত উদাহরণে উল্লেখ হয়েছে।

يأويل করতে হবে। نكرة দ্বারা معرفة টি حال (২) হবে।
 جاءني زيد منفردا হলো تأويل এর جاءني زيد وحده যেমনঃ
 আমার নিকট এসেছে।

اسم مشتق কোন্ উপযুক্ত হবে এবং اسم جامد টি حال (৩) দ্বারা
 تأويل করতে হবে। এমন স্থান পাঁচটি।

আলী - کر علی اسدا : যেমন এর تشبيه টি حال (ক)
 सिंहের न्याय बाहादुरीর সাথে হামলা করেছে। এটি هزم علی شجاعا مثل
 اسد এর অর্থে। عدی سلیم غزالا - সেলিম হরিণের ন্যায় দ্রুত দৌড়িয়েছে।
 এটি جرى سلیم مسرعا كالغزال এর অর্থে।

بعث এটি يدا بيد : যেমন : بعث দু'পক্ষের মাঝে শরীক বুঝালে।
 متقاضين - আমরা উভয়ে নগদ কেনা-বেচা করেছি- এর অর্থে।

ادخلوا الدار رجلا : যেমন : ترتيب অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বুঝালে।
 رجلا এটি مترتين الدار একেক করে বাড়ি প্রবেশ কর, এর
 অর্থে।

قرأت এটি قرأت الكتاب بابا بابا : যেমন : تفصيل টি حال (ঘ)
 الكتاب আমি বিস্তারিতভাবে কিতাব পড়েছি, এর অর্থে।

- (৬) بعث اللبن رطلا : যেমন : दूर-दाम वा मूल्य धार्य करू बुझালে। আমি মূল্য ধার্য করে দুধ বিক্রি করেছি, এর অর্থে।
- (৪) اسم جامد টি حال হবে এবং তাকে اسم مشتق দ্বারা تأويل করার প্রয়োজন হবে না। এটি আবার ছয় প্রকার।
- (ক) আমি আরবী - انا انزلناه قرآنا عربيا : যেমন : यदि موصوف حال ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি।
- (খ) সূতরাং তাঁর - فتم ميقات ربه اربعين ليلا : যেমন : यदि عدد حال রবের মেয়াদ চল্লিশ রাত্র পূর্ণ হল।
- (গ) خليل شاعرا احسن منه : যেমন : यदि حال ذو الحال এর تفصيل হয়। খলিল কবি হওয়ার চেয়ে সাহিত্যিক হওয়া উত্তম।
- (ঘ) - لبس خائمه ذهباً : যেমন : यदि حال ذو الحال এর প্রকার বুঝায়। সে তার স্বর্ণ জাতীয় আংটি পরেছে।
- (ঙ) - هذا ثوبك حريرا : যেমন : यदि حال ذو الحال এর فرع বা অংশ হয়। ইহা তোমার রেশমী কাপড়।
- (চ) اسجد لمن : যেমন : यदि حال اصل বা মূল উপাদান হয়। আমি কি ঐ সত্ত্বাকে সিজদা করব, যাকে ভূমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছে?
- (৫) - جاءني زيد وهوراكب : যেমন : جمله اسمية টি حال আমার নিকট যাবেদ এসেছে এমতাবস্থায় যে, সে আরোহী।
- (৬) - رجع راشد من المدرسة يكي : যেমন : جمله فعلية টি حال রাশেদ কাঁদতে কাঁদতে মাদরাসা থেকে ফিরেছে।



সংযোগ স্থাপনকারী শব্দসমূহ

حال যখন جملة হয়, চাই جملة اسمية হোক অথবা جملة فعلية হোক, তখন حال ও ذوالحال এর মাঝে رابط অর্থাৎ সংযোগ সৃষ্টিকারী কোন্ শব্দ অবশ্যই থাকা চাই। আর সে رابط হলো তিটি। ضمير, واو, قد ও اذ, পর কোন্ সময় حال এর মধ্যে শুধু একটি رابط থাকবে অথবা দু'টি থাকবে। আবার কোন্ সময় তিনটি থাকবে। সুতরাং বাক্যটি কোন্ ধরনের হলে তার জন্য কি ধরনের رابط ব্যবহার হবে, তা নিম্নবর্তী চিত্রের মাধ্যমে চিনা যাবে।

ক্ৰম	قسم جملة	رابط واو	رابط ضمير	رابط قد	الشرط
১	اسمية	✓	✓	×	ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
২	اسمية	✓	×	×	كنت نبيا وادم بين الماء والطين
৩	مضارع مثبت	×	✓	×	وجاءوا اباهم عشاءا يكون
৪	مضارع منفى	✓	✓	×	جاء في زيد ولايتكلم غلامه
৫	مضارع منفى	×	✓	×	جاءني زيد لايتكلم غلامه
৬	مضارع منفى	✓	×	×	جاءني زيد ولايتكلم عمرو
৭	ماضى مثبت	✓	✓	✓	جاءني زيد وقدخرج غلامه
৮	ماضى مثبت	×	✓	✓	جاءني زيد قدخرج غلامه
৯	ماضى مثبت	✓	×	✓	جاءني زيد وقدخرج عمرو
১০	ماضى منفى	✓	✓	×	جاءني زيد وماخرج غلامه
১১	ماضى منفى	×	✓	×	جاءني زيد ماخرج غلامه
১২	ماضى منفى	✓	×	×	جاءني زيد وماخرج عمرو

الحال "ذو الحال"

জুলহালের অবস্থাসমূহ

الحال এর আসল হল معرفة হওয়া। তবে নিম্নোক্ত ছয় সুরতে নকর হয়েও
হতে পারে।

(১) - جاءني راكباً رجل : যেমন। مؤخر থেকে حال টি ذوالحال (১)
আমার নিকট একজন লোক এসেছে আরোহণ করে।

(২) - سأل تلميذ جديد قائماً : যেমন। موصوف টি ذوالحال (২)
নতুন ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

(৩) - أخذت قلم تلميذ ثميناً : যেমন। مضاف টি ذوالحال (৩)
দামী কলম নিয়েছি।

(৪) - اتسب رجلاً وهو ينصرك : যেমন। استفهام টি ذوالحال (৪)
তুমি কি এমন লোককে গালি দাও যে তোমাকে সাহায্য করে।

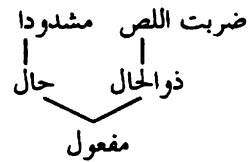
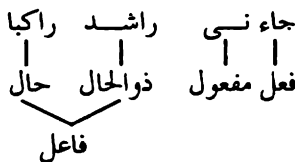
(৫) - لايقعد احد من الجهاد : যেমন। غى এর পরে টি ذوالحال (৫)
কেউ যেন জিহাদ হতে বসে না থাকে এমন অবস্থায় যে, সে
মৃত্যুকে ভয় করে।

(৬) - جاء احد راكباً : যেমন। نفى এর পরে টি ذوالحال (৬)
ছাওয়ার হয়ে আসেনি।

الحال "ذو الحال"

হাল এর আলামতসমূহ

(১) : যেমন। حال হবে। اسم مشتق বিশিষ্ট نصب এর মধ্যে جملة فعلية



فاجتنبوا الرجس (ثابتاً) من الاوثان
 ذوالحال حال
 مفعول به

ذوالحال حال
 مفعول

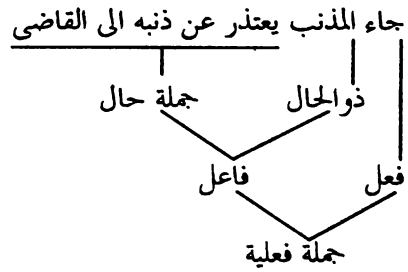
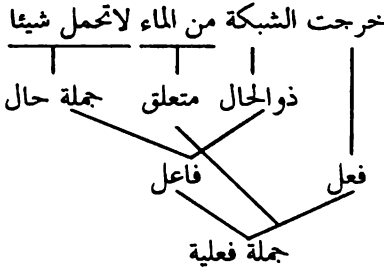
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

فعل مفعول به فاعل

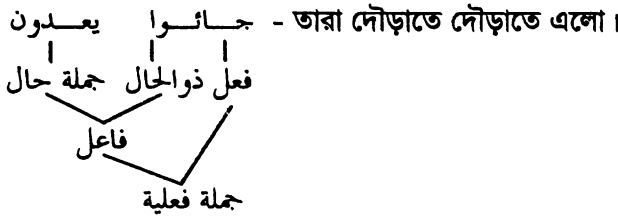
ذو الحال جملة حال

جملة فعلة

হয়ে $\frac{1}{2}$ হবে। যেমন :



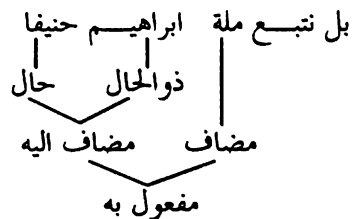
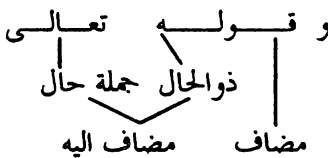
(৬) পাশাপাশি দু'টি فعل হলে দ্বিতীয় টি জম্লে হয়ে প্রথম ফেল এর ফাল এর যমীর অথবা মفعোল থেকে হব্বে। যেমন :



(৭) যদি ফেল এর পরে এমন জারমরুর হয়, যাকে উক্ত ফেল এর সাথে মতলু করা যায় না, তাহলে জারমরুর টি ফেল এর সাথে মতলু হয়ে উক্ত ফেল এর থেকে ফাল হব্বে। যেমন : ومن يتذكر (ثابتا) من -

উপদেশ গ্রহণ করবে এমন অবস্থায় যে, সে বুজ্জিমানের অন্তর্ভুক্ত?

(৮) ফেল আসলে কোন্ কোন্ সময় ফেল এর পরে মضاف ইলি বা জমির মরুর টি ফলে হয়ে ফাল হয়। যেমন :



(১) যেমন : হতে পারে। حال থেকেও مفعول معه ও مفعول مطلق (১)

اكلت الاكل كثيرا - ضربت الضرب شديدا - لبست ملابس الشتاء والجنة كثيرة - جاء البرد والجنة طويلة -

মূল কথা

(ক) যে ফেল ঘটান সময় ফاعল বা মفعول অথবা একই সাথে উভয়ের অবস্থা বুঝায় তাকে حال বলে। আর উক্ত ফاعল অথবা মفعول কে ذوالحال বলে।

(খ) اسم مشتق ও نكرة ، مفرد ، সাধারণতঃ এর ব্যতিক্রম جملۃ معرفة ، اسم جامد ، معرفۃ ، হয়। কিন্তু কোন্ কোন্ সময়

ذوالحال এবং تأویل করতে হয়। (গ) টি حال معرفة হলে তাকে نكرة দ্বারা করে এবং টি حال معرفة হলে তাকে نكرة দ্বারা করে।

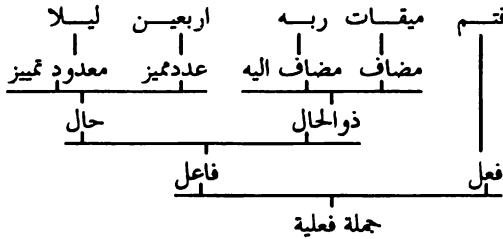
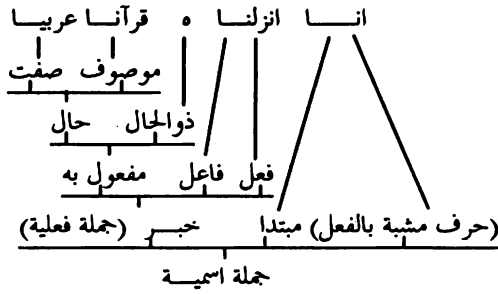
(ঘ) টি حال اسم جامد হলে পোঁচ সূরতে করে এবং টি حال اسم مشتق হলে পোঁচ সূরতে করে না।

(ঙ) ذوالحال টি যদি حال থেকে مؤخر হয়, তদ্রূপ বা موصوف অথবা مضاف হয়, অথবা نفی ও نفی এর পরে হয়, তাহলে ذوالحال টি نكرة ও হতে পারে।

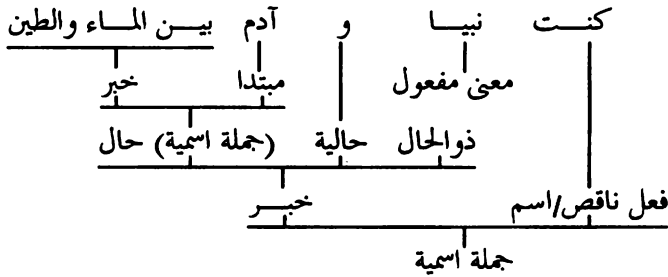
اصول التركيب

ভারকীবের পদ্ধতি ও তার উদাহরণ

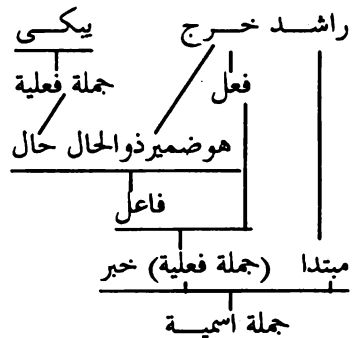
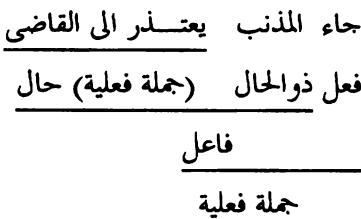
ذال টি فاعل অথবা مفعول যার অবস্থা বুঝাবে ভারকীব করার সময় প্রথমে তাকে فاعল অথবা مفعول না বলে ذوالحال বলবে। অতঃপর فاعল থেকে حال হলে حال ও ذوالحال মিলিয়ে فاعল বলবে এবং مفعول থেকে حال হলে حال ও ذوالحال মিলিয়ে مفعول বলবে। আর مضاف বা محرور থেকে حال হলে ذوالحال ও حال মিলিয়ে محরور কে প্রথমে ذوالحال বলবে, অতঃপর حال ও ذوالحال



(۵) مثال جمله اسمیه : হলে তার উদাহরণ :



(۶) مثال جمله فعلیه : হলে তার উদাহরণ :



অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا (النصر) فانطلقوا وهم يتخافتون

(القلم) مرج البحرين يلتقيان (الرحمن) واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم

سوء العذاب (البقرة) وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (الزمل)

يخدم التلاميذ الاساتذة راضين ويقبل الاساتذة على تربية الطلبة مخلصين -

অনশীলনী - ২

নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর :

মুসা (আ.) রাগে কিবতিকে চড় মারলেন। বুশরা ভদ্রমেয়ে, সে দাঁড়িয়ে খাবার খায় না। ছুমাইয়া হেঁটে হেঁটে মাদ্রাসায় যায়। মুহতামিম সাহেব আযানের পর ছাত্রাবাসে গেলেন এবং ছাত্রদেরকে ঘুমন্ত পেলেন। হিন্দুরা নিরাপদে বাংলাদেশে বসবাস করে। ইয়াসমিন সকলের নিকট প্রিয়। কেননা, সে সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলে।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

(১) حال কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

(২) حال এর তরজমা করার নিয়ম কি ?

(৩) تأويل কখন দ্বারা اسم مشتق হয় তাহলে তাকে اسم جامد যদি حال করতে হয়?

(৪) حال এর علامت কয়টি ও কি কি?

(৫) যদি حرف এর মাঝে কি কি ذوالحال ও حال হয়, তাহলে جملة টি حال বাবহার হয়?

بيان الجار والمجرور

জার মাজরুরের বয়ান

- (১) كتب ماجد بالقلم মাজেদ কলম দ্বারা লিখেছে।
 (২) انعمت عليهم আপনি তাদেরকে নেয়ামত দান করেছেন।
 (৩) سافر المدير الى باكستان মুহতামিম সাহেব পাকিস্তান সফর করেছেন।
 (৪) خرجت فاطمة من الغرفة ফাতেমা কামরা হতে বের হয়েছে।

আলোচনা

উপরের উদাহরণসমূহে রেখাযুক্ত শব্দগুলো দু'টি كلمة দ্বারা গঠিত, যার প্রথম كلمة টি حرف এবং দ্বিতীয় كلمة টি اسم সেই সংগে প্রত্যেকটি حرف তার পরবর্তী اسم কে جر দিয়েছে। এই حرف গুলোকে حرف جار বলে। এবং পরবর্তী اسم কে اسم مجرور বলে। যখন جار مجرور মিলে পূর্বের কোন্ فعل বা فعل متعلق এবং متعلق কে شبه فعل বা فعل উক্ত হয়, তখন উক্ত فعل বা فعل কে جار مجرور من বাক্যে خرجت فاطمة من الغرفة সূত্রাং جار مجرور হলেo আর الغرفة হলো جار متعلق অতঃপর এ দু'টি মিলে متعلق এবং حروف جار - ১৭টি, যা হ্রস্ব আকারে নিম্নরূপ :

باء و، تا، وكاف، ولام واو ومنذ مذ خلا؛

رب حاشا من عدا في عن على حتى الى

সে মতে - حرف جار এই তিনটিও لات ও لولا، لعل কারো কারো মতে ২০ টি।

হরফে জরের ব্যবহার

حروف তার পরবর্তী ইসমকে جر প্রদান করে। এ বিষয়ে সমস্ত حروف এক ও অভিন্ন। তবে حروف جار এর দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) جر দিবে। আর اسم এর ভিত্তিতে حروف তার পরবর্তী اسم কে مستثنى এর ভিত্তিতে جر দিবে। আর তখন حروف جار মিলে فعل বা شبه فعل এর সাথে متعلق হবে না। বরং সে حرف কে حرف جار এর পূর্ববর্তী শব্দকে مستثنى এবং حروف جار এর পরবর্তী শব্দকে مستثنى বলবে। অতঃপর مستثنى ও مفعول ، فاعل ، مبتدأ অনুযায়ী এর চাহিদা অনুযায়ী حروف جار হলা তিনটি। যথা : حاشا : عدا ও خلا ، حاشা : عدا ইত্যাদি বানাবে। এমন حروف হলা তিনটি। (২) حروف جار ও حروف جار মিলে فعل বা شبه فعل এর সাথে متعلق হবে, এমন حروف ১৪টি। যার ব্যবহার নিম্নরূপ :

اسم ظاهر এই শাতটি حروف جار ، على ، الى ، فى ، عن ، من (ক) ও اسم ظاهر উভয়ের শুরুতে ব্যবহার হয়। আর বাকী শাতটি শুধু اسم ظاهر শুরুতে ব্যবহার হয়। তার মধ্য হতে مذ ও منذ এই দু'টি زمان এর শুরুতে ব্যবহার হয়।

(খ) لفظ نكرة موصوفة টি رب এর শুরুতে ব্যবহার হয়।

(গ) لفظ الله এবং رب এর শুরুতে ব্যবহার হয়।

(ঘ) اسم ظاهر এই তিনটি যে কোন্ حروف جار ، واو قسم ، حتى ব্যবহার হয়।

স্বাক্ষরকারীর ব্যবহার

مرکب ও مفرد টি اسم হবে একথা নিশ্চিত। অতঃপর اسم টি مفرد (১) যেমন : غير مفيد

ذهبت فاطمة الى المدرسة ، خرج راشد من الغرفة ، كتبت بالقلم

جار مجرور جار مجرور جار مجرور

হলৈ এৰ মৰ্ক গৰি মফিদ্ তি মজরুৰ (২)

মুযাফ মুযাফ ইলৈ , মুযুফ সফত , অস্ম ঞাশাৰে মশাৰ ইলৈ ,

ইত্যাদি ঁদুদ মঁদুদ , তিমিমিমিয ঁবং তাবে ঁকাৰেৰ পাঁচ ও মুযুফ সলৈ -

সকল ঁকাৰ হতে পারে। যেমন :

<p>يدخلون في دين الله</p> <p>↓</p> <p>مضاف مضاف إليه</p> <p>جار مجرور</p>	<p>اعوذ بالله من الشيطان الرجيم</p> <p>↓</p> <p>موصوف صفت</p> <p>جار مجرور</p>
<p>صليت في هذا المسجد</p> <p>↓</p> <p>اسم إشارة مضاف إليه</p> <p>جار مجرور</p>	<p>ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر</p> <p>↓</p> <p>معطوف عليه معطوف</p> <p>جار مجرور</p>
<p>اشتريت القلم بعشرين رية</p> <p>↓</p> <p>عدد معدود</p> <p>جار مجرور</p>	<p>وهو حرام لما قال الله تعالى</p> <p>↓</p> <p>موصول صلة</p> <p>جار مجرور</p>



মুতান্নাছাকের ব্যবহার

পূর্বেই আমরা জানতে পেরেছি যে, জার মিলে তার পূর্বের কোন্‌ ফেল বা ফেল শ্বে এর সাথে তেল্‌ক্‌ হয় ঁবং উক্‌ ফেল বা ফেল শ্বে কে তেল্‌ক্‌ বলে। অতঃপর তেল্‌ক্‌ তি ঁম হতে পারে আবার ঁম হতে পারে। উল্লেখ থাকতে পারে ঁবং মছুফ হতে পারে। আবার তেল্‌ক্‌ হওয়ার মত ঁকাধিক ফেল বা ফেল শ্বে থাকতে পারে ইত্যাদি ৮টি বিষয় এর সাথে সম্পৃক্‌। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে ঁকেক করে বিষয়গুলোর বিবরণ পেশ করা হলো :

- اسم مفعول (খ) اسم فاعل (ক)। মোট ছয়টি। **শ্বে فعل :** **শ্বে فعل (১)**
- اسم مبالغة (ঢ) صفت مشبهة (ঙ) مصدر (ঘ) اسم تفضيل (গ)
- মصدر এই চারটি **ও** حصول , ثبوت , كون : **متعلق عام (২)**
- থেকে গঠিত **বা** **শ্বে فعل** **কে** **যে** **কোন** **স্থানে** **متعلق** **মানা** **যায়** **এবং** **তাকে**
- এবং** **لسوق** , **لصوق** , **تلبس** **বিশারদ** **কোন** **কোন** **বলে** **متعلق** **عام**
- এই** **চারটি** **مصدر** **থেকে** **গঠিত** **বা** **শ্বে فعل** **কেও** **متعلق** **عام** **বলে**,
- তবে** **তা** **প্রসিদ্ধ** **নয়**।
- শ্বে** **বা** **فعل** **থেকে** **অর্থের** **সাথে** **মিল** **রেখে** **স্থান** **কাল** **পাত্র** **ভেদে** **متعلق** **خاص (৩)**
- بسم** **পূর্বে** **খাওয়ার** **যেমন** **বলে** **متعلق** **خاص** **তাকে** **মানলে** **শ্বে** **فعل**
- متعلق** **মানলে** **তাকে** **কে** **أكل** **বা** **أكل** **পড়লে** **তার** **পূর্বে** **الله الرحمن الرحيم**
- ফে'ল** **أقرأ** **بسم** **الله الرحمن الرحيم** **পড়লে** **বলা** **হবে**, **আর** **পড়ার** **পূর্বে** **الله الرحمن الرحيم** **خاص**
- এবং** **শিবহে** **ফে'ল** **হবে** **متعلق** **خاص**।
- না** **হবে** **শ্বে** **ফعل**। **টি** **متعلق** **চার** **ছুরতে** **(৪)**
- والله لا فعلن كذا :** **যেমন**। **এর** **জন্য** **قسم** **টি** **حرف** **جار(ক)**
- والذين من قبلكم :** **যেমন**। **এর** **পূর্বে** **اسم** **موصول** **حرف** **جار(খ)**
- م** **أكلت** **الطعام :** **যেমন**। **এর** **জন্য** **استفهام** **টি** **حرف** **جار (গ)**
- رب** **رجل :** **যেমন**। **হলে** **(** **হরফে** **জর** **رب** **)** **এর** **পূর্বে** **نكرة** **موصوفة** **(ঘ)**
- এবং** **দ্বিতীয়** **উদাহরণের** **এক** **قسم** **হবে** **متعلق** **উদাহরণের** **সুতরাং** **করিম** **لقينه**
- এবং** **চতুর্থ** **أكلت** **আর** **ثبتوا** **হবে** **متعلق** **উদাহরণে** **পরবর্তী** **ফে'ল**
- উদাহরণে** **متعلق** **হবে** **পরবর্তী** **ফে'ল**।
- শ্বে** **ফعل** **বা** **فعل** **এক** **অধিক** **হওয়ার** **মত** **متعلق (৫)**

প্রহার করেছেন।) এখানে بالعصاء এর متعلق টি شتم নিকটবর্তী فعل না হয়ে تعلق দূরবর্তী فعل হয়েছে। কেননা, شتم নিকটবর্তী فعل এর সাথে تعلق করলে অর্থ হবে- (শিক্ষক আমাকে প্রহার করেছেন এবং লাঠি দ্বারা গালি দিয়েছেন।) এ অর্থটি শুদ্ধ নয়, বরং অশুদ্ধ। অতএব, নিকটবর্তী فعل شتم এর সাথে تعلق না হয়ে দূরবর্তী ফেল ضرب এর সাথে تعلق হয়েছে।

৬) متعلق এর ظرف ও جار مجرور এর মধ্যে جملۃ اسمیۃ (৬)

شبه فعل — টি متعلق ہلے ظرف یا جار مجرور এর جمله اسمیہ
 محذوف ہے۔ اذ: پر متعلق ٹی سبباً ہے، چاہی آگے ہو کہ یا پھر
 ہو کہ۔ یہی :

الغابة وراء المدرسة - وراء المدرسة غابة - في الدار رجل - زيد في الدار
 مبتدا خبر خبر مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر

(৭) اعراب এর متعلق (৭) বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি :

এর শব্দে فعل তখন متعلق হয়, সাথে এর শব্দে فعل মিলে জার مجرور
এরাব, বচন, লিঙ্গ, الف বা تنوين হওয়া না হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো
নির্ভর করে তার তারকীবি অবস্থানের উপর। অর্থাৎ দেখতে হবে যে, শব্দে فعل

টি এই চারটির থেকে কোন্টি হয়েছে। এই চারটির থেকে যেটি নির্ধারণ হবে সে অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়গুলো তার মধ্যে প্রয়োগ হবে। সুতরাং যদি شبه جمله হয়, তাহলে সর্ব বিষয়ে موصوف এর অনুকরণ করবে।

যেমন : الاسم مادل على معنى (ثابت) فى نفسه
موصوف (شبه جمله) صفت

এখানে معنى এর অনুকরণ টি সর্ব বিষয় তার موصوف شبه فعل করেছে।

এমনি ভাবে شبه جمله হয়ে خبر হলে فعل টি شبه فعل হবে এবং مبتدا এর অনুকরণ করবে। যেমন : الاستاذان (موجودان) فى الفصل
مبتدا (شبه جمله) خبر

এখানে مبتدا এর অনুকরণ টি فى الفصل এর সাথে متعلق বিধায় خبر হয়ে আছে। ঠিক একই কথা হবে شبه جمله টি صلة ও حال হওয়ার ক্ষেত্রেও।

محذوف টি متعلق তার صلة , حال , خبر , صفت মিলে جار মজরর (ج) থাকবে।

তরজমার নিয়ম

جار ও مجرور এর তরজমার দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো এ দু'টি পরস্পরের তরজমা। আর দ্বিতীয়টি হলো বাক্যে এ দু'টির তারকিবী অবস্থান হিসেবে তরজমা-

এর مضاف ومضاف اليه হবে- পরস্পরের তরজমা মজরর ও جار (১) মতো। সুতরাং পরের শব্দ অর্থাৎ مجرور এর তরজমা আগে করতে হবে। যেমন على الطاولة, الى السوق, من المدرسة : টেবিলের উপরে, কামরার মধ্যে, بالقلم কলম দ্বারা ইত্যাদি।

جارمجرور (২) جملة فعلية টি جارمجرور এর মধ্যে আসলে প্রথমে فاعل তার পর অতঃপর مفعول এবং সর্ব শেষ فعل এর তরজমা হবে। যেমনঃ- أكل خالد (فعل) খেয়েছে (مفعول) খানা (متعلق) গোস্তু দ্বারা (فاعل) গোস্তু طعاما باللحم । আর যখন جملة اسمية এর মধ্যে আসবে, তখন বাক্যের শুরু বা শেষ যেখানেই হোক তরজমার সময় নিজ নিজ স্থানে রেখে তরজমা করতে হবে। যেমন : الاستاذ الماهر في - শ্রেণী কক্ষে একজন দক্ষ শিক্ষক আছেন। في الفصل استاذ ماهر ।

মূল কথা

(ক) যে حرف তার পরবর্তী اسم কে جر দেয় তাকে جار বলে এবং جر বিশিষ্ট পরবর্তী اسم কে مجرور বলে।

(খ) مستثنى কে اسم তার পরবর্তী حروف এই তিনটি عدا ও خلا , حاشا হিসেবে جر প্রদান করবে। সুতরাং এই তিনটি কোন্ فعل বা شبه فعل এর সাথে متعلق হবে না, বাকী সবগুলো হবে।

(গ) স্থান, কাল, পাত্র ভেদে অর্থের সাথে মিল রেখে متعلق মানা হলে তাকে متعلق خاص বলে।

(ঘ) حرف এর পূর্বে একাধিক فعل বা شبه فعل থাকলে যার সাথে অর্থের মিল হবে, তার সাথে متعلق হবে।

(ঙ) টি متعلق হবে তার এরাব, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি হবে তারকীবে তার স্থান হিসেবে।

তারকীবের পদ্ধতি ও তার উদাহরণ

তারকীব লিখার নিয়ম : جار مجرور এর তারকীবের নিয়ম দু'টি। টি متعلق হলে এক নিয়ম এবং টি متعلق হলে আর এক নিয়ম।

(১) متعلق فعل এর সাথে যুক্ত করবে এবং বাকি অংশের তারকীব جملۃ فعلیۃ এর সাধারণ নিয়মেই মিলাবে। যেমন: كُتِبَ ماجد رسالة بالقلم (মাজেদ কলম দ্বারা একটি চিঠি লিখেছে)। القلم, ب, هـ, ج, ف, ل, كُتِبَ ফেল, হরফে জর, মাজেদ, তারকীব, جملۃ فعلیۃ, متعلق, فعل, যুক্ত, যাবে। অতঃপর كُتِبَ ফেলের সাথে। অতঃপর كُتِبَ ফেল তার ফায়েল এবং به مفعول ও متعلق মিলাবে جملۃ فعلیۃ হয়েছে।

(২) **شبه فعل** টি **متعلق** হলে তার তারকীব হবে নিম্নরূপ :

প্রথমে فعل شبه টিকে উল্লেখ করে পূর্ণ বাক্য লিখবে। তারপর লক্ষ্য করবে যে, ضمير এর পূর্বে غائب বা حاضر , متكلم এর কোন্‌ ضمير আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে উক্ত ضمير এর অনুরূপ একটি ضمير কে شبه فعل এর ফায়েল বলবে। আর যদি غائب , حاضر বা متكلم এর কোন্‌ ضمير না থাকে, তাহলে شبه فعل এর অনুযায়ী একটি غائب এর ضمير কে ফায়েল বলবে। تنبيه مذکور مؤنث এবং هوضمير হলে واحد مذکر টি شبه فعل অর্থাৎ هوضمير আর جمع مؤنث হলে هوضمير আর هوضمير হলে فاعل বলবে। তারপর شبه فعل সাথে যুক্ত করবে। অতঃপর شبه فعل কে متعلق বলে (যদি থাকে) ও فاعل (যদি থাকে) নিয়ে جملة হয়ে বাক্যের অংশ হবে। যেমন :

(ক) **زيد ثابت في الدار** এর আসল হলো **زيد في الدار** (যায়েদ বাড়িতে আছে)।

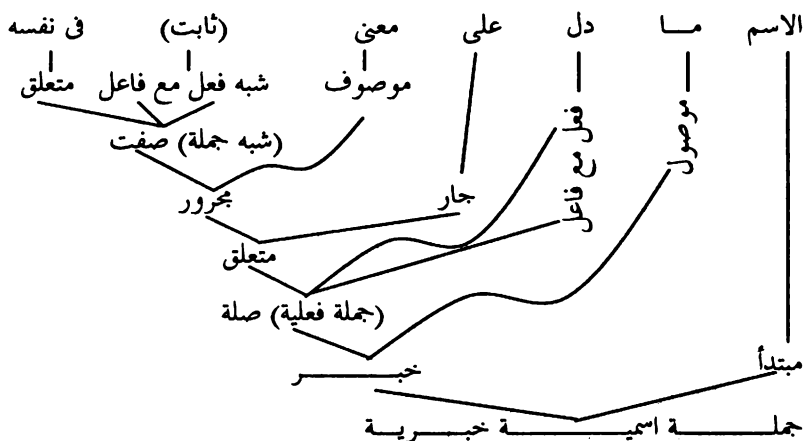
زيد موبتادا، ثابت شبيهه فعل، তার মধ্যে هوزمير ফায়েল, ب ہر فہ جہر،
ثابت شبيهه ا۔ ساتھ اے ثابت متعلق ہار مجرور ا۔ مازکوار الدار
خبر و مبتدا ا۔ خبر ہار فاعل و فاعل ہار فعل
میلے ہار اسمیہ ا۔

(২)। متعلق হবে এর সাথে فعل (১)। পাঁচটি সূত্র তারকীব এর جارمحরور
 হবে صلة (৫)। হবে حال (৪)। হবে صفت (৩)। হবে خير

(৫) متعلق এর সাথে فعل তার মধ্যে جار مجرور এর মধ্যে جملة فعلية (৫) থাকবে। যা একটু পূর্বে দেখানো হল।

(২) متعلق এর সাথে এর شبه فعل হলে جار مجرور এর মধ্যে جملیه اسمیه (২) الكتاب ثابت على -এর আসল হল- الكتاب على الطاولة যেমন: خير مبتدا (শبه جمله) خير । (বইটি টেবিলের উপর) الطاولة

(৩) **যেমন :** صفت হবে। متعلق এর সাথে فعل হবে جار مجرور এর পরে لفظ نكرة



(৪) جملہ اسمیہ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে টি جار مجرور হওয়ার দুটি ছরত। (ক) جملہ فعلیہ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে حال হবে। (খ) جملہ اسمیہ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে حال হবে।

(ক) جارجرور হয় যা উক্ত متعلق এর সাথে شبه فعل টি جارجرور তাহলে, তাহলে خبر হতে পারে না, متبدأ থেকে متبدأ হয়ে حال হবে।

اللفظية ثابتة منها -এর আসল ইবারত হলো- اللفظية ثابتة منها على نوعين
 (আমেনে লফজীসমূহ দু'ভাবে বিভক্ত)। منقسمة على نوعين

اللفظية	(ثابتة)	منها	(منقسمة)	على نوعين
نحو الحال	شبه فعل مع فاعل	متعلق	شبه فعل مع فاعل	متعلق
	(شبه جملة) حال		(شبه جملة) خبر	
	مبتدأ			
جملة اسمية خبرية				

এখানে এখানে টি ثابت এর সাথে متعلق হয়ে خبر নয়, বরং نوعين على হলো خبر
- কারণ এখানে এর মধ্যে ها যমীরের مرجع হলো عوامل। অতএব, এখানে উট
খবর হলে অর্থ হবে لفظة টি عوامل এর অন্তর্ভুক্ত। আর একথাটি পূর্বেই জানা
হয়েছে। কাজেই তা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে متكلم এর উদ্দেশ্য হলো
একথা বুঝানো যে, عوامل এর যে প্রকারটি لفظ এর অন্তর্ভুক্ত তা দুই প্রকার।
আর উক্ত ইবারত থেকে এই অর্থ বুঝা যাবে যদি এখানে কে على نوعين এবং حال
কে خبر বানানো হয়। সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে “ لفظة টি এমন অবস্থায় যে, উহা
عوامل এর অন্তর্ভুক্ত তা দুই প্রকার”।

উল্লেখিত সূরতে حال না হয়ে صفت হতে পারে। আর এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হল صفت বানালে محذوف টি معرفة মানতে হবে। আর حال হলে نكرة টি শিবে فعل মানতে হবে।

(খ) এর সাথে فعل উক্ত তعلق যার আসল جارমجرور এমন যদি এর পরে فعل (খ) শুদ্ধ নয়, তাহলে جارমجرور টি جارمجرور এর সাথে متعلق হয়ে حال হবে। যেমন: خرج راشد بعشيرته (রাশেদ তার আত্মীয়-স্বজনকে সাথে নিয়ে বের হলো)। এর আসল হলো- بعشيرته (মصاحبا) خرج راشد এখানে بعشيرته টি خرج ফেলের متعلق নয়। কারণ, তাহলে অর্থ হবে- রাশেদ তার আত্মীয়-স্বজন দ্বারা বের হলো। আর এ অর্থ ভুল। সুতরাং এটি حال হবে। এমনভাবে فاجتنبوا الرجس من الاوثان এর আসল হলো-

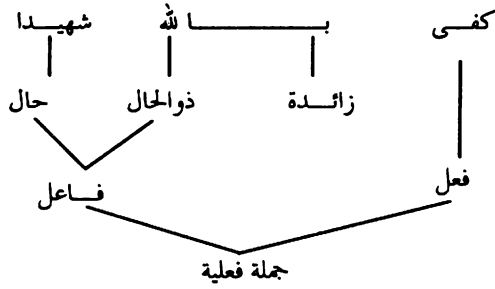
فاجتنبوا الرجس ثابتا من الاوثان

صلة متعلق হয়ে فعل এর সাথে جارমجرور হলে اسم موصول এর পরে اولئك الذين ثبتوا من اولئك الذين من قبلکم -এর আসল হলো اولئك الذين ثبتوا من قبلکم তারা ঐসকল লোক যারা তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

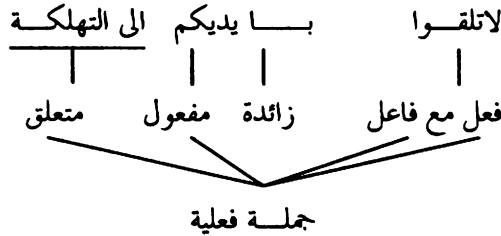
বিশেষ দ্রষ্টব্য : এর متعلق টি সাধারণতঃ পূর্বে থাকে, কিন্তু মাঝে মধ্যে পরেও হতে পারে। যেমন : الله بما تعملون خبير (তা'আলা) তোমরা যা কর, সে ব্যাপারে অবগত। এখানে عملون — خبير এর সাথে متعلق হয়েছে।

যে সময় স্থানে হরাকতের সাহায্য হয়

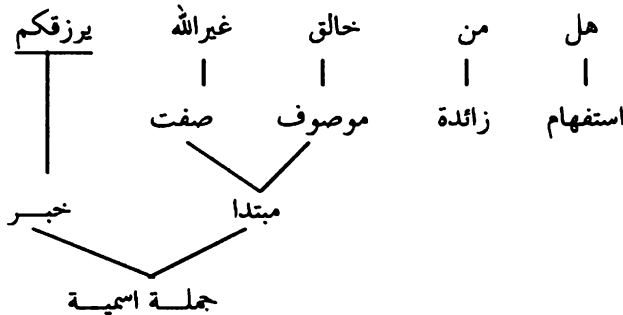
কোন কোন সময় جار টি زائد (অতিরিক্ত) হয়, অর্থাৎ عمل করবে ঠিক, কিন্তু এটিকে বাদ দিলে অর্থের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। আর তারকীবে তাকে মুতায়াল্লিক বানানো হবে না। এমনটি فاعل, مفعول, مبتدا ও خبر এই চারটি বিষয়ের শুরুতে আসতে পারে। নিম্নে উদাহরণসহ বিষয়গুলোর তারকীব প্রদান করা হল। (ক) كفى بالله شهيدا - আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। এখানে الله ফায়েলের শুরুতে ب যায়েদ আসছে।

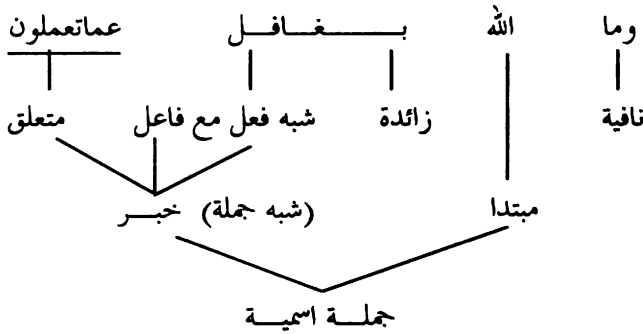


(খ) لاتلقوا بايديكم
তুমরা তোমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করোনা।



(গ) هل من خالق يرزقكم
আল্লাহ ছাড়া কোন্ সৃষ্টিকর্তা আছে কি যিনি তোমাদেরকে
রিয়িক দেন। এখানে যুবতাদার শুরুতে من যায়েদ আসছে।





ଅନୁଶୀଳନୀ

جارجور এর তারকীব সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিচের বাক্যগুলোর
তারকীব ও তরজমা কর :

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم — بسم الله الرحمن الرحيم — انعمت عليهم (الفاتحة)

ويشهد الله على ما في قلبه — من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من

ابواب الكبائر (الحاكم) ذهبت سمية الى المدرسة — جلس المعلم على الكرسي

وجلس التلاميذ على الفراش — ماجد في الغرفة وصديقه على السقف — في قلوبهم

مرض - ولهم عذاب اليم - بني الاسلام على خمس - حضر الاستاذ في الفصل

فسلم التلاميذ عليه ثم مسح تلميذ السبورة بالمساحة فكتب الاستاذ على السبورة

بالطباشير - وقال للتلاميذ انظروا الى كتابتي وفكروا فيها -

অনুশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

করীম সকালে মাদ্রাসায় যায় এবং বিকালে বাড়ি ফিরে। ছাত্র এবং শিক্ষক শ্রেনীকক্ষে প্রবেশ করলেন। শিক্ষক চেয়ারে বসলেন এবং ছাত্ররা বিছানার উপর বসল। মাজেদের পিতার দু'টি গাভী আছে। ইয়াছমিন মাছ দিয়ে খানা খেতে পছন্দ করে, আর বুশরা গোস্তু দিয়ে খানা খেতে পছন্দ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত্রে মদীনায়ে হিজরত করলেন। বালিয়া মাদ্রাসার একটি বড় পুকুর আছে। নাজিম খেলায় সফল কাম হয়েছে। কিন্তু সে পরীক্ষায় সফল কাম হয় নি।

অনুশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- ১। حرف جار এবং مجرور কাকে বলে? حرف جار কয়টি ও কি কি?
- ২। কয় ধরনের শব্দ مجرور হতে পারে? তার বিস্তারিত বিবরণ দাও।
- ৩। متعلق হবে? عار مجرور এর পূর্বে একাধিক فعل বা شبه فعل থাকলে কোন্টি متعلق হবে?
- ৪। متعلق টি فعل হবে তার এরাব, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি কিভাবে ধার্য হবে?
- ৫। جار مجرور এর তারকীব সূত্র কয়টি ও কী কী?
- ৬। কোন্ কোন্ স্থানে حرف جار অতিরিক্ত হতে পারে?

بيان المركب البنائى ومنع الصرف

- ১। فى الفصل ثلاثة عشر تلميذا শ্রেণীকক্ষে তেরজন ছাত্র আছে।
 يعمل العمال صباح مساء শ্রমিকগণ সকাল বিকাল কাজ করে।
 قدم التلاميذ فرد فرد ছাত্ররা একজন একজন করে আসল।
 حضرموت مدينة قديمة ২। হাজারা মাউত একটি প্রাচীন শহর।
 اسم دكا القلم جهانغيرنفر ঢাকার পুরাতন নাম জাহাঙ্গীর নগর।
 بشير مصباح كاتب ماهر বশীর মিসবাহ একজন দক্ষ লেখক।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের উদাহরণে , صباح مساء , এই মুরাক্কাব গুলো দু'টি ইসম দ্বারা গঠিত এবং এই মুরাক্কাব গুলো দু'টি ইসম দ্বারা গঠিত এবং ۸ عشر ۸ এর আসল ইসম দু'টির মাঝে একটি করে واو গোপন আছে। যথা : صباح مساء এর আসল ছিল صباحا و مساء ছিল ۸ عشر ۸ এবং ثلاث و عشر ছিল ۸ عشر ۮ মুরাক্কাব গুলোকে مركب بنائى বলে।

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণে , حضرموت جهانغيرنفر , এই مركب এই ইসম দু'টি ইসম দ্বারা গঠিত। তবে এগুলোতে দুই ইসম এর মাঝে واو গোপন নেই। এই مركب গুলোকে مركب منع صرف বলে।

তাহলে এখন বলা যায় যে, যদি দু'টি ইসমকে যুক্ত করে এক ইসম এ পরিণত করা হয় এবং ইসম দু'টির মাঝে واو গোপন থাকে, তাহলে তাকে مركب بنائى বলে। আর যদি দু'টি ইসম এর মাঝে واو গোপন না থাকে তাহলে তাকে مركب منع صرف বলে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী দুই ইসম বিশিষ্ট অধিকাংশ ব্যক্তি, বস্তু ও স্থানের নাম গুলো مركب منع صرف এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন : (স্থানের নাম) সদর ঘাট, মুসিগঞ্জ, মুহাম্মদ নগর, নারায়ণগঞ্জ, রসূল পুর, জালালাবাদ, আরাম বাগ। (মানুষের নাম) হাসান মাহমুদ, আহমদ হুসাইন, মোহাম্মদ আলী, আজার ফারুক, ছুমাইয়া আজার, বুশরা খাতুন, রুনা ইয়াসমীন। (বস্তুর নাম) খেলাফত আন্দোলন, জাতি সংঘ, সাগর কন্যা (সিঁমার), উলকাবন (ট্রেন)।

اقسام المركب البنائي

মুরাকাবে বিনায়ীর প্রকারসমূহ

مركب بنائى آবার تين ভাগে বিভক্ত :

مركب من الحال (৩) مركب من الظرف (২) مركب من العدد (১)

مركب بنائى কে مركب بنائى গঠিত দ্বারা عدد দু'টি : مركب من العدد (১) বলে। আর এর আওতায় হল- এগার থেকে উনিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো।

مركب بنائى কে مركب بنائى গঠিত দ্বারা اسم ظرف দু'টি : مركب من الظرف (২) বলে। যেমন : صباح مساء : যেন (রাত্র-দিন), هنا هنا (এখানে সেখানে)।

مركب بنائى কে مركب بنائى গঠিত দ্বারা জ্ঞাপক ইসম দ্বারা গঠিত حال দু'টি : مركب من الحال (৩) বলে। যেমন : ذهب التلاميذ فرد فرد : (ছাত্ররা একজন একজন করে গেল)। قدم الحجاج زرافة زرافة (হাজীগণ দলে দলে আসল)।

اعراب المركب البنائي ومنع الصرف

মুরাকাবে বিনায়ী ও মানা'ছরফের এবার

এই সংখ্যাটি ব্যতীত তিন এর مركب بنائى (বার) اثنا عشر ও اثناعشر

اصول التوكيد وامثالها

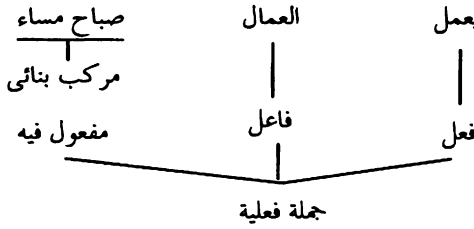
এই দুই প্রকার মুরাক্কাব মরক্ব গরিমফিদ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অন্যান্য
মরক্ব গরিমফিদ এর ন্যায় এ দুটিও তারকীবে মরফু' , মরসুব , মররুর ও মনসুব হতে
পারে। অতঃপর এ তিনটির আবার বিভিন্ন ছরত হতে পারে যা সামনে উদাহরণে
দেখা যাবে। তবে এ নিয়ম থেকে একটু ব্যতিক্রম হিসেবে মরক্ব বনায় এর
দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মরক্ব মন الظرف فيه সর্বদা মফু' হিসেবে মনসুব হয়।
কখনো মরফু' বা মররুর হয় না। নিচে বিভিন্ন ছরতের তারকীব পেশ করা হলঃ

উভয়টি মুরাক্কাব মরফু' হওয়ার উদাহরণ :

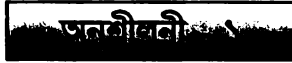
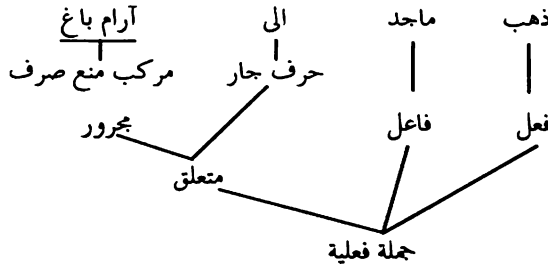
(ক) -পনের জন ছাত্র পরীক্ষায় সফলকাম
 হয়েছে। এখানে فاعل, خمسة عشر, বুঝাবে বেনারী মুমাইরাজ, تلميذا,
 জার। اماز الامتحان, হরফে যার, فاعل হয়েছে, و مميز
 ও مجرور মিলে মুতায়াল্লেখ। فاعل, متعلق, فاعل, فعل, مجرور
 মিলে جملہ فعلیہ হয়েছে।

উভয়টি মুরাক্কাব منصوب হওয়ার উদাহরণ :

(ক) শ্রমিকগণ সকাল বিকাল কাজ করে। - يعمل العمال صباح مساء



উভয়টি মুরাকাব মজরুর হওয়ার উদাহরণ :



নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

رئيس الجامعة الاسلامية معين الاسلام هاتمازاري احمد شفيق ، قبل استعلاء البريطانية على الهند - كان اسم دكا جهانغيرنغر ، رمى ماجد صحن الفاكهة - فانتشرت الفاكهة هنا هنا ، اقترب الاختبار فبدأ التلاميذ يقرأون ليل نهار ، يصير القمر مدورا وكاملا في خمسة عشر يوما ، بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله فوج فوج



নিচের বাক্যগুলো আৱবী কর :

কামরাসীৱ চরের পুরাতন নাম ছিল নবাব চর। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন জনাব পারভেজ মোশাররফ। মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত আত্মাহর ইবাদত করে। আর হিন্দুরা সকাল বিকাল মূর্তি পূজা করে। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় মানুষ দলে দলে ও একা একা যোগদান করে। শশমাহী পরীক্ষায় আঠার জন ছাত্র ফেল করেছে।

بيان الافعال الناقصة

১। (ক) ماجد تلميذ	মাজেদ একজন ছাত্র।
(খ) الولد شريف	ছেলেটি ভদ্র।
(গ) فاطمة مريضة	ফাতেমা অসুস্থ।
(ঘ) الماء عذب	পানি মিঠা।
২। (ক) كان ماجد تلميذاً	মাজেদ একজন ছাত্র ছিল।
(খ) صار الولد شريفاً	ছেলেটি ভদ্র হয়ে গেছে।
(গ) ليست فاطمة مريضة	ফাতেমা অসুস্থ নয়।

আলোচনা

১ নং সারির প্রতিটি مثال ই মর্যাদা বা মুবতাদা ও খবর দ্বারা গঠিত। হুবহু এই বাক্যগুলোই ২নং সারিতে রয়েছে। দুই সারির মূল বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্ প্রকার পরিবর্তন নেই। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ২নং সারির বাক্যগুলোর শুরুতে كان ، اصبح ، ليس ، صار ، ইত্যাদি একটি করে فعل রয়েছে। আর ১নং সারির বাক্যগুলোতে مبدء و خبر ছাড়া আর কিছু নেই। এবার দেখা যাক এ ফেয়েলগুলোর আগমনের কারণে কোন্ পরিবর্তন ঘটেছে কি না? হ্যাঁ দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। (১) শব্দগত। (২) অর্থগত। শাব্দিক পরিবর্তন হল, আগে مرفوع টি مبدء و خبر উভয়টি رفع বিশিষ্ট ছিল। আর এখনও مبدء টি مرفوع রয়ে গেছে ঠিক, কিন্তু خبر টি منصوب হয়েছে। অর্থগত পরিবর্তন হল, আগে অর্থ ছিল- মাজেদ ছাত্র, ছেলেটি ভদ্র। আর এখন অর্থ হয়েছে- মাজেদ ছাত্র ছিল, ছেলেটি ভদ্র হয়েছে।

এই فعل গুলোকে افعال ناقصة বলে। তাহলে এখন বলা যায় যে, যে সমস্ত فعل মুবতাদা ও খবরের শুরুতে এসে مبدء কে رفع ও خبر কে نصب প্রদান করে তাকে افعال ناقصة বলে।

নামকরণের কারণ

দ্বিতীয় পাঠক! সাধারণ فعل সমূহ এবং এই فعل গুলোর মাঝে একটু পার্থক্য লক্ষ্য কর। সাধারণ ফে'ল নিজ معنى مصدرى কে তার فاعل এর জন্য সাব্যস্ত করে। যেমন: خالد نام এখানে نام ফে'ল তার معنى مصدرى কে خالد ফায়েলের জন্য সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ناقص فعل নিজ معنى مصدرى কে বা فاعل এর জন্য ثابت করে না। বরং অন্য কোন وصف কে বা معنى مصدرى কে নিজ فاعল এর জন্য ثابت করে। যেমন: كان ماجد تلميذاً : যেমন: كان ماجد تلميذاً : معنى بابت কে কون ارفاৎ معنى مصدرى এর জন্য (فاعل) معنى بابت কে تلميذ ارفاৎ জিনিস ارفাৎ معنى مصدرى ছাড়া অন্য একটি জিনিস ارفাৎ تلميذ কে بابت করেছে। তাহলে যেহেতু এগুলো সাধারণ فعل তথা فعل تام এর সমতুল্য عمل করল না। বরং তার থেকে কম করেছে, সেহেতু তাকে فعل ناقص বলে। অতএব, এখন বলা যায় যে, এ فعل গুলো عمل এর ক্ষেত্রে فعل تام এর সমপর্যায় না হওয়ার কারণে افعال ناقصة বলে। তবে কোন্ কোন্ নাহবিশারদ এটিকে ভিন্নরকম বলেন। তাদের মন্তব্য হল, فعل تام যেমনিভাবে তার مسند اليه ارفাৎ مسند اليه এর সাথে মিলে বাক্য পূর্ণ হয়ে যায়। তেমনিভাবে এই فعل গুলো শুধু مسند اليه এর সাথে মিলে পূর্ণ হয় না, বরং خبر এর প্রয়োজন হয়। এ কারণে এগুলোকে افعال ناقصة বলে।

عبارات الافعال الناقصة

অসম্পূর্ণ ফে'ল সমূহের সংখ্যা ও তার ব্যবহার

মোট ১৭ টি افعال ناقصة এর সংখ্যা ও অর্থ :

كان ، صار ، أصبح ، امسى ، اضحى ، ظل ، بات ، مادام ، مازال ،
مابرح ، مافى ، مانفك ، ليس ، عاد ، اض ، غدا ، راح —

তবে অনেক নাহবিদগণের নিকট শেষের চারটি فعل ناقص নয়, বরং এ চারটি فعل تام - তাহলে তাদের নিকট افعال ناقص এর মোট সংখ্যা তেরটি হবে।

(১) كان - একথা বুঝায় যে, তার خبر টি مبتدأ এর জন্য অতীতকালে বিদ্যমান ছিল, বর্তমান কালে নেই। যেমন : كان الولد مريضاً ছেলেটি অসুস্থ ছিল।

(২) صار - একথা বুঝায় যে, তার مبتدأ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যেমন: صار الرجل غنياً লোকটি ধনী হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে দরিদ্র ছিল। সে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে এখন ধনী হয়েছে।

صار এই চারটি - راح (৬) غدا (৫) آض (৪) عاد (৩) এর সমার্থক। অর্থাৎ صار এর মতো مبداء পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তন হয়ে অন্য অবস্থা ধারণ করা বুঝায়। অতএব, راح ও এই চারটির উদাহরণ একই হবে।

(৭) ليس - একথা বুঝায় যে, خبر টি مبتدأ এর জন্য সাব্যস্ত হয়নি এবং তার সাথে বিদ্যমান নেই। যেমন: ليس كريم -করীম হাফেজ নয়।

(৮) أصبح (অর্থ- সকাল) থেকে মুশতাক।

(৯) امسى (বিকাল) থেকে মুশতাক।

(১০) اضحى (দ্বিপ্রহর) থেকে মুশতাক।

(১১) ظل (দিবস) থেকে মুশতাক।

(১২) بات (রাত্রি যাপন করা) থেকে মুশতাক।

এই পাঁচটির প্রতিটি একথা বুঝায় যে, তার خبر টি مبتدأ এর সাথে নিজ নিজ সময়ের মধ্যে ঘটেছে। সুতরাং زيد مريض এর শুরুতে أصبح যোগ করে أصبح زيد বলে, অর্থ হবে যাকেদ সকাল বেলা অসুস্থ হয়েছে।

(১৩) مادام - যতক্ষণ পর্যন্ত। এটি দুই বাক্যের মাঝে আসে এবং একথা বুঝায় যে, পরবর্তী বাক্যের خبر যতক্ষণ পর্যন্ত مبتدأ এর জন্য বিদ্যমান থাকবে,

তহতর্ম মাদাম خلقك : যেমন :
তোমাকে সম্মান করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার চরিত্র মহৎ থাকবে।

فعل চারটি এ مافتئ (১৭) مانفك (১৬) مازال (১৫) مايرح (১৪)
একথা বুঝাবে যে, যখন থেকে خیر টি مبتدأ এর জন্য ছাবেত হয়েছে, তখন থেকে অনবরত ছাবেতই আছে। কোন্ সময় বন্ধ বা বিলুপ্ত হয়নি। অথবা কোন্ কমতি হয়নি। যেমন: مازال المريض نائما -রুগী অনবরত ঘুমাচ্ছে। مانفك النار المشتعلة -আগুন জ্বলতেই আছে।

افعال الناقصة التامة

পূর্ণ ফে'ল হিসেবে ব্যবহৃত ফে'লে নাকেহসমূহ

تام কখনো কখনো فعل কথনো কথনো فعل ব্যতীত বাকি সবকয়টি فعل কখনো কখনো ليس হয়। অর্থাৎ শুধু فاعل দ্বারা বাক্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়, خیر এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। তখন এই فعل গুলোকে ناقص বলা হবে না এবং مبتدأ ও خیر جمله فعلية হয়ে تركیب হবে না; বরং فعل ও فاعল হিসেবে تركیب হবে না; সে ক্ষেত্রে ناقص থাকা অবস্থায় যে অর্থে ব্যবহার হয়েছে, সে অর্থ আর থাকবে না। বরং ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন : كان المطر - বৃষ্টি হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : اصبح , امسى ইত্যাদি যে فعل গুলো সময়ের সাথে যুক্ত, এগুলোর গতানুগতিক অর্থ করা হয়, সকালে করল, বিকালে প্রবেশ করল, রাত্রে উপনীত হল- ইত্যাদি। অর্থগুলো কেমন যেন একটু আটকা আটকা ও অস্পষ্ট মনে হতে পারে। তাই একটু খোলাসা করে বুঝ।

এই فعل গুলো কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বা একা ব্যবহার হয় না, বরং আগে পরে কোন্ কথার সাথে মিলে ব্যবহার হয়। তখন কিন্তু এগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়েই বুঝে আসে। যেমন কোন্ মুছাফির রাত্রে ভ্রমণ করল কিন্তু রাতারাতি গন্তব্যে পৌছতে পারল না, সকাল হয়ে গেল। একথাটি বুঝাবার জন্য বলা হয়, سافر المسافر حتى

মুসাফির (রাত্রে) ভ্রমণ করতে থাকল, এমনকি ভোরে উপনীত হল।

অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত সফর অব্যাহত থাকল। এমনভাবে কারো সকালে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাবে যাবে করে আর যাওয়া হল না, ইতোমধ্যে বিকেল হয়ে গেল। তখন বলা হয়ঃ بل راح في الصباح -রাশেদ সকালে যায়নি, বরং বিকালে গেল।

(গ) পরিপূর্ণ গর্দান হবে, তা হল এই ছয়টি ব্যতীত বাকি সবগুলো।

মূল কথা

(১) যে সমস্ত فعل নিজ مصدری কে فاعل এর জন্য ছাবেত করে না।

বরং অন্য অর্থ কে فاعল এর জন্য ثابت করে তাকে ناقصة বলে। অথবা

(২) যে সকল فعل শুধু فاعল দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না বরং পূর্ণ কথা বুঝাবার জন্য خبر এর মুখাপেক্ষী হয় তাকে ناقصة বলে।

(৩) خبر ও رفع কে مبتدأ এবং শুরুতে আসে এবং فعل ناقص , فعل ناقص কে প্রদান করে।

(৪) غدا ، اض ، عاد নাহবিদ মোট ১৭টি। তবে কোন্ কোন্ নাহবিদ فعل ناقص হিসেবে মানেন না।

(৫) ليس এ তিনটি ব্যতীত বাকী সকল فعل কোন্ কোন্ সময় ও زال ، في এ তিনটি ব্যতীত বাকী সকল فعل হিসেবে ব্যবহার হয়।

(৬) مابرح ، مائفك ، مازال । হয না گردان এ দুটির কোন্ এ مادام ও ليس ও مضارع এর گردان হয়। আর এই ছয়টি ব্যতীত অবশিষ্ট গুলোর সব ধরনের گردان হয়।

اصول التركيب وامثالها

তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

ইতিপূর্বে مبتدأ ও خبر এর যে সমস্ত তারকীব সূত্র ও নিয়ম-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, এখানে ছব্ব্ব সেগুলোই প্রয়োগ হবে, কোন্ ধরনের ব্যতিক্রম হবে না। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে . পূর্বে مبتدأ ও خبر বলে تركيب হতো। আর এখন خبر এর فعل ناقص এর اسم এবং خبر কে اسم এর فعل ناقص কে مبتدأ তবে অধিক সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য নতুন করে কিছু تركيب দেখানো হচ্ছে।

(১) তার فقيرا এবং اسم তার ماجد নাকেস كان - كان ماجد فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)
তার فقيرا اسم তার ماجد নাকেস كان - كان فقيرا (১)

(২) نائما তার المريض نائما - بات المريض نائما
তার المريض نائما তার اسم ও خبر এর সাথে मिलে اسمية হয়েছে।

(৩) تامل হওয়ার উদাহরণ :

كان	الامير
فعل	فاعل
فاعل	فاعل
جملة فعلية	جملة فعلية

(৪) কোন্ কোন্ সময় كان ও صار -র মধ্যে উহা থাকে, যা اسم হবে এবং পরবর্তী অংশ جملة হয়ে خبر হবে। যেমন :

زيد	كان
مبتدأ	فعل ناقص
خبر	هو ضمير شان
جملة اسمية	اسم كان
خبر كان	جملة اسمية

(৫) উহ্য থাকলে তা উল্লেখ করে তারকীব করবে, যেমনঃ
 سرمسرعا ان هآهه اسل هآارآ هآهه اسل راکبا وان ماشيا
 کنت راکبا وان کنت ماشيا - তুমি জলদি চল, চাই তুমি আরোহী হও
 আর পায়দল হও।

অনশীলনী ১

নীচের বাক্যগুলোর তারকীব ও উরজমা কর :

وكان فضل الله عليك عظيما (النساء) فاصبحتم بنمته اخوانا (آل عمران) ليسوا
 سواء (آل عمران) واصبح فؤاد ام موسى فارغا (القصص) كنتم خير امة اخرجت
 للناس (آل عمران) والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما (الفرقان) قالوا نعبد اصناما
 فنظّل لها عاكفين (الشعراء) واذا بشر احدهم بالا نثى ظل وجهه مسودا (الزخرف)
 قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى كافرا
 ويصبح مؤمنا -

অনশীলনী ১

নীচের বাক্যগুলো আরবী কর :

খালেদ একজন ছাত্র ছিল। ফাতেমা একজন শিক্ষিকা হয়েছে। মাজেদ
 অভদ্র নয়। ফাতেমা একমাস পূর্বে মাদ্রাসার ছাত্রী ছিল এখন সে মাদ্রাসার
 শিক্ষিকা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সদা সর্বদা সকল জিনিষের উপর
 শক্তিশালী। করীম অসুস্থ অবস্থায় রাত্রি যাপন করল এবং সুস্থ অবস্থায়
 সকাল করল। আয়শার আম্মা একজন দর্জিনী ছিলেন এখন তিনি একজন
 গৃহিনী হয়েছেন। ছাহাবারা যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তট্টরা ধর্ম পালনে
 স্বাধীন ছিলেন না। আর যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তারা
 স্বাধীন হয়ে গেলেন। আমি যখন ঐ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম তখন এই
 মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলাম।

بيان افعال التعجب

আশ্চর্যবোধক ফে'ল সমূহের বয়ান

- ১। (ক) ما احسن زيدا যায়েদ কতইনা সুন্দর!
 (খ) ما اقبح المنظر দৃশ্যটি কী যে কুশ্রী!
- ২। (ক) احسن يزيد যায়েদ কতইনা সুন্দর!
 (খ) اقبح بالمنظر দৃশ্যটি কী যে কুশ্রী!
- ৩। (ক) ما اقل مساعدة তার অনুদান কত নগণ্য!
 (খ) اقبح بعرج الرجل লোকটির ল্যাংড়াত্ব কত কদর্য!
- ৪। (ক) الطريق ما اشد ازدهامه ওহ রাস্তায় কত যে ভিড়!
 (খ) البنت ما اجمل ابتسامه মেয়েটির মুচকি হাসি খুব চমৎকার!

আলোচনা

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম উদাহরণ দু'টির দ্বারা জায়েদের সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে উভয় ভাগের দ্বিতীয় উদাহরণ দু'টি দ্বারা দৃশ্যটির মন্দ ও কদর্যতা সম্পর্কে বিস্ময় ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এরূপ ভাবে যে فعل দ্বারা কোন্ ভালো- মন্দ, দোষ- গুণ সম্পর্কে বিস্ময়, মুগ্ধতা বা ঘৃণা প্রকাশ করা হয়, তাকে فعل تعجب বলে।

اوزان افعال التعجب وطريقة استعمالها

আশ্চর্যবোধক ফে'লসমূহের ওজন ও তার ব্যবহার পদ্ধতি

এবার فعل تعجب এর ওজন নিয়ে আলোচনা করা যাক। উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম ভাগের সব কটি ফে'ল ما افعল এবং দ্বিতীয় ভাগের সব কটি ফেয়েল ب افعল এর ওজনে গঠিত হয়েছে। এ দু'টি ওজনই تعجب এর জন্য নির্ধারিত। অর্থাৎ রং এবং দোষ- গুণমুক্ত مجرد ثلاثي এর যে কোন্ وصف সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে এ

وصف টিকে مافعل অথবা ب افعল এর ওজনে আনতে হবে। অতঃপর صاحب الوصف অর্থাৎ যার গুণ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় উহা مافعل এর পরে منصوب এবং ب افعল এর পরে مجرور আনতে হবে।

!سادا كى رڻ ڪاپڙي- ما اشد بياض الثوب

চতুর্থ ভাগের উদাহরণে দেখা যায় যে, صاحب وصف কে পূর্বে উল্লেখ করে তার طریق ما شاء ازدهامه : যেমন : تعجب করা হয়েছে। যেমন : صاحب وصف সম্পর্কে تعجب করা হয়েছে। যেমন : تعجب প্রকাশের এটিও একটি ভরীকা রাস্তার ভিড় কতইনা বেশি। হ্যাঁ تعجب প্রকাশের এটিও একটি ভরীকা যে, صاحب وصف কে تعجب সূচক বাক্যের শুরুতে আনা হয় এবং বাক্যের মধ্যে ضمير এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি থাকে। তখন তারকীবে صاحب وصف কে مبتدا বলা হয় এবং বাকি সব মিলে خبر হয়।

صاحب وصف এর জন্যও হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে مونث , تثنيه , جمع

এর فعل تعجب কিন্তু হতে থাকবে। কিন্তু مؤنث ও তন্থিহ , جمع .
ওজন দু'টি অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন :

ماحسنهما , احسن بهن , مااحسن الرجلين , مااحسن فاطمة , احسن بها ,
مااحسنهن , احسن بالرجال

তবজমার নিয়ম

আরবী ভাষায় فعل تعجب এর ওজন দু'টির বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ যাই হোক না কেন, এ দু'টিকে আশ্চর্যবোধ ও বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য গঠন করা হয়েছে। অতএব, বাংলা ভাষায়ও এ দু'টির এমনভাবে অর্থ করতে হবে, যা দ্বারা আশ্চর্যবোধ ও বিস্ময় প্রকাশ পায়। সুতরাং مااحسن زيداً ও احسن يزيد এর অর্থ হবে 'যায়েদ কতইনা সুন্দর' এমনভাবে বাংলাতে কী সুন্দর, কত ভালো, ওহ! কী চমৎকার, আহ! কী সুন্দর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও تعجب বাক্যের অর্থ করা যাবে।

মূলকথা

(ক) যে فعل দ্বারা কোন্ দোষ বা গুণ সম্পর্কে বিস্ময় বা আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়, তাকে تعجب বলে।

(খ) এর ওজন দু'টি ثلاثى مجرد বিহীন عيب ও لون

افعل ب (২) ماافعل (১)

(গ) فعل কিন্তু হতে পারে। তন্থিহ ও جمع , مؤنث টি صاحب وصف (গ) অপরিবর্তিত থাকবে।

(ঘ) فعل এর পূর্বেও হতে পারে। টি صاحب وصف (ঘ)

اصول التركيب وامثالها

তারকীবের নিয়ম ও তার উদাহরণ

এবং 'ما' শব্দটির চার অর্থ হতে পারে। এমতাবস্থায় বা কাক্যটিতে ব্যবহৃত 'ما' শব্দটির চার অর্থ হতে পারে। যথা :

احسن زيداً এবং مبتدأ টি اى شئى তারকীব হলে অর্থ اى شئى (১) জুমলায়ে خبر হয়ে فعلیه হবে।

(২) صله হবে। অতঃপর
میلے مبتدأ এবং شیئ عظیم খবর মাহজুফ হবে।

(৩) خبر হবে। احسن زيداً এবং مبتدأ شیئ عظیم

(৪) জুমলা احسن زيداً এবং خبر হবে। اسم تام
হয়ে خبر হবে।

فعل ماضى অর্থ দিবে কিন্তু فعل امر متعدى যদিও احسن এখনে يزيد
ঠিক, حرف جر এটি ب আর, অর্থান্ حسن ফেয়েলের অর্থ দিবে। আর لازم
কিন্তু ধরা হবে। زيد এটি ফায়েল। অতঃপর فعل ও فاعল মিলে جملة فعلية
হবে। নিম্নে প্রতিটির উদাহরণ পেশ করা হলো।

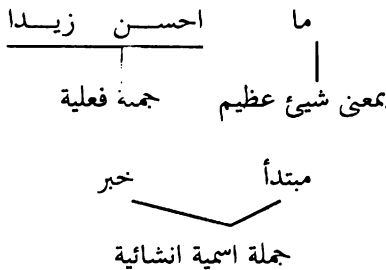
(১) ما - ای شیئ - এর অর্থ হলো তার তারকীব।

তার ফেল احسن . مبتدأ হয়ে অর্থই ای شیئ এটি ما , ما احسن زيداً
মধ্যে যমীর ফায়েল, زيداً মাফউলে বিহী। অতঃপর فعل , فاعل ও مفعول به
মিলে جملة اسمية تعجيبية হয়ে خبر হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে
হয়েছে।

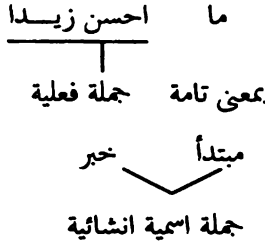
(২) الذی - এর অর্থ হলো তার তারকীব।

ইহুমে মাউছুল احسن زيداً জুমলা হয়ে صله মাউছুল ও ছেলাহ
মিলে جملة اسمية انشائية خبر ও مبتدأ (উহা) شیئ عظیم , مبتدأ

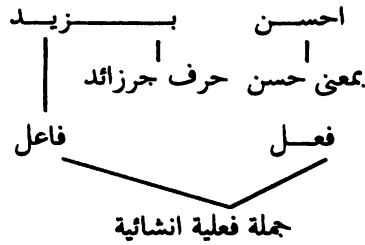
(৩) شیئ عظیم - এর অর্থ হলো তার তারকীবের উদাহরণ :



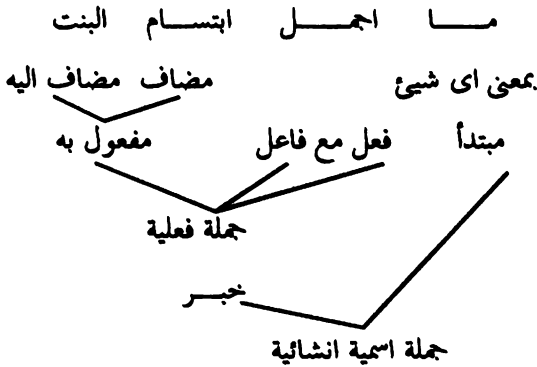
(৪) হলে তারকীবের উদাহরণ : তামে - মা (৪)



(৫) এর তারকীব : احسن يزيد (৫)



(৬) তার উদাহরণ হলে تعجب দ্বারা غير ثلاثی مجرد (৬)



এ সূত্রাং এ তারকীবের ছব্ব্ব غير ثلاثی এর তারকীব যুক্ত عيب ও لون

নিবে। এর তারকীবের নিয়মে غير ثلاثی مجرد দু'প্রকারকে

অনশীলনী

নীচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

فما اصرهم على النار (البقره) اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا (مريم) ما اجمال ان
يقال الحق دائما - ما اشد سواد الليل - ما اعجب انتصارك - ما اعذب تغريد
العصافير - اجدر بان يعاقب السارق - الطريق ما اشد ازدهامه - ما اسرع كلام
الخطيب - ما اشهر الجامعة - اشدد بيباض الثوب -

অনশীলনী

নীচের বাক্যগুলো আরবী কর :

খালেদ কতইনা সুন্দর! মাজেদ কী লম্বা! দৃশ্যটি খুব চমৎকার! সততা কতইনা
প্রিয়! সত্যকথা বলা কী যে কঠিন! মাদ্রাসার দৃশ্য কী সুন্দর! মসজিদের মিনার
কতইনা উঁচু! চডুই পাখির ডাক কত যে মধুর! কী গরম! আয়েশার হার কতযে
দামী! কত জঘন্য কথা! কী মজার গোস্ত! বই কী প্রিয় বন্ধু! ওহ! তুমি যে কত
বড় কৃপণ!

অনশীলনী

প্রশ্নমালা :

১। কাকে বলাে افعال تعجب?

২। এর ওজন কয়টি ও কি কি?

৩। اعراب এর صاحب وصف বাক্যে تعجب?

৪। صاحب وصف কে যদি تعجب বাক্যের পূর্বে আনা হয়, তাহলে সে
তারকীব কি হয়?

৫। প্রকাশের পদ্ধতি মোট কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও?

৬। অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে " ما " এর সম্ভাব্য চারটি ছুরতের ভিন্ন ভিন্ন তারকীব
কর?

بيان افعال القلوب

- ১। (ক) النصر قريب সাহায্য নিকটবর্তী।
 المال نافع সম্পদ উপকারী।
 ظننت النصر قريبا আমি ধারণা করেছি যে সাহায্য নিকটবর্তী।
 حسبت المال نافعا আমি মালকে উপকারী ধারণা করেছি।
- ২। (ক) الصلاح وسيلة النجاح যোগ্যতা সফলতার মাধ্যম।
 الصدق منج سততা মুক্তিদাতা।
 علمت الصلاح وسيلة النجاح আমি যোগ্যতাকে সফলতার মাধ্যম
 বিশ্বাস করেছি।
 وجدت الصدق منجيا আমি সততাকে মুক্তিদাতা বিশ্বাস করেছি।
- ৩। (ক) على شجاع আলী বীর পুরুষ।
 زعمت عليا شجاعا তুমি আলীকে বীরপুরুষ ধারণা করেছ।

আলোচনা

উপরে উদাহরণগুলো তিন ভাগে বিভক্ত, যার প্রতিটি আবার (ক) ও (খ) এ-বিন্যস্ত (ক) এর প্রতিটি উদাহরণ جملة اسمية অর্থাৎ مبتدأ ও خبر দ্বারা গঠিত। অবিকল এই বাক্যগুলোই (খ) এর মধ্যেও ব্যবহার হয়েছে। তবে তার ধরন একটু ভিন্ন। (ক) এর বাক্যগুলোতে مبتدأ ও خبر এর শুরুতে কোন শব্দ নেই। আর (খ) এর প্রতিটি বাক্যের শুরুতে একটি করে এমন فعل রয়েছে যা مبتدأ ও خبر উভয়টি কে مفعول به হিসেবে نصب প্রদান করেছে। এই فعل গুলোকে بياان افعال قلوب বা অন্তরক্রিয়া বলে।

افعال القلوب এর সংখ্যা ও প্রকারভেদ

افعال قلوب যুক্ত উদাহরণগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের উদাহরণগুলো مبتدأ এর خبر টি خیر، ظننت، جنی سندهی یুক্ত বা অনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বুঝায়, তাহলে এই তিনটি فعل ব্যবহার হয়। অতএব, এই তিনটি فعل কে افعال الظن বলে। আর দ্বিতীয় ভাগের বাক্যগুলো علمت، رأيت و وجدت، এই তিনটি فعل দ্বারা গঠিত। যদি خبر টি مبتدأ এর জন্য یقین ও নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বুঝায়, তাহলে এই তিনটি فعل ব্যবহার হয়।

সুতরাং এই তিনটি فعل কে افعال یقین বলে। আর তৃতীয় ভাগে زعمت দ্বারা মাত্র একটি বাক্য রয়েছে। خبر টি مبتدأ এর জন্য সندهয়ুক্তভাবে সাব্যস্ত হোক অথবা সندهয়ুক্তভাবে সাব্যস্ত হোক। উভয় ছুরতে এই فعل টি ব্যবহার হয়। সুতরাং এটিকে افعال یقین و الظن مشترك বলে। কোন্ কোন্ নাহু বিশারদের মতে افعال یقین ও فعل দু'টি (জানাল) دری (পেল) الفی এর অন্তর্ভুক্ত এবং افعال ظن - فعل দু'টি - حجا ধারণা করল ও গণনা করল এ দু'টি فعل এর অন্তর্ভুক্ত। সে মতে افعال قلوب এর মোট সংখ্যা হলো এগারটি।

طريقة الاعمال

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গুলো مبتدأ ও خبر এর শুরুতে এসে ثلاثی হিসেবে উভয়টিকে نصب প্রদান করে। উপরন্তু এগুলোকে مفعول به কে পরিবর্তন করে باب افعال এ রূপান্তর করলে তিনটি مفعول به চায়। যেমন : اعلمت زيدا عمروا فاضلا : আমি যায়েদকে অবগত করলাম যে, ওমর একজন বিদ্বান। অপর দিকে কোন্ কোন্ فعل এর ক্ষেত্রে এমনও দৃষ্টিগোচর হতে পারে যে, শুধু একটি مفعول নিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। হ্যাঁ এমনটি হতে পারে, তবে তখন আর فعل টি افعال قلوب এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। বরং

সাধারণ فعل হিসেবে গণ্য হবে এবং অপর একটি فعل এর অর্থে ব্যবহার হবে। যেমন: رأيت زيدا আমি যায়েদকে দেখেছি। এখানে رأيت টি ابصرت টি علمت - اهتمت টি ظننت টি এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ঠিক এমনভাবে علمت টি وجدت টি اصبت এর অর্থে ব্যবহার হয়।

এর রহিত হওয়া

নিম্নোক্ত আট ছুরতে افعال قلوب এর عمل রহিত হয়, অর্থাৎ দু'টি مفعول به দু'টি নিম্নোক্ত আট ছুরতে افعال قلوب এর عمل রহিত হয়, অর্থাৎ দু'টি

- (১) زيد علمت قائم , যেমন: زيد علمت قائم
- (২) زيد قائم ظننت , যেমন: زيد قائم ظننت
- (৩) ضرب و حسب زيد : যেমন: ضرب و حسب زيد
- (৪) ان زيدا احسب قائم : যেমন: ان زيدا احسب قائم
- (৫) لست بمكرم احسب زيدا : যেমন: لست بمكرم احسب زيدا
- (৬) استفهام فعل : যেমন: استفهام فعل

علمت ازید عندك ام عمرو

- (৭) علمت ما زيد في الدار : যেমন: علمت ما زيد في الدار
- (৮) علمت لزيد قائم : যেমন: علمت لزيد قائم

মলকথা

- (১) যে পঞ্চমিয়ার পরিবর্তে অন্তর দ্বারা সংগঠিত হয় তাকে افعال قلوب বা অন্তরক্রিয়া বলে।
- (২) افعال اليقين , افعال الظن , افعال القلوب গুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, مشترك بين الظن واليقين

এ (৪) এই সমস্ত فعل কে, ثلاثی مجرر থেকে পরিবর্তন করে باب افعال
রূপান্তর করলে তিনটি مفعول به চায়।

(৫) আট অবস্থায় افعال قلوب এর عمل বাতিল হয়ে যায়।

جملة فعلية এর সাধারণ নিয়মেই افعال قلوب এর তারকীব হবে। তারকীবের নতুন কোন্ নিয়ম এখানে যুক্ত হবে না। অর্থাৎ সাধারণ جملة فعلية এর ক্ষেত্রে যেমন فعل مفعول ও فاعل، فعل مفعول গঠন হয় এবং একাধিক مفعول হলে প্রথম مفعول কে مفعول اول ও দ্বিতীয় مفعول কে مفعول ثانى বলে তারকীব যুক্ত করা হয়। এখানেও ঠিক একই নিয়মে তারকীব হবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল।

(১) মাফউলে, ফায়েল, ত ফায়েল, ক্বলব, ফেয়েলে علم - علمت, ফাযলা (১) আওয়াল, ফাযলা মাফউলে ছানী, ফেয়েল তার, فاعل ও উভয় مفعول কে নিয়ে جملة فعلية হয়েছে।

(2)

حسبت	المال	نافعا
فعل مع فاعل	مفعول اول	مفعول ثان
جملة فعلية		

(٥)

অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলোর তারকীব ও তরজমা কর :

ووجدوا ماعملوا حاضرا (الكهف) ظننت خالدا قائما - ولا تحسبن الذين قتلوا في
سبيل الله امواتا (آل عمران) الفيت الاجتهاد مفتاح الفرج - قد وجدنا ماوعده ربنا
حقا (الاعراف) - وتحسبهم ايقاظا وهم رقود - يرى التلاميذ الاساتذة اصدقاء
ورحماء - يحسب الكافر المال ربا. ويحسب المؤمن المال شيئا نافعا -

অনশীলনী - ২

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

আমি মাজেদকে বিদ্যান ধারণা করি। কাফের সম্পদকে ভগবান মনে করে, আর
মুসলমান সম্পদকে একটি প্রিয় বস্তু মনে করে। শিক্ষক ছাত্রকে আপন ছেলের
মত মনে করে। তুমি আমাকে সত্যবাদী ধারণা করেনি। ফাতেমা আমেনাকে
বান্ধবী বিশ্বাস করেছে। আমি পরিশ্রমকে সচ্ছলতার উপায় মনে করেছি।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

(ক) افعال قلوب কাকে বলে?

(খ) এই فعل গুলোকে افعال قلوب বলে কেন নাম রাখা হয়েছে।

(গ) افعال قلوب কত প্রকার ও কি কি?

(ঘ) এই فعل গুলো কি عمل করে?

(ঙ) কোন অবস্থায় এগুলোর عمل বাতিল হয়ে যায়?

(চ) افعال قلوب গুলো কখন তার বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয়ে সাধারণ فعل এর
অন্তর্ভুক্ত হয়?

بيان افعال المدح والذم

প্রশংসা ও নিন্দাসূচক ফেলসমূহের বয়ান

- ১। (ক) نعم الرجل موسى খুব ভাল লোক মুসা।
 (খ) بئس الناس فرعون নিকৃষ্ট লোক ফিরাউন।
- ২। (ক) نعمت صديقة المرأة الخياطة মহিলাদের উত্তম বান্ধবী সেলাই কাজ।
 (খ) ساء خلق الناس الخيانة মানুষের দুঃচারিত্র খেয়ানত করা।
- ৩। (ক) نعم ما درست الدين তুমি সুন্দর শিক্ষা দীন শিখেছ।
 (খ) ساء ما حصلت الكسل অলসতা মন্দ যা তুমি অর্জন করেছ।
- ৪। (ক) نعم وطننا بنغلاديش চমৎকার দেশ বাংলাদেশ।
 (খ) ساءت صديقة زليخا খারাপ বান্ধবী জুলাইখা।
- ৫। (ক) حبذا الصدق في الكلام কথার মধ্যে সততা প্রশংসনীয়।
 (খ) لاحبذا البخل কৃপণতা ভাল নয়।

আলোচনা

উপরোক্ত উদাহরণগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে আবার ‘ক’ ও ‘খ’ দু’টি অংশ রয়েছে। এ উদাহরণগুলোতে সর্বমোট পাঁচটি فعل ব্যবহার হয়েছে। তাহলো- لاحبذا ، حبذا ، ساء ، بئس ، نعم

এ গুলো দ্বারা কারো প্রশংসা বা নিন্দা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমনঃ প্রথম ভাগের ‘ক’ এর বাক্যটি نعم الرجل موسى - এর দ্বারা মুসার প্রশংসা করা হয়েছে। ‘খ’ এর বাক্যটি بئس الناس فرعون - এর দ্বারা ফিরাউনের নিন্দা বুঝানো হয়েছে। এই গুলোকে فعل مدح ও ذم বলে। এর মধ্যে نعم ও حبذا হলো فعل এর জন্য এবং এ দু’টি দ্বারা ‘ক’ এর সমস্ত উদাহরণগুলো গঠিত হয়েছে। لاحبذا ، ساء ، بئس এই তিনটি হল ذم এর জন্য এবং এই তিনটি فعل দ্বারা ‘খ’ এর সমস্ত উদাহরণগুলো গঠিত হয়েছে।

সেই সঙ্গে প্রতিটি উদাহরণে দু'টি করে বিশিষ্ট اسم معرفة রয়েছে। প্রথম مخصوص بالمدح বা فاعل الذم বা فاعل المدح কে اسم বা فاعل المدح বলে। এবং দ্বিতীয় اسم কে فاعل الذم বা فاعل الذم বলে। সুতরাং نعم الرجل موسى বাক্যে نعم হলো المدح বা فاعل المدح এবং موسى হলো الذم বা فاعل الذم।

أفعال المدح والذم

প্রশংসা ও নিন্দাসূচক ফায়েলের প্রকারসমূহ

فاعل টি معرفة হয়ে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হয় এবং উক্ত পাঁচ শ্রেণীর ভিত্তিতেই উপরোক্ত উদাহরণগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রথম ভাগের উদাহরণে فاعل টি যুক্ত اسم হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণে فاعل টি যুক্ত اسم এর দিকে مضاف হয়েছে।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণে ما ইসমে মাওছুলটি فاعল হয়েছে। চতুর্থ ভাগের উদাহরণে فاعল হলো هوضمير যা نعم ও بئس এর মাঝে উহ্য রয়েছে। কিন্তু هو যমীরের কোন্ مرجع উল্লেখ না থাকার কারণে فعل এর পরে نصب বিশিষ্ট একটি اسم কে اسم مميز হিসেবে আনা হয়েছে।

পঞ্চম ভাগের উদাহরণে ذا ইসমে ইশারাটি فاعল হয়েছে, যা لاحب এবং لاحب এর সাথে সংলগ্ন রয়েছে। অর্থাৎ حبذا এবং حبذا পুরোটি فعل নয়। বরং শুধু حب ও لاحب হলো فعل এবং ذا হলো তার فاعল যা থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। এবং উহা ছাড়া অন্য কোন্ اسم ও তার فاعল হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লেখিত উদাহরণসমূহ লক্ষ্য করলে আরো একটি বিষয় প্রতিয়মান হয় যে, সবগুলো ফেলই কিন্তু ماضى واحد غائب এর ছীগাহ। কোন্টিই تثنیه، جمع، حاضر، متكلم অথবা مضارع ইত্যাদি হয়। হ্যাঁ, এ ফেলগুলো جامد অর্থাৎ تثنیه، جمع، حاضر، متكلم ও مضارع ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত হবে না। فاعল দ্বিবচন, বহুবচন হলেও فعل এক বচনই থাকবে। অবশ্য প্রথম তিনটি শুধু ব্যবহার হয়।

তরজুমার নিয়ম

এখানে نعم এর অর্থ হল- চমৎকার, সুন্দর, উত্তম, প্রশংসনীয় ইত্যাদি। আর بئس এর অর্থ হল- কদর্য, খারাপ, নিন্দনীয়। যখন এ ফেয়েলগুলো পূর্ণ বাক্যে

मल कथा

(৪) فاعل مدح وذم যুক্ত প্রথম ইসমকে ইসমকে فاعل مدح وذم যুক্ত প্রথম ইসমকে (৪) فاعل مدح وذم যুক্ত প্রথম ইসমকে

اصول التكبیر وامثالها

نعم، الرجل فاعله ما داه، نعم الفاعل زيد
 তার ফاعল কে নিয়ে جمله হয়ে মাখছুছ বিলম্বাদাহ
 হয়ে جمله اسمية انشائية । অতঃপর যুবতাদা ও খবর মিলে

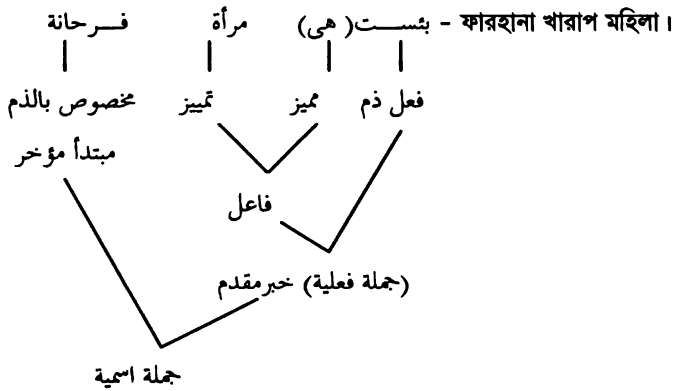
(খ) ابتداء ہওয়ার উদাহরণঃ

نعم الرجل زيد (مخصوص بالمدح مقدم) عখানে زيد نعم الرجل (مخصوص بالمدح مقدم) জুমলায়ে فعلية হয়ে খবর, যুবতাদা খবর মিলে جملة اسمية انشائية

(গ) দু'টি ভিন্ন ভিন্ন جملة হওয়ার উদাহরণ :

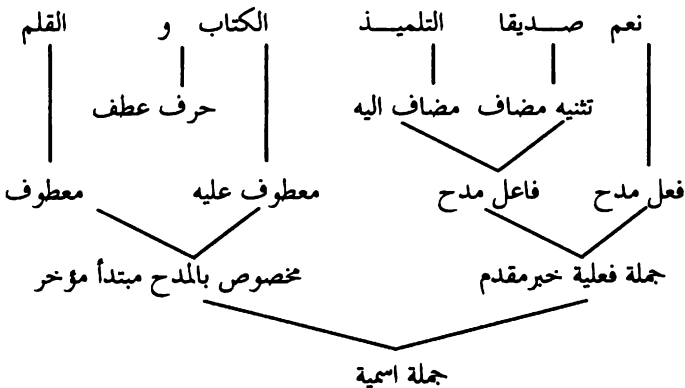
زيد نعم الرجل نعم الرجل الممدوح (مخصوص بالمدح مقدم) জুমলায়ে فعلية হয়ে ভিন্ন জুমলা এবং زيد نعم الرجل الممدوح (مخصوص بالمدح مقدم) এবং زيد نعم الرجل (مخصوص بالمدح مقدم) যুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছ।

(ঘ) ضمير مستتر টি فاعل হওয়ার উদাহরণ :

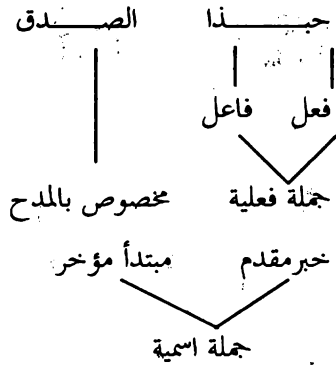


(ঙ) تنبيه هওয়ার উদাহরণ টি فعل وجمع :

। ছাত্রের দু'টি চমৎকার বন্ধু কিতাব ও কলম - نعم صديقا التلميذ عم صديقا التلميذ الكتاب والقلم



حبذا الصدق : হওয়ার উদাহরণ : اسم اشاره টি فاعل (চ)



(ছ) কখনো কখনো المدح بالمدح টি محذوف থাকে। তখন উহা ইবারত উল্লেখ করে তারকীব করতে হয়। যেমন : العبد انا وجدناه صابرا نعم العبد : যেমন করে তারকীব করতে হয়। যেমন : العبد انا وجدناه صابرا نعم العبد : ফায়েলের পরে ایوب শব্দটি উহা আছে, যা نعم এর بالمدح হয়েছে।

অনশীলনী

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير (آل عمران) - بئس المولى وبئس العشير (الحج) - نعم الخليفة عثمان - بئس الملك فرعون - ساء صاحب المال قارون - بئس غنيا هاملان - حبذا قاضيا على - نعم حافظا عبد المتين - حبذا تاجرا ابوحنيفة - بئس عالما غير عامل - لاحبذا علم السحر - بئس ما حصلت البخل - ساء خلق المرأة خيانة الزوج

অনশীলনী

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

মাজেদ খুব ভাল ছেলে। জয়নব মেয়েটি ভাল। ইমাম সাহেব কত দক্ষ বক্তা। নিকুট বাদশা ফেরাউন। কারুন খুব নিন্দনীয় ধনী। জুলাইখা মহিলাটি অসৎ। ওসমান (রা.) খুব নন্দীত খলিফা। মানুষের হাতের কামাই উস্তম উপার্জন। কিতাব ছাত্রের প্রিয় বন্ধু। অপব্যয় মানুষের খুব মন্দ অভ্যাস। মোহ্লা ওমর খুব ভাল প্রেসিডেন্ট।

بيان افعال المقاربة

- (১) (ক) كادت السفينة تغرق নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।
 (খ) يوشك المريض ان يبرأ অনতিবিলম্বে রুগী সুস্থ হবে।
 (গ) كرب المال ان ينفد অচিরেই সম্পদ শেষ হয়ে যাবে।
 (২) (ক) عسى ربكم ان يرحمكم আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর দয়া করবেন।
 (খ) حرى الغائب ان يحضر আশা করা যায় অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হবে।
 (গ) اخلوق المذنب ان يتوب আশা করা যায় পাপী তাওবা করবে।
 (৩) (ক) سرع الطفل يبكي ছেলেটি কান্না শুরু করেছে।
 (খ) جعل الخطيب يعظ বক্তা ওয়াজ শুরু করলেন।
 (গ) اخذ الثوب يلى কাপড়টি পুরাতন হওয়া আরম্ভ করেছে।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোর প্রতিটি বাক্য এমন একটি فعل দ্বারা আরম্ভ হয়েছে যার পরে একটি করে جملة اسمية অর্থাৎ মুবতাদা ও খবর রয়েছে। অতঃপর فعل টি نصب কে খবর এর ন্যায় مبتدا কে তার اسم রূপে رفع এবং خبر কে খবর প্রদান করেছে। আর একটি বিষয় হলো যে, প্রতিটি فعل এর خبر ই مضارع فعل দ্বারা হয়েছে। এ গুলোকে مقاربة افعال বলে। এগুলো কয়েক প্রকারে বিভক্ত এবং অর্থের মধ্যেও কিছু ভিন্নতা রয়েছে বিধায় এগুলোর প্রকারসমূহ ও অর্থ ভিন্ন করে পেশ করা হলো।

প্রকারভেদ ও অর্থ

مقاربة افعال গুলো ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত :

প্রথম প্রকার : অর্থাৎ ঐ সমস্ত فعل যার দ্বারা خبر টি مبتدا এর জন্য অনতিবিলম্বে ثابت হওয়া বুঝায়। যেমন : كاد زيد يخرج - অচিরেই জায়েদ

বের হবে। এ রকম فعل হলো তিনটি- كاد ، كرب ، اوشك এর প্রতিটির অর্থ হবে অচিরেই, অনতিবিলম্বে, উপক্রম হলো, নিকটবর্তি হলো।

দ্বিতীয় প্রকার : অর্থাৎ ঐ সমস্ত فعل যার দ্বারা একথা বুঝায় যে, مبتدا টি خبر এর জন্য সাব্যস্ত হওয়ার আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন: عسى الضيق ان ينفرج (আশা করা যায় যে, সংকট দূর হয়ে যাবে) এধরনের فعل ও তিনটি , حرى ، عسى ও اخلو لى এগুলোর অর্থ হবে আশা করা যায় যে, আকাংখা করা হচ্ছে যে, আশা করছি যে, এ প্রকারের অপর নাম হলো افعال الرجاء অর্থাৎ আশা বা আকাংখা প্রকাশক فعل সমূহ।

তৃতীয় প্রকার : অর্থাৎ ঐ সমস্ত فعل যার দ্বারা একথা বুঝায় যে, خبر তার مبتدا এর অন্তর্ভুক্ত কাজটি আরম্ভ করেছে। যেমন : اخذ الا ستاذ ان يعلم الطلبة - শিক্ষক ছাত্রদেরকে পড়ানো শুরু করেছেন। এ প্রকারের فعل আটটি। علق ، و انشأ ، اقبل ، طفق ، جعل ، شرع ، اخذ افعال এর অর্থ হবে, আরম্ভ করেছে, শুরু করেছে, করতে লাগল, এই প্রকারের অপর নাম হলো افعال التمام তথা আরম্ভ বা শুরু করা অর্থ প্রকাশক فعل সমূহ। তাহলে এই আটটির সাথে পূর্বের ছয়টি মিলিয়ে এ যাবৎ فعل হল ১৪টি। তবে কোন্ কোন্ নান্নবিশারদের মতে افعال التمام এই চারটি ও شروع و هب ، انبر ، ابدأ এর অন্তর্ভুক্ত। সে মতে افعال مقارنة এর মোট সংখ্যা হবে আঠারটি।

প্রকারভেদের এই আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের নাম ও অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তা সত্যেও অধিকাংশ সময় تسمية الكل باسم جزئه এই অনুযায়ী তিনটিকে একত্রে افعال مقارنة বলা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি

بصرفه استعمال کے لیے : افعال مقاربتہ

- (১) ان দ্বারা টি فعل مضارع হবে অতঃপর اسم একটি فعل مقارب এর ব্যবহার হবে। যেমনঃ عسى زيد ان يخرج
- (২) ان ছাড়া টি فعل مضارع হবে অতঃপর اسم একটি فعل مقارب এর ব্যবহার হবে। যেমন : عسى زيد يخرج
- (৩) ان ছাড়া فعل مضارع ব্যবহার হবে এবং اسم টি শেষে হবে। যেমন : عسى يخرج زيد
- (৪) ان দ্বারা فعل مضارع ব্যবহার হবে এবং اسم টি শেষে হবে। যেমন : عسى ان يخرج زيد

এই চার সুরতের প্রথম তিন সুরাতে افعال ناقصة গুলোকে ধরা হয়। এবং পরবর্তী اسم টি مبتدأ আর فعل مضارع টি جمله হয়ে خبر হয়। আর চতুর্থ ছুরতে افعال مقاربة কে افعال تامه ধরা হয়। সুতরাং তখন فعل مضارع টি جمله হয়ে فعل مقارب এর فاعل হবে। আর এমন হয় তিনটি। যথা :

۱- اخلولق ، اوشك ، عسى

सत्य वक्ता

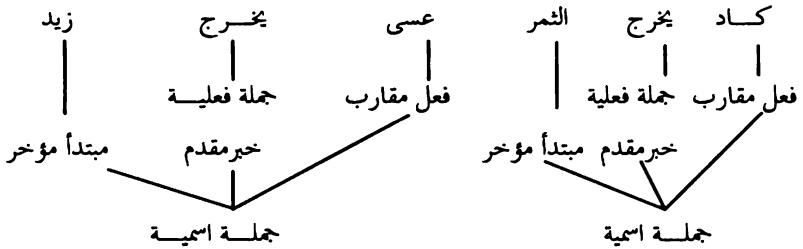
- (১) যে সকল فعل নৈকট্য, আশা ও আরম্ভ করা অর্থ বুঝায় এবং এমন جملة اسمية-র শুরুতে আসে যার খবরটি হয় ফেঁলে মুযারে দ্বারা তাকে যথাক্রমে-
افعال الشروع ও افعال الرجاء , افعال المقاربة বলে।
- (২) فعل مضارع হলে এই দুই ان ছাড়া اسم হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা
ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা ان হলে অথবা
নাম টি فعل হলে তা جملة হয়ে افعال مقاربة এর فاعل হবে। আর তখন فعل টি
ধরা হবে।

الحمد لله

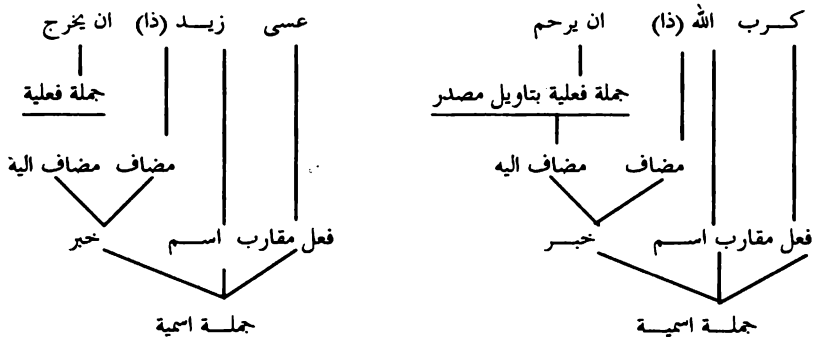
مقاربه افعال এর তারকীবসূত্র মোট চারটি। নিম্নে সবগুলোর তারকীবসহ উদাহরণ দেয়া হল :

ان تي جملة فعلية হবে এবং مضارع فعل مقارب ان দ্বারা এর পরে এর فعل مقارب (১)
 عسى ان যেমনঃ عسى ان ফেল মুকারাব, ان মাছদারিয়া, يخرج ফেল মুকারাব, ان
 فتاويل مصدر হয়ে جملة فعلية নিয়ে ফায়েল তার ফায়েলকে নিয়ে يخرج ফায়েল
 جملة فعلية নিয়ে ফায়েল তার ফায়েলকে নিয়ে عسى ফেল তার ফায়েলকে নিয়ে
 হয়েছে।

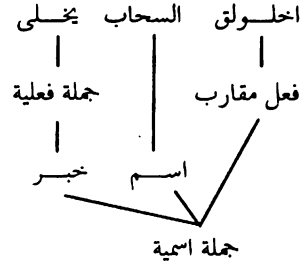
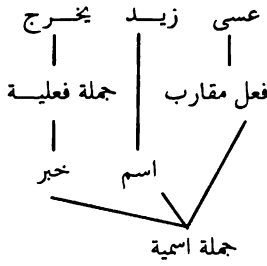
فعل مضارع হবে এবং فعل مقارب ان ছাড়া এর পরে এর فعل مقارب (২)
 تي جملة فعلية হয়ে خبر مقدم এবং তার পরবর্তী اسم تي مؤخر হবে।
 যেমনঃ



ذا অতপর হব। মাছদার হব। جملة فعلية হয়ে تي فعل مضارع (৩)
 মুজাফ মাহফুযের মিলে মضاف اليه ও মضاف তারপর হব। مضاف اليه
 كرب الله (ذا) ان يرحم যেমনঃ خبر হবে।



مضاف মুজাফ মাহফুযের হবে। خبر হয়ে جملة فعلية تي فعل مضارع (৪)
 হবে না। যেমনঃ



বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য যে, তৃতীয় ছুরাতে অর্থাৎ خبر টি যদি ফে'লে মুজারে ان দ্বারা হয়, তাহলে ذا মুজাফ محذوف মানতে হবে, তার কারণ হলো শুরুতে ان থাকার কারণে فعل مضارع টি প্রথমত جملة فعلية হয়ে ان بتاويل মাছদারে রূপান্তর হবে। আর مصدر যেহেতু مبتدا বা خبر হতে পারে না, সেহেতু ذا মুযাফ মাহযুফের اليه مضاف বানিয়ে خبر বানাতে হয়।

অনশীলনী ১

নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর তারকীব ও তরজমা কর :

اخذت سمية تاكل الطعام ، اوشك الثمران يسقط من الشجر - عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ، كاد الفقران يكون كفرا ، اقبل الكاتب يتلوما كتب ، كرب قلبي ان يطير فرحا ، وطفقا يحصفان عليهما من ورقة الجنة

অনশীলনী ২

নিচের বাক্যগুলোর আন্নবী কর :

অচীরেই মাজেদ ঘুমাবে। আশা করা যায় যে, ফাতেমা পরীক্ষায় পাশ করবে। ইয়াসমীন হেফজ করা শুরু করেছে। নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। শিম্বই সংকট দূর হবে। ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেছে। রুগী মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। শিশুটি মাদ্রাসায় যাওয়া আরম্ভ করেছে।

অনশীলনী ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) افعال مقاربة কাকে বলে?
- (২) افعال الرجاء ও افعال الشروع কাকে বলে?
- (৩) افعال مقاربة মোট কয়টি ও কি কি?
- (৪) افعال مقاربة এর তারকীব সূত্র কয়টি ও কি কি? উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেকটি সূত্রের তারকীব করে দেখাও?

بيان المستثنى

১। (ক) جاء في القوم الازيدا আমার নিকট যায়েদ ব্যতীত কওম এসেছে।

(খ) حفظ التلاميذ الدرس ماخلا ماجدا

মাজেদ ব্যতীত সকল ছাত্র সবক মুখস্থ করেছে।

২। (ক) لايفشل في الامتحان احد الا بشير

বশীর বাদে পরীক্ষায় কেহ ফে'ল করবে না।

(খ) ماخسر التجار الابكر ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তবে বকর।

৩। (ক) مارأيت الا تلميذا আমি একজন ছাত্র ব্যতীত কাউকে দেখি নি।

(খ) مانحج الا احمد আহমাদ ছাড়া কেউ সফলকাম হয় নি।

(গ) كتب ساجد الا بالقلم সাজেদ কলম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা লেখেনি।

৪। (ক) جاء في التلاميذ غير سعيد সাঈদ বাদে ছাত্ররা এসেছে।

(খ) مانصرت سوى خالد তুমি খালেদ ছাড়া কাউকে সাহায্য করেনি।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলোতে القوم ، تلاميذ ، احد ، ইত্যাদি اسم গুলো সমষ্টিগত ও বহু সদস্যবিশিষ্ট। এগুলোর জন্য আগমন করা, উপস্থিত হওয়া, মুখস্থ করা ইত্যাদি একটি করে বিষয় বা حكم কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর لا বা তার সমার্থক হরফ দ্বারা পরবর্তী ইসম زيда ، تلميذا ، ماجدا ইত্যাদি ইসমগুলোকে পূর্ববর্তী حكم বা বিষয় থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ প্রথম বাক্য جاء في القوم الا زيد এখানে جاء في القوم বহু সদস্য বিশিষ্ট اسم এর জন্য زيد (আসা) এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত হুকুম থেকে زيد কে বাদ দেয়া হয়েছে। এধরনের বাদ দেয়াকে استثناء বলে এবং যাকে বাদ

দেয়া হয় তাকে مستثنى আর পূর্ববর্তী যে اسم এর حکم থেকে বাদ দেয়া হয়, তাকে حروف استثناء বলে এবং الا ও তার সমার্থক হরফগুলোকে বাদ দেয়া হয়, বলে।

مستثنى القوم হলো এবং مستثنى هلا زيدا باک্যে جاء نى القوم الا زيدا সুতরাং ثابت এর জন্য مستثنى منه هلا جاء এবং حرف استثناء الا আর منه - حکم কৃত।

لا يكون، ليس، ماعدا، ما خلا، عدا، خلا، يথা: ১১ টি حروف استثناء। আর হালা প্রধান। হালা গুলোর মধ্যে عدا، سواء، سوى، غير، الا বাকিগুলো হল তার সমার্থক। এজন্য বাকিগুলোকে الا অর্থাৎ اخوات এর বোন বা সমার্থক বলে।

اقسام المستثنى

মুসতাহনার প্রকারসমূহ

مستثنى منقطع (২) مستثنى متصل (১)। দুই প্রকার।

مستثنى منه যে বিশিষ্ট সদস্য বহু অর্থাৎ لفظ متعدد টি مستثنى যে : مستثنى متصل এর অন্তর্ভুক্ত ও সদস্য ছিল। অতঃপর তাকে حروف استثناء দ্বারা উক্ত مستثنى جاء : যথা: هلا زيدا বাক্যে هلا جاء এর অন্তর্ভুক্ত ও সদস্য ছিল। অতঃপর قوم এর উপর আরোপিত হুকুম (আগমন করা) থেকে তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ বাক্যটি مستثنى متصل এর উদাহরণ।

مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত ও مستثنى যে : مستثنى منقطع সদস্য নয়, তা সত্ত্বেও কোন্ কারণ বশত তাকে مستثنى منه এর حکم থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, তাকে مستثنى منقطع বলে। যথা: هلا جاء القوم الا حمارا এ هلا جاء القوم এর অন্তর্ভুক্ত ও সদস্য নয়, তা সত্ত্বেও তাকে هلا এর

উপর আরোপিত حکم (আগমন করা) থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটি
مستثنى এর উদাহরণ।

এ বিষয়টিকে কোন্ কোন্ নাহববিশারদ এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, যদি مستثنى ও
مستثنى منه (জাত) এক হয়, তাহলে তাকে متصل বলে। আর উভয়টির جنس এক না হলে তাকে
مستثنى منقطع বলে। এ মন্তব্য
অনুযায়ী جاء القوم الا زيدا এখানে زيد এবং قوم এর جنس এক অর্থাৎ
উভয়টি মানুষ। সুতরাং এটি مستثنى متصل - আর جاء القوم الا حمارا এখানে
قوم এর جنس এক নয়। কারণ, حمار হল পশু জাত। আর حمار
এবং قوم এর جنس এক নয়। কারণ, حمار হল পশু জাত। আর قوم
হল মানুষ জাত। সুতরাং এটি مستثنى منقطع।

পূর্ব ধারণা

مستثنى ও কলাম غير موجب, কলাম موجب বুঝার জন্য اعراب এর مستثنى
এই তিনটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ পূর্ব ধারণা থাকা আবশ্যিক। তাই বিষয় তিনটি
নিম্নে বর্ণনা করা হল :

কলাম : যে বাক্যে نفى বা نفى , কলাম موجب
قرأت الكتاب - جاءنى القوم : যেমন বলে।
কলাম : যে বাক্যে نفى বা نفى , কলাম غير موجب
لا تذهب الى السوق - ما جاءنى القوم - هل انت تلميذ : যেমন বলে।
غير موجب : যদি مستثنى টি مستثنى مفرد
এবং مستثنى مفرد না থাকে, তাহলে তাকে مستثنى مفرد
ما رأيت الا احدا , ما جاءنى الا احد : যেমন বলে।

اعراض المستثنى

মুসতাহানার এ'রাব

পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণগুলোর প্রতি নজর করলে দেখা যাবে যে, সেগুলো চার
ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের مستثنى গুলো نصب বিশিষ্ট। দ্বিতীয় ভাগের
مستثنى গুলো দু'ধরনের। نصب বিশিষ্ট এবং مستثنى منه থেকে হিসেবে

তার কারণ গ্রহণ করেছে। তৃতীয় ভাগের **مستثنى** গুলোতে পূর্বের **عامل** অনুযায়ী **اعراب** হয়েছে। চতুর্থ ভাগের **مستثنى** গুলোতে **جر** হয়েছে। **مستثنى** এর **بدل** ও **نصب** (২) **نصب** (১) - ই হবে। **اعراب** এই চার প্রকারের মধ্যে (৩) **نصب** ও **جر** - নিম্নে প্রতিটি প্রকারের ক্ষেত্র ও ব্যবহারবিধি দেয়া হল।

প্রথম প্রকার এ'রাব হল **نصب**

مستثنى টি **منصوب** হবে চার ছুরতে।

(১) **جاءنى** যেমনঃ **ألا** এর পরে হলে। **مستثنى** টি **موجب** **كلام** এর মধ্যে **ألا** এর পরে হলে। **جاءنى** **القوم الا زيدا**

(২) **جاءنى** **القوم الا حمارا** যেমনঃ **مستثنى** **منقطع** হলে।

(৩) **ما جاءنى الا زيدا احد** যেমনঃ **مستثنى** এর উপর **مقدم** হলে। **مستثنى** টি **منه** **مستثنى** (৪) **جاءنى** এর পরে হলে। **لا يكون** , **ليس** , **ماعد** , **ماخلا** , **عدا** , **خلا** **مستثنى** (৪) **جاءنى** **القوم خلا زيدا** যেমনঃ

দ্বিতীয় প্রকার এবার হল **بدل** ও **نصب**

مستثنى যদি **موجب** **كلام** এর মধ্যে **ألا** এর পরে হয় এবং **منه** **مستثنى** উল্লেখ থাকে, তাহলে তার মধ্যে **استثناء** হিসেবে **نصب** দেয়া যায় এবং **مستثنى** **منه** থেকে **بدل** ধরে **مستثنى** এর **اعراب** দেয়া যায়। যেমনঃ **ما جاءنى احد الا زيدا / زيد - مارأيت احدا الا زيدا / زيدا - ما مررت باحد الا زيدا / زيد -**

তৃতীয় প্রকার এ'রাব হল **بحسب عوامل**

مستثنى **منه** **ألا** এর পরে হয় এবং **مستثنى** যদি **موجب** **كلام** এর মধ্যে **ألا** এর পরে হয় এবং **مستثنى** উল্লেখ না থাকে, তাহলে তার মধ্যে পূর্বের **عامل** এর চাহিদা অনুযায়ী **اعراب** **ما جاءنى الا زيد** , **مارأيت الا زيدا** , **ما مررت الا بزيد** : যেমনঃ হবে।

جر চতুর্থ প্রকার এ'বার হল

যেমন : جر হবে। এর পরে حاشا ও سواء ، سوى ، غير টি مستثنی

جاءنى القوم غير زيد سوى زيد سواء زيد حاشا زيد

উল্লেখ্য : কোন্ কোন্ নাহবিদের নিকট حاشা এর পরে جر হবেনা; বরং نصب হবে। আবার কারো মতে حاشা ও عدا এর পরে نصب হবেনা; বরং جر হবে।

এর বর্ণনা

ই অরব হব, যা বাদ দিয়ে তার مستثنی এর পরে আসলে তার যে اعراب হবে, ই অরব উক্ত এর উপর চলে আসবে স্থানে বসালে مستثنী এর উপর চলে আসবে এবং مستثنী এর পরে আসলে তার যে اعراب হবে, ই অরব উক্ত এর উপর চলে আসবে স্থানে বসালে مستثنী এর উপর চলে আসবে এবং مستثنী এর পরে আসলে তার যে اعراب হবে, ই অরব উক্ত এর উপর চলে আসবে স্থানে বসালে مستثنী এর উপর চলে আসবে

যুক্ত	যুক্ত	
جاءنى القوم غير زيد	جاءنى القوم الا زيدا	১
ما جاءنى غير زيد	ما جاءنى الا زيد	২
ما رأيت غير زيد	ما رأيت الا زيدا	৩
ما مررت بغير زيد	ما مررت الا بزيد	৪
ما جاءنى احد غير زيد / غير زيد	ما جاءنى احد الا زيدا / الا زيد	৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য : صفت এর জন্য বানানো হয়েছে। অর্থাৎ কোন্ একটি صفت ভুলে গেলে, অথবা কোন্ কারণবশত আসল শব্দের সাথে তাকে উল্লেখ করার ইচ্ছা না থাকলে তার বিপরীত صفت এর শুরুতে غير যোগ করে ব্যবহার করলে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক صفت টিরই অর্থ দিবে। যেমনঃ غير جديد এর শুরুতে غير যোগ করে ব্যবহার করলে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক صفت টিরই অর্থ দিবে। যেমনঃ غير جديد এর শুরুতে غير যোগ করে ব্যবহার করলে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক صفت টিরই অর্থ দিবে। যেমনঃ غير جديد এর শুরুতে غير যোগ করে ব্যবহার করলে ঠিক উদ্দেশ্যমূলক صفت টিরই অর্থ দিবে।

কোন ক্ষেত্রে মূল অর্থে ব্যবহার না হয়ে استثناء এর জন্য ব্যবহার হয়। যেমন: جاعن القوم غير صديقك এখানে غير টি জন্য ব্যবহার হয় নি। কারণ, তখন অর্থ হবে তোমার বন্ধুর গুনে গুণান্বিত নয় এমন কওম আসছে। যা মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হল তোমার বন্ধু ছাড়া গোটা কওম আসছে। আর উদ্দেশ্যপূর্ণ এই অর্থটি আদায় হবে غير কে استثناء এর জন্য নেয়া হলে। সুতরাং غير টি এখানে استثناء এর জন্য ব্যবহার হয়েছে صفت এর জন্য নয়। অনুরূপভাবে لا কে استثناء এর জন্য গঠন করা হয়েছে। তবে কখনো নিজ অর্থ থেকে ভিন্ন হয়ে غير (صفت) এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন: لا اله الا الله محمد رسول الله : যেমন এখানে لا টি صفت এর জন্য ব্যবহার হয়েছে, استثناء এর জন্য নয়। কারণ, متصل কে مستثنى এর নিয়ম অনুযায়ী استثناء এর অর্থে নিলে استثناء এর মানতে হবে অথবা منقطع মানতে হবে। অন্যদিকে নাহ্ববিদদের নিকট مستثنى এক جنس এর مستثنى منه ও مستثنى নিশ্চিতভাবে يقينى ও ক্ষেত্রে এর متصل হয় এবং مستثنى منقطع এর ক্ষেত্রে উভয়ের جنس ভিন্ন হয়। অতএব, এখানে الله এর هওয়া এবং جنس এক এর اله এবং الله লফজ الله মানলে مستثنى متصل সাথে আরো অনেক معبود কে শরিক করা لازم আসে। আর منقطع মানলে الله কে মা'বুদ থেকে বাদ দেয়া লায়েম আসে। যা স্পষ্ট কুফুরী। সুতরাং ফলাফল দাঁড়াল যে, এ বাক্যের لا কে استثناء এর জন্য নিলে হয়তো শরিক লায়েম আসে, নতুবা কুফুরী লায়েম আসে। কাজেই لا কে استثناء এর জন্য মানা যাবে না; বরং صفت এর জন্য মানতে হবে।

তরজমার নিয়ম

استثناء গুলোর সচরচর অর্থ হয়- ছাড়া, ব্যতীত, বিনে, বাদে, তবে, অবশ্য, কিন্তু। যদি প্রথম চারটি অর্থের যে কোন একটি অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে

(১) مستثنى (২) حرف استثناء (৩) حرف استثناء (৪) مستثنى منه (৫) مستثنى
 جاء القوم الا زيدا আরবী : যেমন :
 তরজমা হবে।

তরজমা : জায়েদ ব্যতীত গোত্রের সকলে এসেছে।

حكم (৪) مستثنى منه (৩) حرف استثناء (২) مستثنى (১)

আর যদি শেষ তিনটির কোন্ একটি অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে
 مستثنى এ ধারাবাহিকতায় তরজমা হবে। - حرف استثناء - حكم - مستثنى منه

যেমন : جاء القوم الا زيد

তরজমা : গোত্রের সকলে এসেছে তবে জায়েদ।

حكم বিপরীত مستثنى (৪) حرف استثناء (৩) حكم (২) مستثنى منه (১)

মূল কথা

(১) সমষ্টিগত ও বহু সদস্যবিশিষ্ট اسم এর জন্য কোন্ حكم বা বিষয়কে সাব্যস্ত
 করার পর الا বা اخوات দ্বারা তার পরবর্তী اسم কে বাদ দেয়াকে استثناء
 বলে।

(২) সমষ্টিগত اسم এর জন্য সাব্যস্ত حكم থেকে الا দ্বারা যে اسم কে বাদ
 দেয়া হয়, তাকে مستثنى বলে।

(৩) সমষ্টিগত যে اسم এর حكم থেকে مستثنى কে বাদ দেয়া হয় তাকে
 مستثنى বলে।

(৪) مستثنى متصل এক হলে তাকে এক جنس এর مستثنى ও مستثنى বলে।

(৫) مستثنى منقطع এক না হলে তাকে এক جنس এর مستثنى ও مستثنى বলে।

اصول التركيب وامثاله

তারকীবের নিয়ম ও উদাহরণ

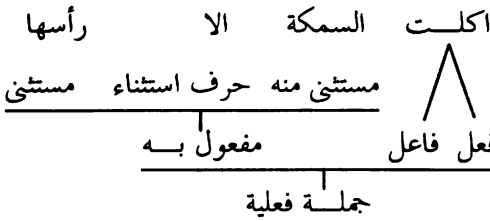
مستثنى ও مستثنى বাদে বাক্যের বাকি অংশের তারকীব তার সাধারণ
 নিয়মেই হবে। আর مستثنى ও مستثنى মিলে বাক্যের অংশ হবে। সে
 অংশটি তার পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুযায়ী مرفوع ، منصوب ও مجرور হতে

পারে। অতঃপর এই তিনটির প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন ছরত হতে পারে। নিম্নে তারকীবের কতিপয় উদাহরণ দেয়া হলো।

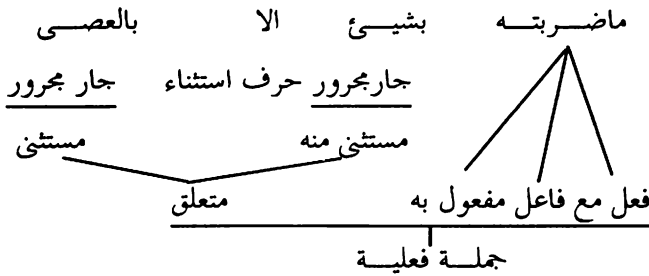
(ক) مستثنى منه ও مستثنى মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ :

لا هرقه إسماعيل، قوم جاء - جاء القوم الا زيدا
 ও ফয়েল। فاعل جاء مستثنى منه ও مستثنى، زيدا
 - جملة فعلية ميلة فاعل

(খ) مستثنى منه ও مستثنى মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ :



(গ) مستثنى منه ও مستثنى মিলে متعلق হওয়ার উদাহরণ :



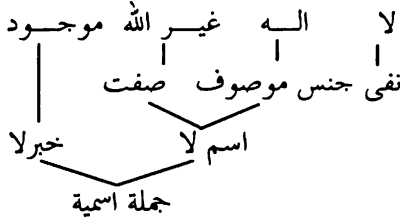
বিশেষ দ্রষ্টব্য :

এ পর্যায়ে مستثنى منه ও مستثنى এর তারকীব সম্পর্কে আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

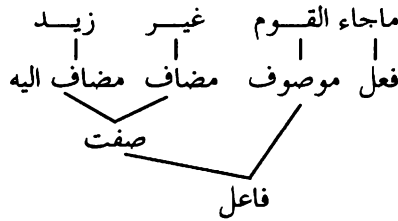
১। مستثنى منه টি محذوف থাকলে ইবারতে তাকে উল্লেখ করে তারকীব করতে হবে। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, مستثنى টি ذوقل হলে احد শব্দটি হবে ইবারত আসল এর ما جاءني الا زيدا : যেমন : مستثنى منه হলে

হলো- غير ذى عقل تي مستثنى -آر-ما جاء نى احد الا زيد
 এর মাاکلت الا سمكة : যেমন। ماہیوہ مستثنى منه হবে শব্দটি
 আসল ইবারত হবে- مااکلت شيئا الا سمكة

২। যখন غير (সব্ৰ) এর অর্থ দিবে তখন তাকে বা মূল বা রূপান্তর
 করতে হবে। এবং নিম্নরূপে তার তরকীব হবে। যেমন : لا اله الا الله
 আসল ইবারত হলো-



৩। مضاف এর জন্য ব্যবহার হবে, তখন مضاف غير যখন ৩
 যেমন : مضاف إليه (পূর্ববর্তী শব্দ) ماقبل مضاف إليه



অনুব্রতী - ১

নিচের বাক্যগুলোতে مستثنى এর প্রকার চিহ্নিত করে তারকীব ও তরজমা কর :

ان الانسان لقي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات (العصر) لايمسه الا
 المطهرون (الواقعة) وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات (البقرة) قالت عائشة
 رضى الله عنها ذبحنا شاة فتصدقنا بها فقلت يا رسول الله مابقى الا اكتفها قال كلها
 بقى الاكتفها (الترمذى) خطب الاساتذة فى الحفلة السنوية الا المدير — فى مكتبة

مدرستنا انواع الكتب الا القصص — لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا
(النبا) حفظت سمية القرآن في سنتين الا جزء —

অনুশীলনী - ২

নিচের বাক্যগুলো **مستثنى** ও তার প্রকারসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে আরবী কর :
মাজেদ ব্যতীত সকল ছাত্র আজ ক্লাশে উপস্থিত হয়েছে। করিমের বোন
ডিম ছাড়া সব খাবার খায়। আল্লাহ শিরুক ব্যতীত সকল গুণাহ মাফ
করেন। ফেরেস্তারা আদমকে (আঃ) সিজদা করল কিন্তু ইবলিস করে নি।
ইয়াছমিন পাঁচ পাড়া ব্যতীত সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্ত করেছে। হাফেজ্জী
হজুর (রঃ) আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি সাত দিন বাদে পুরা মাস রোজা
রাখতেন। আমাদের মাদ্রাসায় সারা সপ্তাহ ক্লাশ চলে, তবে শুক্রবার দিন
চলে না। আল্লাহ অহংকারী ছাড়া সকলকে ভাল বাসেন।

অনুশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) **استثناء** কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- (২) **حروف استثناء** কয়টি ও কি কি এবং কোনটির কি অর্থ?
- (৩) **مستثنى منقطع** ও **مستثنى متصل** কাকে বলে?
- (৪) **استثناء** যুক্ত বাক্যের তরজমার নিয়ম কি?
- (৫) **اعراب** কি হবে? **استثناء** এর জন্য ব্যবহার হলে তার **اعراب** কি হবে?
- (৬) **استثنى** এর **اعراب** কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত বিবরণ দাও।
- (৭) **استثنى** এর **اصول تركيب** কয়টি ও কি কি?
- (৮) দুইটি **استثنى** যুক্ত বাক্যের তারকীব করে দেখাও।

بيان البدل والمبدل منه

১। قتل الرئيس ضياء الرحمن প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন। قال الامام ابو حنيفه

আমি যায়েদের পায়ে মেরেছি।

আমি মাছের মাথা খেয়েছি। اكلت السمكة رأسها

৩। سرق راشد ثوبه রাশেদের কাপড় চুরি হয়েছে।

বুলবুলি পাখির আওয়াজ মিষ্টি। البلبلة، صوته عذب

8। مررت بحمار انسان আমি একটি গাধার পাশ দিয়ে- না একজন
মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি।

প্রিন্সিপাল সাহেব না তার প্রতিনিধি এসেছেন।

আলোচনা

উপরের উদাহরণগুলো চার শ্রেণীতে বিভক্ত এবং একেক শ্রেণীর প্রত্যেকটি বাক্যে এমন দু'টি اسم রয়েছে যাদের উভয়ের দিকে একটি حكم বা বিষয়কে نسبة (সম্পৃক্ত) করা হয়েছে। তবে উভয়ের দিকে حكم কে نسبة করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়টি মূল উদ্দেশ্য এবং প্রথমটি মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং তাকে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও দৃঢ়তার জন্য প্রসংগক্রমে বা ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ প্রথম ভাগের الرئيس ضياء الرحمن বাক্যে الرئيس ও এ.দু'টি اسم এর দিকে قتل ফে'লকে منسوب করা হয়েছে এবং এমানছুব দ্বারা দ্বিতীয় اسم तथा ضياء الرحمن মূল উদ্দেশ্য, প্রথম اسم तथा الرئيس উদ্দেশ্য নয়।

اسم দু'টি এই السمكة ও رأسها اكلت السمكة

এর দিকে رأسها, اسم দ্বিতীয় এবং এখানেও اكلت কে

মূল উদ্দেশ্য, এমনিভাবে তৃতীয় ভাগের ثوبه سرق راشد এবং চতুর্থ ভাগের
مررت بحمار انسان এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, পাশাপাশি দু'টি ইচ্ছামের দিকে কোন্ حكم
এর নিছবত করা হলে এবং দ্বিতীয়টি মূল লক্ষ্য ও প্রথমটি উপলক্ষ্য হলে
দ্বিতীয়টি কে بدل ও প্রথমটিকে منه মبدل বলে। بدل ও منه এর মধ্যে
একই اعرات হয়।

اقسام البدل

বদল এর প্রকারভেদ

بدل غلط (8) بدل اشتمال (9) بدل بعض (2) بدل كل (1) بدل চার প্রকার, بدل
بدل, : প্রথম ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, بدل
قتل : যেমনঃ قتل (بدل) ضياء الرحمن এবং الرئيس (مبدل منه) الرئيس ضياء الرحمن
উভয়ের দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। একরূপভাবে بدل ও منه
مبدل منه ও بدل এক ও অভিন্ন হলে উক্ত بدل কে بدل বলে।

بدل, : দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, بدل
اكلت السمكة : যেমনঃ اكلت السمكة (بدل منه) سمكة (مبدل منه) رأسها
এখানে رأسها (বদলটি) سمكة (মুবদাল মিনহু) এর অংশ। সুতরাং যে
বদল তার منه এর অংশ হয় তাকে بدل بعض বলে।

: তৃতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, بدل اشتمال (3)
بدل منه এবং بدل منه এর অংশও নয়, বরং بدل منه এর
ثوبه سرق راشد এখানে سرق راشد ثوبه একটি জিনিস মাত্র। যেমনঃ
বদলটি سرق راشد মুবদাল মিনহু এর সাথে সম্পর্কিত বস্তু। সুতরাং যে بدل তার
بدل منه এর সাথে সম্পর্কিত কোন্ জিনিস বুঝায়, তাকে بدل اشتمال বলে।

مستكلم এখানে مررت بحمار انسان ভাগের উদাহরণে : بدل غلط (৪)
প্রথমে ভুলবশত بحمار বলেছে। অতঃপর انسان বলে উক্ত ভুল শুধরিয়েছে।
সুতরাং বলা যায় যে, যে بدل উচ্চারণ করে তা দ্বারা مبدل এর ভুল
সংশোধন করা হয় তাকে بدل غلط বলে।

তরজমার নিয়ম

কল এর ক্ষেত্রে مبدل ও بدل কে নিজ নিজ স্থানে রেখে তরজমা করা যায়। আবার مبدل এর তরজমা করার পর “অর্থাত্” (শব্দটি) যোগ করে তার পর بدل এর তরজমা করা যায়। যথা: جاء صديقك راشد - তোমার বন্ধু রাশেদ এসেছে / তোমার বন্ধু অর্থাত্ রাশেদ এসেছে। بدل اشتغال ও بدل بعض এর ক্ষেত্রে مبدل ও بدل এর মাঝে مضاف الى و مضاف এর মত তরজমা হবে। অর্থাত্ بدل কে مضاف الى و مضاف কে مبدل منه ও مضاف الى কে مبدل হবে। এই তরজমা হতো, এখানেও অনুরূপ তরজমা হবে। যথা: سرق راشد ثوبه : রাশেদের কাপড় চুড়ি এবং سرق ثوب راشد উভয়টি বাক্যের অর্থ হলো- রাশেদের কাপড় চুড়ি হয়েছে। আর بدل غلط এর ক্ষেত্রে প্রথমে বাক্যের حكم এর সাথে مبدل منه এর তরজমা করে নেওয়া। অতঃপর একটি ‘না’ অথবা দুইটি ‘না’ যোগ করে আবার حكم এর সাথে بدل এর তরজমা করা। যেমন: جاء ماجد خالد - মাজেদ এসেছে, না না খালেদ এসেছে। আবার مبدل এর তরজমা করার পরে ‘না’ যোগ করে بدل এর তরজমা করবে এবং শেষে حكم উল্লেখ করবে, তাহলেও তরজমা শুদ্ধ হবে। যেমন- উল্লেখিত বাক্যের তরজমা। ‘মাজেদ না না খালেদ এসেছে।

علامات البديل

বদল এর আলামতসমূহ

(১) কোন্ ব্যক্তি বা বস্তুর আসল নামের পূর্বে তার দোষ-গুণ, জাতীয়তা, পদবী ও উপাধি, আল্লাহীয়তা, যোগ্যতা এবং ধর্ম বা গোত্র ইত্যাদি বর্ণনাকারী কোন্ ইসম হলে নামটি হবে بدل এবং পূর্বে বর্ণিত ইসমটি হবে مبدل منه

قال سيدنا محمد ص : যেমন :

مبدل منه بدل

اسلم سیری رتن کمار قال الامام الاعظم ابوحنيفة رحمة الله عليه

مبدل منه بدل مبدل منه بدل

مرض الخطيب القومى عبيد الحق مسمت ياسمين حافظة القرآن

(২) নামের পরে আত্মীয়তা বা সম্পর্ক প্রকাশক ইসম হলে তা بدل হবে। যেমন :

نجح زيد صديقك في الامتحان جاء حبيب الله ابن المدير

مبدل منه بدل مبدل منه بدل

(৩) যে কোন্‌ واحد مؤنث غائب ও واحد مذكر غائب এর بحث কোন্‌

فاعل কে اسم ظاهر কোন্‌ এর صيغه অন্য যে কোন্‌ ব্যতীত

ضمير এর صيغه ওই হবে এবং টি بدل টি اسم ظاهر হলে ব্যবহার করা

وصلوا اصحاب القرية بجماعة ، وقالوا الصاحبان : যেমন : হবে মبدল

اسم اشاره مতে কারো কারো معرف باللام যদি مشاراليه (৪)

ذلك الكتاب لاريب فيه : যেমন : হবে মبدল এবং مشاراليه

مبدل منه بدل

(৫) পাশাপাশি দু'টি ইসম দ্বারা একই ব্যক্তি বা বস্তু উদ্দেশ্য হলে প্রথমটি

سافرت الى عاصمة باكستان كراتشي : যেমন : হবে দ্বিতীয়টি

(৬) কোন্‌ কোন্‌ নাহিবিশারদ ও ذم فعل مدح এর فاعل কে

এবং مبدل منه بدل কে مخصوص بالمدح والذم হিসেবে তারকীব করেন।

(১) যেমন : نعم الرجل زيد

مبدل منه بدل

(৭) তার একটি صفت আসে। যেমনঃ بالناسية ناصية كاذبة

(৮) কোন্ কিছু প্রকার বা সংখ্যা উল্লেখ করে তার বিবরণ দেয়া হলে, প্রকার ও সংখ্যা বাচক اسم হবে মبدল এবং বিবরণ বর্ণনাকারী اسم হবে বদল। যেমন :

وتنقسم الجملة الانشائية الى عشرة اقسام امر وفهى واستفهام الخ

بديل

مبدل منه

(৯) কে যদি মبدল এর দিকে অসাব্দ করা হয় এবং অর্থ ঠিক থাকে

তাহলে হয়ত بعض বদল হবে অথবা اشتمال হবে। যেমন :

اكلت السمكة رأسها	يعنى	اكلت رأس السمكة	(بديل بعض)
مضى الليل نصفه	يعنى	مضى نصف الليل	(بديل بعض)
سرق زيد ثوبه	يعنى	سرق ثوب زيد	(بديل اشتمال)
ضرب خالد صديقه	يعنى	ضرب صديق خالد	(بديل اشتمال)

মূলকথা

(১) যদি পাশাপাশি দু'টি ইসম এর দিকে কোন্ حكم কে নিছবত করা হয় এবং সে নিছবত দ্বারা দ্বিতীয়টি মূল লক্ষ্য ও প্রথমটি উপলক্ষ্য হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিকে বদল ও প্রথমটিকে মনে মبدল বলে।

(২) বদল ও মনে মبدল অভিন্ন হলে তাকে كل বলে।

(৩) বদল بعض এর অংশ হলে তাকে মনে মبدল টি বলে।

(৪) বদল اشتمال এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা বস্তু হলে তাকে মনে মبدল টি বলে।

(৫) বদল غلط দ্বারা মনে মبدল এর ভুল সংশোধন করা হলে তাকে মনে মبدল বলে।

(৬) নামের পূর্বে তার দোষ-গুণ, পদবী, জাতি, উপাধি, যোগ্যতা, আত্মীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ইত্যাদি হলে। অথবা নামের শেষে আত্মীয়তা প্রকাশক ইসম হলে তাকে كل বলে।

اصول التركيب والترجمة

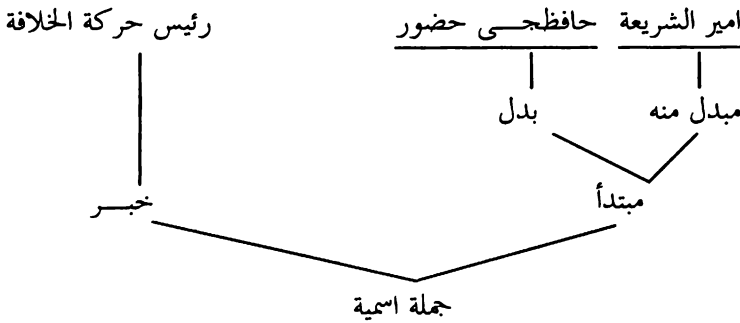
তারকীবের নিয়ম ও উদাহরণ

বদল ও মبدল মিলে পূর্ণবাক্য হবে না, বরং সর্বদা পূর্ণবাক্যের একটি অংশ হবে। সে অংশটি পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুযায়ী مرفوع , منصوب ও مجرور তিন ধরনের হতে পারে। নিম্নে تركيب সহ কতিপয় উদাহরণ দেয়া হল।

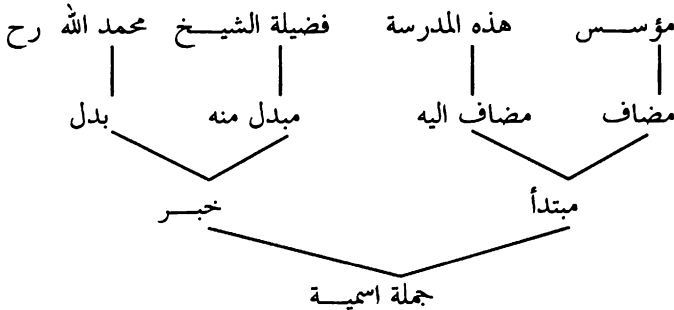
(১) মبدল মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ :

و بدل, بادل ابوحنيفة مینھل موبدال الامام, فہل قال - قال الامام ابوحنيفة
۱۔ جملیہ فعلیہ مিলے فاعل و فعل - فاعل مبدل منه

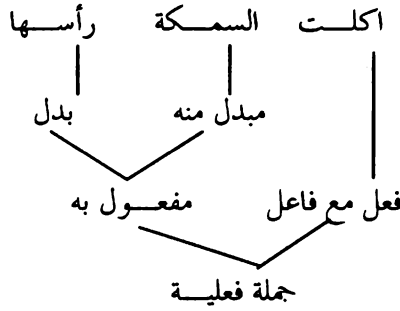
(২) মبدল মিলে مبتدأ হওয়ার উদাহরণ :



(৩) মبدল মিলে خبر হওয়ার উদাহরণঃ



(৪) মিলে মব্দল মনে ও ব্দল (৪)



অনশীলনী

নীচের বাক্যগুলোতে ব্দল ও মব্দল এর প্রকার চিহ্নিত করে ও তরজমা কর :

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم (فاتحه) - آمنا برب العالمين رب موسى وهارون - عجبنا من القارى حسن تلاوته - فيه آيات بينات مقام ابراهيم - كان الشيخ حافظجى حضور سراج الامة - قال رسول الله (ص) بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله (بخارى مشكوة)

অনশীলনী

নীচের বাক্যগুলো আরবী কর :

মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর বিশ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। খতীব ওবায়দুল হক একজন দক্ষ আলেম। শিক্ষক তার ছাত্র মাহমুদকে প্রশ্ন করলেন। তার ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়ল। আমি রাশেদের ষোড়াকে প্রহার করেছি। আমি বিশ্বপ্রতিপালক আব্দুল্লাহর উপর ঈমান আনলাম।

অনশীলনী

প্রশ্নমালা :

- ক) ব্দল ও মব্দল কাকে বলে?
- খ) ব্দল ও মব্দল এ দু'টির কোন্টি লক্ষ্য এবং কোন্টি উপলক্ষ্য হয়?
- গ) ব্দল কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?
- ঙ) টি কোন্ দিক দিয়ে মব্দল এর অনুগামী হয়?
- ছ) ব্দল এর উদাহরণ? (ফাতিহা মাদ্রাসা তামিযা)

بيان التاكيد والمؤكد

- ١١ جاءني المدير نفسه মুহতামিম সাহেব নিজেই এসেছেন।
 وعلى اصحابه اجمعين তাঁর সকল সাহাবীর উপর।
 احترقت الدار كلها সম্পূর্ণ ঘরটি পুড়ে গেছে।
 ٢١ جاءني راشد راشد রাসেদই আমার কাছে এসেছে।
 ان ان خالدا نجح অবশ্য অবশ্যই খালেদ পাশ করেছে।
 انت الكاذب انت الكاذب তুমিই মিথ্যাবাদী তুমিই মিথ্যাবাদী।

আলোচনা

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে نفس ، عين ، كل ، اجمعين ইত্যাদি শব্দগুলো এমন উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে نفس ، عين ، كل ، اجمعين ইত্যাদি শব্দগুলো এমন উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে

يا اسم যা দ্বারা তার পূর্ববর্তী ইসম এর উপর আরোপিত حكم সম্পর্কে অথবা সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে শ্রোতার মনে যে সন্দেহ বা ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তা দূর করে তাকে আরো বেশি সুদৃঢ় করা হয়েছে। যেমনঃ প্রথম বাক্যে যখন বলা হল, আমার কাছে মুহতামিম সাহেব এসেছেন। তখন শ্রোতার মনে সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত মোহতামিম সাহেব নিজে আসেন নি। বরং তার কোন্ নায়েব বা প্রতিনিধি এসেছে। কিন্তু মুতাকাল্লিম হয়তো সেটাকে অতিরঞ্জিত করে جاء المدير নামে চালিয়ে দিয়েছে। অতঃপর نفسه যোগ করে যখন جاء المدير অর্থ্যাৎ মুহতামিম সাহেব নিজেই এসেছেন বলা হল, তখন বাক্যটির অবস্থান দৃঢ় হল এবং শ্রোতার মনের সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর হয়ে গেল। একই কথা সকল উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, যে শব্দ তার পূর্ববর্তী শব্দের উপর আরোপিত حكم এর ব্যাপারে, অথবা তার সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে শ্রোতার মনে সৃষ্ট সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করতঃ তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তাকে তাকীদ এবং পূর্ববর্তী শব্দ যার থেকে সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করে তাকে মুয়াক্কাদ বলে।

বিশেষ দৃষ্টব্য : বিভিন্ন কিতাবে তাকিদ এর সংজ্ঞায় ও نسبت এদু'টি শব্দ ব্যবহার হয়। حكم এর জন্য যে ব্যাপারে শ্রোতার মনের সন্দেহকে দূর করে তাকে দৃঢ় করা হয়েছে, সে ব্যাপারে শ্রোতার মনের সন্দেহকে দূর করে তাকে দৃঢ় করা। আর شمول এর মধ্যে তাকিদ করার অর্থ হলো مؤكد এর সংখ্যা বা পরিমাণের ব্যাপারে শ্রোতার মনের সন্দেহকে দূর করে তাকে দৃঢ় করা।

أقسام التأكيد

তাকীদের প্রকারসমূহ

পূর্বের উদাহরণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের উদাহরণে তাকিদ এর জন্য نفس ، عين ، كل ، اجمع ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এধরনের মোট আটটি শব্দ তাকিদ এর জন্য ব্যবহার হয়। তাহলো كلا ، اجمع ، اکتع ، ابتع ، اکتع এই আটটি শব্দ দ্বারা তাকিদ করা হলে তাকে ^{معنوي} তাকিদ বলে। আর দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলোতে তাকিদ এর জন্য ভিন্ন কোন্ শব্দ ব্যবহার হয়নি। বরং পূর্বের শব্দটিকে পুনরায় উল্লেখ করে তাকিদ আনা হয়েছে। একই শব্দকে পুনরায় উল্লেখ করে এরূপ তাকিদ আনাকে ^{لفظي} তাকিদ বলে। তাহলে এখন আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, তাকিদ দুই প্রকার। যথাঃ (১) তাকিদ لفظي (২) তাকিদ معنوي ।

تَرْجُمَاتُ النِّيَمَا

কلا এই দু'টি শব্দ দ্বারা তাকিদ করা হলে অর্থ হবে স্বয়ং, নিজেই। اجمع অর্থ সকল, সমস্ত। আর اکتع ও ابتع এই তিনটি সর্বদা اجمع এর পরে ব্যবহার হয়। অতএব, اجمع এর তরজমা দ্বারাই তাকিদ এর অর্থ আদায় হয়ে যাবে, এই তিনটির জন্য ভিন্ন কোন্ তরজমার প্রয়োজন হবে না।

حرف আর হলে আরবীতে যে রূপ
 ان ان : যেমন :
 تى দুই বার উল্লেখ করা হয়, তার তরজমাও ঠিক দুইবার হবে।
 تাকيد এর فعل ও اسم
 تাকيد হলে তরজমার সময় اسم এর শেষে একটি 'ই' যোগ করলে
 এর অর্থ হবে। যেমন : جاعى زيد - যায়েদই আমার নিকট এসেছে।
 هرب هرب زيد - যায়েদ ভাগছেই।



(১) যে শব্দ তার পূর্ববর্তী শব্দের উপর আরোপিত حكم অথবা তার সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে শ্রোতার মনে সৃষ্ট সন্দেহ ও ভুল ধারণাকে দূর করতঃ তাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে, তাকে তাকিদ বলে এবং পূর্ববর্তী শব্দ যার খেদে সন্দেহ দূর করে তাকে مؤكد বলে।

(২) তাকিদ এর জন্য নির্ধারিত আটটি শব্দ দ্বারা তাকিদ করা হলে তাকে তাকিদ لفظى বলে।

(৩) একই শব্দকে পুনরায় উল্লেখ করে তাকিদ আনাকে তাকিদ معنى বলে।

(৪) স্বয়ং, নিজে নিজেই, উভয়েই, সকল, সমস্ত এ শব্দগুলো দ্বারা তাকিদ لفظى এর তরজমা করা হয়।

(৫) اسم ও فعل দ্বারা তাকিদ معنى হলে তরজমার সময় উক্ত ইসম বা ফে'ল এর শেষে একটি 'ই' যোগ করলে তাকিদ এর অর্থ হয়।

(৬) হরফ দ্বারা তাকিদ معنى হলে বাংলাতেও দুইবার তরজমা করতে হবে।



তারকীবের নিয়ম ও উদাহরণ

তারকীবের দিক দিয়ে তাকিদ ও مؤكد কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) তাকিদ
 مركب غير مفيد মিলে مؤكد ও তাকিদ (২) مركب مفيد মিলে مؤكد

ঃ مرکب مفید मिले مؤکد ও تاکید

جملة কে পুনৰুল্লেখ করার দ্বারা تاکید আনা হলে অর্থাৎ একটি مفید مرکب কে ব্যবহার করার পরে ছবছ ঐ مرکب কে পুনরায় উল্লেখ করার দ্বারা تاکید আনা হলে تاکید ও مؤکد मिलে مفید مرکب ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যটিকে مؤকদ এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে تاکید বলবে। অতঃপর تاکید ও مؤকদ मिलে جملة اسمية হলে اسمية বলবে আর جملة فعلية হলে فعلية বলবে। যেমনঃ

انت الكاذب انت الكاذب - তুমিই মিথ্যাবাদী তুমিই মিথ্যাবাদী।
 মুবতাদা, الخبر। মুবতাদা ও খবর मिलে مؤকদ দ্বিতীয় انت মুবতাদা, الخبر। মুবতাদা ও খবর मिलে تاکید। অতঃপর مؤকদ ও تاکید मिलে جملة اسمية হয়েছে।

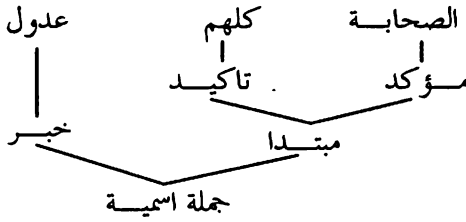
الحاج فهد، قدم - হাজী এসেছে, হাজী এসেছে।
 الحاج فهد، قدم - مؤকদ হয়ে جملة فعلية मिलে فاعل ও فعل ফায়েল।
 مؤকদ ও تاکید - অতঃপর مؤকদ হয়ে جملة فعلية मिलে فاعل ও فعل ফায়েল।
 मिलে جملة فعلية হয়েছে।

ঃ مرکب غیر مفید मिले مؤکد ও تاکید

উল্লেখিত তাকীদ ব্যতীত হোক অথবা معنوی تاکید لفظی হোক সর্বাবস্থায় مؤকদ ও تاکید मिलে পূর্ণবাক্যের অংশ হবে। অতঃপর সে অংশটি مرفوع، منصوب ও مجرور مبتدا، خبر ইত্যাদি হতে পারে। যা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাবে।

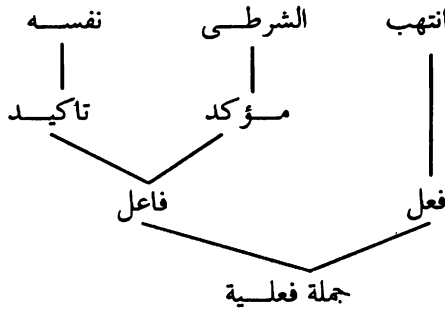
(৩) مؤکদ ও تاکید मिलে مبتدا হওয়ার উদাহরণ।

সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ



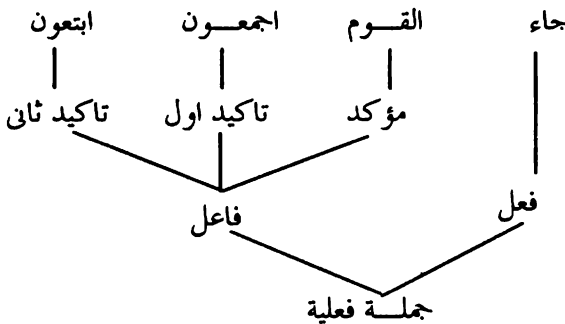
(৪) মুকদ ও তাকিদ মিলে হওয়ার উদাহরণ।

পুলিশ নিজেই ছিনতাই করেছে।

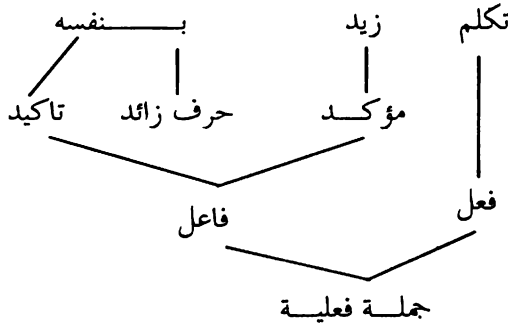


(৫) اجمع এই তিনটির কোন্ একটি যখন **اجمع** এর সাথে ব্যবহার হবে, তখন **اجمع** কে **তাকিদ اول** এবং এই গুলোকে **তাকিদ ثانى** বলে তারকীবে মিলাবে।

কণ্ডমের সকলে এসেছে।

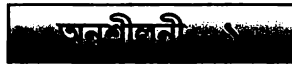


(৬) বাই অতিরিক্ত আসে। যেমনঃ
যায়েদ নিজেই কথা বলেছে।



(৭) কোন জম্লে কে পুনরুল্লেখ করার দ্বারা তাকিদ আনা হলে সাধারণত দুই জম্লে এর মাঝে একটি حرف عطف অতিরিক্ত হয়, যা তারকীবে ধরা হবে না। যেমনঃ অচিরেই তোমরা জানবে, অচিরেই তোমরা জানবে।

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون



নিচের বাক্যগুলোকে তাকিদ লফ্য় - তাকিদ মন্য - এবং তাকিদ জম্লে এর দিকে লক্ষ্য রেখে তারকীব ও তরজমা কর :

وعلم آدم الاسماء كلها (البقرة) قل ان الامر كله لله (آل عمران) فمهل الكافرين امهلهم رويدا (الطارق) فوريك لنسألهم اجمعين (الحجر) ايما امرأة نكحت نفسها بغيرولي فنكاحها باطل باطل باطل (الترمذی) شاهدت الكعبة عينها — كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا (الفجر) هيهات هيهات لما توعدون (المؤمنون) فان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا

(الانشراح)

অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

খালেদই পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়েছে। আয়শার বান্ধবী ফেলই করেছে। অবশ্য অবশ্যই মাজেদের পিতা মাদ্রাসার শিক্ষক। রহীম এবং করীম উভয়েই মাদ্রাসার ছাত্র। মাজেদ তার স্ত্রীকে বলল, তোকে তিন তালাক দিলাম, তোকে তিন তালাক দিলাম। ইয়াসমিন তার বোনদের সামনে ব্যাগ থেকে একটি আপেল বের করল। বুশরা ফলটি দেখল এবং বলল, আপু! আমাকে দাও। আপু! আমাকে দাও।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) تأكيد কাকে বলে? تأكيد معنوی এর জন্য কয়টি শব্দ নির্ধারিত ও কি কি?
- (২) تأكيد لفظی হতে এই তিন কালিমার কোন্টি দ্বারা اسم ، فعل ও حرف পাঠ্য?
- (৩) تأكيد ও مؤكد এর তরজমা করার নিয়ম কি? বিস্তারিত বল।
- (৪) কোন কোন শব্দ দ্বারা تأكيد করা হলে তার শুরুতে باء যায়দা আসতে পারে?
- (৫) تأكيد ও مؤكد এর মাঝে কখন حرف অতিরিক্ত আসে?

بيان عطف البيان

বর্ণনা মূলক আত্মফের বয়ান

- (ক) استدل نعمان ابوحنيفة নোমান অর্থাৎ আবুহানীফা দলীল পেশ করেছেন।
 (খ) قال عبد الله بن عمر আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেছেন।
 (গ) ويسقى من ماء صديد আর সে পানি অর্থাৎ পূজ পান করবে।
 (ঘ) والى عاد اخاهم شعيبا (প্রেরণ করেছি) আদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের
 ভাই শোয়াইবকে।

আলোচনা

উপরোক্ত প্রতিটি مثال এর মধ্যে পাশাপাশি একই ব্যক্তি বা বস্তুর দু'টি নাম রয়েছে এবং দ্বিতীয় নামটি প্রথম নামের মধ্যে বিদ্যমান সন্দেহ ও অস্পষ্টতাকে দূর করেছে। যেমন : দ্বিতীয় বাক্যে قال عبد الله বলার পর সন্দেহ ছিল যে, عبد الله নামের অনেক লোকই রয়েছে। কিন্তু এখানে عبد الله দ্বারা কোন্ ব্যক্তি উদ্দেশ্য ? তবে ابن عمر বলার দ্বারা সে সন্দেহ দূর হয়ে তার উদ্দেশ্য ও মর্ম নির্ধারিত হয়ে গেল যে, তিনি হলেন عمر এর ছেলে عبد الله ঠিক তেমনিভাবে সবগুলো مثال এর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এ ধরনের সম্পর্কযুক্ত পাশাপাশি দু'টি اسم এর দ্বিতীয় ইসমকে بيان ও প্রথম ইসমকে মبین বলে। তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, যদি কোন্ ব্যক্তি বা বস্তুর দু'টি নাম একসাথে ব্যবহার হয় এবং দ্বিতীয় নামটি প্রথম নামের সন্দেহ দূর করতঃ তার উদ্দেশ্য ও মর্ম নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় ইসমকে عطف بیان ও প্রথম ইসমকে মبین বলে।

অতঃপর লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে, দু'টি নামের যে কোন্টি بيان عطف বা মبین হতে পারে। কিন্তু কখন কোন্টি بيان عطف বা মبین হবে তা নির্ভর করে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হওয়ার উপর। অর্থাৎ দু'টি নামের যে নামটি অপরটির তুলনায় বেশি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হবে, সেটিই بيان عطف এবং অপরটি মبین হবে। তবে কোন্ কোন্ নাহ্বিদের মতে بيان عطف টি মبین থেকে বেশী পরিচিত হওয়া জরুরী নয়। বরং بيان عطف ও مبین দু'টি মিলেও যদি আলোচিত ব্যক্তি বা বস্তুকে স্পষ্ট করতে পারে, তাহলে তা بيان عطف হতে পারে।

الفريق من النداء عطف البيان

বদল ও আতফে বয়ানের মাঝে পার্থক্য

মৌলিকভাবে যদিও بدل এর সাথে بيان عطف এর কোন্ মিল নেই, কারণ مبین ও بدل এর মধ্যে উভয়টি উদ্দেশ্য। আর بدل منه ও مبدل এর মধ্যে শুধু - متبوع - টি উদ্দেশ্য। কিন্তু দুটোই যেহেতু ইছম্ হয়ে থাকে এবং তাদের একটি হয় অর্থাৎ مبدل منه এবং مبین ও ইছম্ হয়, সেহেতু বাহ্যিকভাবে একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কিছুটা আশংকা রয়ে যায়। সুতরাং এ দুটোকে পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য নিম্নে উহাদের কতিপয় পাথক্য লিপিবদ্ধ করা হলো।

(১) কোন্ কোন্ নাহ্বিশারদের মতে بيان عطف এবং مبین উভয়টি মানুষের আসল নাম বা উপনাম হওয়া জরুরী। কিন্তু কারো নিকট بدل ও مبدل منه মানুষের নাম হওয়া জরুরী নয়।

(২) مبدل ও بدل উভয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু مبدل ও بدل কে ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

(৩) بيان عطف টি মبین কে স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত করা জরুরী! পক্ষান্তরে بدل তার مبدل منه কে স্পষ্ট করা জরুরী নয়।

- ও فعل , شبه جملة , جملة , ضمير , اسم مشتق , اسم جامد টি بدل (৪)
 হয়। اسم جامد ও عطف بيان আর হতে পারে।
 এক হওয়া এর মধ্যে ও معرفة উভয়টি মبین এবং عطف بيان (৫)
 নয়। এর মধ্যে মبدل منه ও بدل আর জরুরী।
 হয়, بدل عطف بيان মিলে তفسیر এবং তাফহীর ای (৬)

বিশেষ দৃষ্টান্ত

بدل كل -ই عطف بيان প্রতিটি ক্ষেত্রবিশেষ প্রতিটি بيان কোন্ কোন্ নাছবিশারদের মতে ক্ষেত্রবিশেষ প্রতিটি بيان
 এবং প্রতিটি بدل كل আবার بيان عطف হতে পারে। তবে একই مثال কখন
 হবে তা নির্ভর করে মুতাকাল্লিম এর ইচ্ছার উপর। অর্থাৎ মুতাকাল্লিম যদি দ্বিতীয় اسم কে লক্ষ্য আর প্রথমটিকে
 উপলক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে, তাহলে দ্বিতীয় "ইসম্" টি 'বদল' হবে। পক্ষান্তরে
 উভয় اسم -ই যদি মুতাকাল্লিম এর উদ্দেশ্য হয় এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটিকে
 স্পষ্ট করার ইচ্ছা হয়, তাহলে দ্বিতীয় ইসম্‌টিকে بيان عطف বলা হয়।

তরজমার নিয়ম

উভয়কে নিজ নিজ স্থানে রেখে ও عطف بيان তরজমা করার সময়
 তরজমা করা হয়। আর এ নিয়মটি বাংলা থেকে আরবী তরজমা করা অথবা
 আরবী থেকে বাংলা তরজমা করা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং সেমতে
 والى عاد اخاهم شعيبا এর অর্থ হবে (আর আমি নবী রূপে প্রেরণ করেছি)
 'আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই শোয়াইবকে'। আর "মাদ্রাসার ছাত্র
 , تلميذ المدرسة عبد الله ذكى جدا , এর আরবী হবে, 'আদ সম্প্রদায়ের কাছে
 আবদুল্লাহ্ খুব মেধাবী'। এর আরবী হবে, "অর্থাৎ" শব্দটি যোগ করেও তরজমা
 করা যায়। তখন উল্লেখিত ইবারতের অর্থ হবে- আমি আদ সম্প্রদায়ের কাছে
 তাদের ভাই অর্থাৎ শোয়াইবকে প্রেরণ করলাম।

মূলকথা

(১) যদি কোন্ ব্যক্তি বা বস্তুর দু'টি নাম ব্যবহার করা হয় এবং দ্বিতীয় নামটি দ্বারা প্রথম নামটিকে সন্দেহমুক্ত ও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় নামটি কে عطف بیان ও প্রথম নামটিকে মبین বলে।

(২) দু'টি নামের যেটি বেশি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তাকে بیان عطف ও অপরটিকে মبین বানানো হয়।

(৩) কোন্ কোন্ নাহবিদের নিকট بیان عطف মানুষের আসল নাম অথবা উপনাম হওয়া জরুরী এবং بدل মানুষের নাম হওয়া জরুরী নয়।

(৪) উভয়টি উদ্দেশ্য হয় এবং بیان عطف ও مبدل منه ও بدل উভয়টি উদ্দেশ্য হয়না। বরং بدل টি মূল উদ্দেশ্য হয়, আর مبدل منه কে ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

اصول التركيب والاشتغال

তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

مركب غير مفيد मिले এবং এর তারকীবের নিয়ম بیان عطف মিলে

অন্যান্য এর মতো। অর্থাৎ পূর্বে عامل না হলে مبتدا অথবা بیان عطف البيان منصوب, مرفوع এবং عامل হলে তার চাহিদা অনুযায়ী خبر হবে। আর পূর্বে

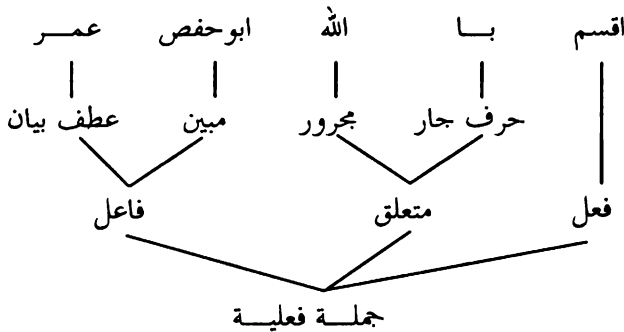
و مجرور হবে। নিম্নে তারকীবসহ বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

(১) بیان عطف মিলে مبتدا হওয়ার উদাহরণ :

আবু বকর (রাঃ) মা আয়েশা (رض) - ام المؤمنين عائشة (رض) بنت ابى بكر (رض)
عائشة, মুবাইয়ান, মিলে ইলাইহি মুযাফ ও মুযাফ ام المؤمنين (রা.) এর কন্যা।
و ابى بكر, মুবতাদা, মিলে মبین ও عطف بیان, আতফে বয়ান, মুযাফ ও بنت ابى بكر, মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর, مبتدا ও جمله اسمية মিলে خبر

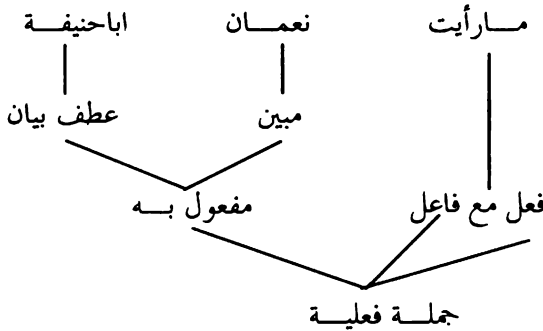
(২) بیان عطف মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ।

আবুহাফছ ওমর আল্লাহর নামে শপথ করেছেন।



(৩) আমি নো'মান অর্থাৎ আবু হানীফা (রঃ) কে দেখিনি।

আমি নো'মান অর্থাৎ আবু হানীফা (রঃ) কে দেখিনি।



অনশীলনী ৯

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله (الاعراف) او كفارة اطعام
 مساكين (المائدة) توفي محمد الله حافظجى حضور قبل عشرين سنة -
 اقسام بالله ابو حفص عمر - قال عبد الله بن الزبير - كان في بيت الله
 الكعبة ثلاث مائة وستون صنما قبل فتح مكة - يعيش المسلمون في دار
 الخلد الجنة - ويعيش الكافرون في دار الفناء جهنم -

অনশীর্ণনী ১

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

শান্তির ধর্ম ইসলাম অমুসলিমদের জন্যও মঙ্গলজনক। বশীরের ভাই নাসিম তার নাহবেমীর কিতাব মুখস্ত করেছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি ব্যবসা কেন্দ্র। তার ঐতিহ্য বুড়িগঙ্গা নদী এখন পর্যন্ত জীবিত। ছাত্রের বন্ধু কিতাব সর্বদা তার জন্য উপকারী। বুশরা তার বোন ছুমাইয়ার সাথে প্রতিদিন মাদ্রাসায় যায়। নিশ্চয় শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসা গুলো জাতি গঠনের কারখানা। আল্লাহর কিতাব কোরআন সকল জাতির জন্য হেদায়াত।

অনশীর্ণনী ৩

প্রশ্নমালা :

(ক) بیان عطف কাকে বলে।

(খ) দু'টি নামের কোন্টি بیان عطف হবে তা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে?

(গ) بیان عطف ও بدل এর মাঝে কোন্ পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে তার বিবরণ দাও।

(ঘ) بیان عطف এর তরজমা করার নিয়ম কি?

بيان القول والمقولة

- (১) وقالوا قلوبنا غلف তারা বলল, আমাদের অন্তর আবরণযুক্ত।
- (২) قل هاتوا برهانكم (হে নবী) আপনি বলেদিন, তোমরা তোমাদের প্রমাণাদি পেশ কর।
- (৩) فقلنا اضرب بعصاك الحجر সুতরাং আমি বললাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর।
- (৪) قال النبي الدين النصيحة নবী (সা.) বলেছেন, দীন হলো অন্যের হিত (কল্যাণ) কামনা করা।

আলোচনা

مقولة এর শাব্দিক অর্থ- কথা, বক্তব্য, বক্তব্য প্রদান করা ইত্যাদি। আর قول এর শাব্দিক অর্থ হল-বর্ণিত, যা বলা হয়েছে, উদ্দেশ্যমূলক বর্ণনা ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রতিটি উদাহরণ القول মাছদার থেকে নির্গত একটি করে فعل অর্থাৎ قالوا, قلنا, قال ও قل দ্বারা গঠিত আর প্রতিটি فعل এর পরে একটি করে مقولة - দ্বিতীয় - قلوبنا غلف। যেমন : প্রথম বাক্যে مقولة - দ্বিতীয় - এ বাক্যগুলো হল - الدين النصيحة এবং চতুর্থ বাক্যে هاتوا برهانكم - আর مقولة এর কথা দ্বারা এ বাক্যগুলোই হল মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

قول মাছদারের فعل বা شبه فعل এর পরে এধরনের বাক্যকে পরিভাষায় مقولة বলে এবং বাক্যটি ছাড়া বাকি অংশ দ্বারা গঠিত مقولة কে قول বলে। সুতরাং প্রথম বাক্যে قول ফে'ল ও ফায়েল মিলে مقولة হয়ে এবং দ্বিতীয় বাক্যে قول ফে'ল জুমলায়ে ইচ্ছামিয়া হয়ে مقولة হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে قول ফে'ল

ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে قول আর হাতাবرهানকম ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جملة مقولة হয়েছে।

এ বিষয়টিকে আরো একটু সহজ করে অন্যভাবে বলা যায় যে, القول মাছদার থেকে নির্গত فعل বা شبه فعل দ্বারা গঠিত বাক্যের به مفعول টি যদি جملة হয়, (চাই جملة اسمية হোক অথবা جملة فعلية হোক) তাহলে উক্ত مفعول به فاعل, فعل, فاعل মিলে অথবা فعل ও فعل মিলে মفعول به এবং مفعول به কে جملة فعلية গঠিত মিলে متعلق ও قول বলে।

তরজমার নিয়ম

যেহেতু قول টি সর্বদা جملة فعلية হয় এবং مقولة টি جملة اسمية ও جملة উভয়টি হতে পারে। অতএব, قول ও مقولة এর তরজমা পূর্বে উল্লেখিত جملة اسمية এবং جملة فعلية এর সাধারণ নিয়মেই হবে। তবে مقولة টি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী فعل এর به مفعول হলেও নিয়মানুযায়ী فعل এর পূর্বে তার তরজমা হবে না, বরং তার তরজমা হবে সর্বশেষে। যেমন : قال راشد : قل هاتوا برهانكم - রাশেদ বলল, আমি একজন নতুন ছাত্র। হে নবী! আপনি বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রমাণাদি পেশ কর।

বিঃ দ্রঃ القول মাছদার থেকে গঠিত فعل বা شبه فعل এর পরে যাকে বলা হয়, তার পূর্বে একটি 'ل' ব্যবহার হয়। কিন্তু তরজমার সময় ل এর কোন্ অর্থ উঠবে না। বরং به مفعول এর মতোই তরজমা হবে। যেমন: قلت لماجد আমি মাজেদকে বললাম।

মূল কথা

جملة - مفعول به এর شبه فعل বা فعل গঠিত থেকে মাছদার القول (১) হলে তাকে مقولة বাদে বাকি অংশ মিলে গঠিত جملة فعلية কে قول বলে। আর উক্ত به مفعول বাদে বাকি অংশ মিলে গঠিত جملة فعلية কে قول বলে।

(২) مقولة এর সাধারণ নিয়মে جملة فعلية ও جملة اسمية এর তরজমা ও قول হবে। তবে مقولة এর তরজমা শেষে হবে।

(৩) قول মাছদার দ্বারা গঠিত فعل এর পরে যাকে বলা হয় তার পূর্বে একটি “ل” ব্যবহার হয়।

اصول التركيب وامثاله

তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

مقولة এর সূত্র দু'টি।

(১) مقولة ও قول এর পূর্বে কোন্ عامل থাকবে না এবং مقولة ও قول মিলে جملة فعلية হয়ে বাক্য শেষ হয়ে যাবে।

(২) مقولة ও قول এর পূর্বে কোন্ عامل থাকবে এবং مقولة ও قول মিলে جملة فعلية হয়ে পূর্বের عامل এর معمول তথা পূর্ববর্তী جملة এর অংশ হবে।
নিম্নে مفعول এর বিভিন্ন তারকীব, সেই সঙ্গে قال এর مفعول টি جملة না হয়ে مفرد হলে তারও তারকীবসহ উদাহরণ পেশ করা হল।

(ক) قال এর مفعول টি مفرد হওয়ার উদাহরণ :

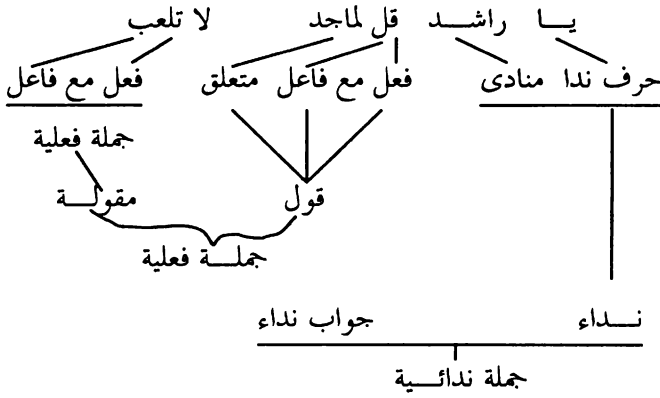
راشد فاعل، قال مفعول - রাশেদ সত্য বলেছে। এখানে فاعل ফায়েল এবং مفعول মাফউল। جملة فعلية মিলে হয়েছে।

(খ) مقولة মিলে বাক্য শেষ হয়ে যাওয়ার উদাহরণ :

قالو فاعل، وآلونا مفعول - তারা বলল, আমাদের অন্তর আবরণযুক্ত। এখানে فاعل ফায়েল ও ফায়েল মিলে হয়েছে।
جملة اسمية মিলে মুবতাদা ও খবর মিলে হয়েছে।
مبتدا এবং خبر হল غلف - ইলাইহি মিলে হয়েছে।
مقولة - অতঃপর قول ও مقولة মিলে হয়েছে।

(ঘ) مقولة মিলে جواب نداء হওয়ার উদাহরণ :

(হে রাশেদ তুমি মাজেদকে বলো, তুমি খেলোনা)।



অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলোর قول ও مقولة নির্ণয় করে তারকীব কর :

قل يا ايها الكافرون لا اعبد ماتعبدون (الكافرون) فقلنا ضرب بعصاك الحجر (البقرة) فلما رأوها قالوا انا لضالون (القلم) وهو يقول الهى اوجبت على خدمة مولاي نهارا (قليوبي) فقال له يا مولاي اريد منك ثلاثة شروط (قليوبي) فقالوا له ان الناس مستقيمون (قليوبي) قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة -

অনশীলনী - ২

قول ও مقولة এর প্রতি লক্ষ্য রেখে নিচের বাক্যগুলোর আরবী কর :

মাজেদ খালেদকে বলল, তুমি কি মাদ্রাসায় যাবে ? ইয়াছমিন ছুমাইয়াকে বলল, একা একা রাস্তায় বের হয়ো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন তার বান্দাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

- (১) قول ও مقولة কাকে বলে ?
- (২) قول ও مقولة এর তরজমা করার নিয়ম কি ?
- (৩) القول মাছদার দ্বারা গঠিত فعل এর পরে কার শুরুতে 'ل' আনা জরুরী ?
- (৪) قول ও مقولة এর তারকীব সূত্র কয়টি ও কি কি? তার বিবরণ দাও?
- (৫) قول ও مقولة যুক্ত কয়েকটি বাক্যের তারকীব করে দেখাও?

بيان الجملة الندائية

- (১) ياراشد اذهب الى المدرسة হে রাশেদ তুমি মাদ্রাসায় যাও ।
 (২) ايا فاطمة لا تكذبي হে ফাতেমা তুমি মিথ্যা বলো না ।
 (৩) يايحي خذ الكتاب بقوة হে ইয়াহইয়া শক্ত করে কিতাব ধর ।
 (৪) اللهم اغفر لي হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর ।
 (৫) يامعشر الشباب انتم مستقبل الامة হে তরুণ দল, তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ ।

আলোচনা

উপরের মিহালগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, বাংলা হোক অথবা আরবী হোক প্রতিটি বাক্যে কাউকে ডেকে বা আহ্বান করে আদেশ, নিষেধ, আকাংখা বা মনের কোন্ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এধরনের বাক্যকে جملة نداء বা আহ্বান সূচক বাক্য বলে। جملة نداء এর মাঝে মোট পাঁচটি অংশ থাকে। جواب ندا ও حرف ندا ، منادى ، منادى ، منادى

- (১) যে আহ্বান করে, তাকে منادى বলে।
 (২) যাকে আহ্বান করা হয়, তাকে منادى বলে।
 (৩) যেই হরফ দ্বারা আহ্বান করা হয়, তাকে حرف ندا বলে।
 (৪) حرف ندا ও منادى এ দুটিকে একত্রে ندا বলে।
 (৫) ডেকে বা আহ্বান করে যা বলা হয়, অথবা যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়, তাকে جواب ندا বলে।

অতএব، يايحي خذ الكتاب بقوة, বা হলো يا বা হলো এবং يايحي হলো جملة نداء অতঃপর এ দুটো মিলে হলো ندا এবং خذ الكتاب بقوة সব মিলে منادى محذوف যা منادى বা হলেন এ বাক্যের উল্লেখ থাকেনা বিধায় তারকীবের আছে। তবে সাধারণতঃ বাক্যের মধ্যে منادى উল্লেখ থাকেনা বিধায় তারকীবের ক্ষেত্রে তা আলোচনায় আসে না।

হরফেনিদা ও তার অর্থ

এ হিয়া ও ইয়া -এর মধ্যে অ ও ঐ, হিয়া, ইয়া, যা। মোট পাঁচটি হরফ নদ্য দু'টি দূরবর্তী নদ্য এর জন্য ব্যবহার হয় এবং ঐ ও ঐ নিকটবর্তী নদ্য এর জন্য ব্যবহার হয়। আর ই উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়। বাংলাতে সবগুলো হরফ এর অর্থ হবে 'হে'।

গঠনপ্রণালী ও ই-এর নদ্য

মিনী (২) منصوب (১)। দুই প্রকার। প্রথমতঃ নদ্য এর দিক থেকে ই-এর

হে খালেদের গোলাম। -ইয়ালাম খালদ : যেমন। হলে। মضاف টি নদ্য (১)

হে পাহাড়ে -ইয়াতালমা জিলা : যেমন। হলে। মশাবে মضاف টি নদ্য (২) আরোহন করী।

হে লোক আমার হাত ধর। -ইয়ালাখজিদী নকরা গ্রিমেন টি নদ্য (৩) যেমন : কোন্ ব্যক্তি বলল

আর ই-এর উল্লিখিত হরফ দুই ছুরতে।

ইয়ায়িদুন, ইয়ায়িদান, ইয়ায়িদ : যেমন। হলে। মফরদ معرفة (১)

ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২)

ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২)

ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২)

ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২)

ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২) ইয়ায়িলা : যেমন। হলে। নকরা মেনীة (২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ পর্যায়ে নদা ও منادى সম্পর্কে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করা হলো :

(১) مفرد শব্দটি আরবী ভাষায় চারটি জিনিষের বিপরীতে ব্যবহার হয়।

مضاف (গ)। جمع এর বিপরীত। تثنية (খ)। مركب এর বিপরীত। (ক)। ع شبه جملة ও جملة (ঘ)। এর বিপরীত। এ চার প্রকার থেকে منادى এর বহুত্বের মধ্যে مفرد দ্বারা مضاف ও مضاف إليه না হওয়া উদ্দেশ্য।

(২) الله শব্দটি منادى হলে শুরু থেকে حرف ندا কে ফেলে দিয়ে তার শেষে একটি মিম (তাশদীদ যুক্ত মীম) যুক্ত করা হয়। যেমন: اللهم আসলে ছিল ياالله

ও منادى معرفة হলে الف যোগে لام অর্থাৎ معرف باللام টি منادى (৩) দ্বারা ايها এর জন্য مؤنث এবং ايها এর জন্য مذكر এর মাঝে حرف ندا ফাছেলা আনা হয়। যেমন : ياايهاالناس اتقوا ربكم ، ياايهاالنفوس المطمئنة

(৪) চার জায়গাতে حرف ندا কে حذف করা যায়।

يوسف اعرض عن هذا : যেমন : علم টি منادى (ক)

ايهاالرجل : যেমন : ايها ও ايها এর পরে حرف ندا (খ)

ربناظلمنّاانفسنا، ربنا تقبل منا : যেমন : معرفة টি منادى (গ)

যেমন : اسم موصول টি منادى (ঘ)

من لايزال محسنا احسن الى ماجد

(৫) কোন্ قرينة বা علامت বিদ্যমান থাকলে منادى কে حذف করা যায়।

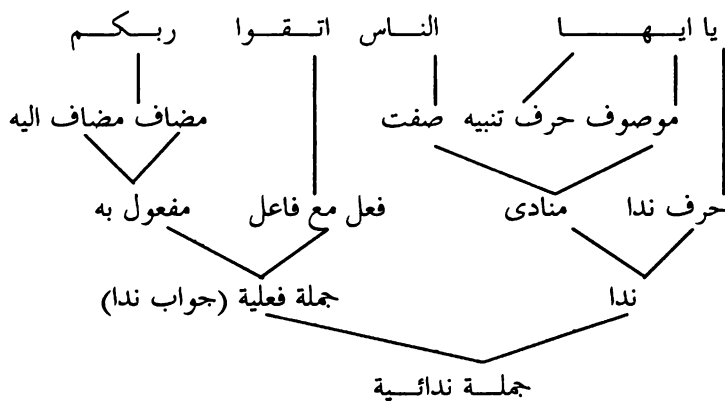
فعل قرينة হলো اسجدوا الاياها اسجدوا : যেমন : اسجدوا

এর পূর্বে حرف ندا এসেছে। আর নিয়ম হলো حرف ندا হবে اسم এর

গুরুত্ব। সুতরাং বুঝা গেল যে, يا এর পরে একটি اسم ছিল যা حذف করা

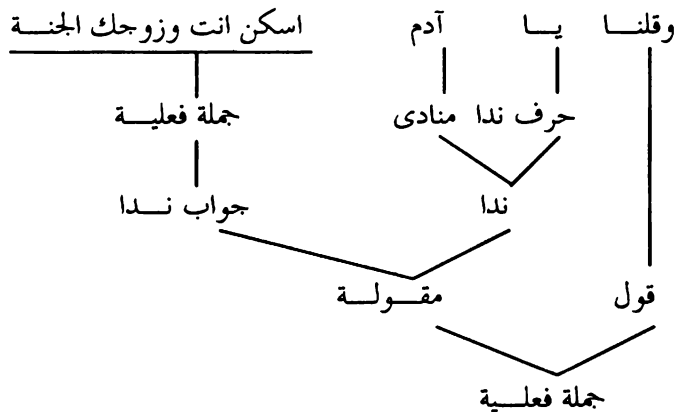
হয়েছে।

(৩) موصوف ای کہے ایتھا و ایہا এর পরے حرف ندا এবং পরবর্তী معرف باللام ইসমকে صفت এবং মাঝের ہا کہے تنبیہ کہے বলবে । অতঃপর موصوف و صفت मिले منادی বলবে । বাকী তারকীব পূর্বের নিয়মেই চলবে । যেমন :



উল্লেখ্য যে, কোন্ কোন্ সময় جملة ندائية হয়ে বাক্য শেষ হবে না বরং পূর্বের جملة-র অংশ হবে। সে ক্ষেত্রে جملة ندائية টি مركب غير مفيد হিসেবে গণ্য হবে। যেমন :

وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة



অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

يايحيى خذ الكتاب بقوة — ياايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك — ياايتهها
النفس المطمئنة ارجعى الى ربك — قال صحابي يارسول الله ماهذه الاضاحى
— رب زدنى علما — ياايهاالمزمل قم الليل الا قليلا — ربنا ظلمنا انفسنا — هيا
ليلى لم لاتحفظين درسك كل يوم -اللهم اجعلنى فى عينى صغيرا وفى اعين الناس
كبيرا -

অনশীলনী - ২

নিচের বাক্যগুলো আরবী কর :

আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) কে বললেন, হে মুসা ! তুমি লাঠি ধর। হে ফাতেমা
তোমার বান্ধবী কোন্ মাদ্রাসার ছাত্রী। হে প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! তোমরা জাতির
কাভারী। অতএব, সর্বদা জাতির জন্য নমুনা হওয়ার চেষ্টা কর। আল্লাহ তাআলা
আগুনকে আদেশ করলেন, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও
আরামদায়ক হয়ে যাও।

অনশীলনী - ৩

প্রশ্নমালা :

১. جواب ندا ও منادى ، منادى
২. উদাহরণ সহ منادى এর অعراب বর্ণনা কর?
৩. منادى টি কখন رفع علامত এর উপর মبنী হয়?
৪. কয় স্থানে ندا حرف কে حذف করা যায়?
৫. ندا বাক্যের কয় ছুরতে তারকীব করা যায় তা বর্ণনা কর?

بيان الشرط والجزاء

১। ان يذهب خالد الى المدرسة فيذهب ماجد

যদি খালেদ মাদরাসায় যায়, তাহলে মাজেদ যাবে।

২। ان تذهب الى السوق فاذهب الى السوق

তুমি যদি বাজারে যাও, তাহলে আমি যাব।

৩। فاذا قضيت الصلوات فانتشروا في الارض

যখন নাময আদায় করা হয় তখন তোমরা জমীনে ছড়িয়ে পর।

৪। متى تنم أم تومي যখন ঘুমাবে আমি তখন ঘুমাব।

৫। ان تقرأ سميّة فتقرأ بشرى যদি ছুমাইয়া পড়ে তাহলে বুশরা পড়বে।

আলোচনা

উপরোক্ত প্রত্যেকটি مثال এর মধ্যে দু'টি করে এমন বাক্য রয়েছে যার দ্বিতীয়টি সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রথমটিকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন : প্রথম مثال এর মধ্যে খালেদের মাদরাসায় যাওয়াটি মাজেদ মাদরাসায় যাওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ খালেদ গেলে মাজেদ যাবে আর খালেদ না গেলে মাজেদ যাবে না। ঠিক একই কথা প্রত্যেকটি উদাহরণের ক্ষেত্রে। সেই সংগে প্রত্যেকটি বাক্যের শুরুতে ان ، اذا ، متى ইত্যাদি একটি করে এমন শব্দ রয়েছে যার দ্বারা দুই বাক্যের মাঝে এধরনের সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। এরূপ সম্পর্কযুক্ত দু'টি বাক্য দ্বারা গঠিত جملة কে جملة شرطية বলে। যার প্রথম বাক্যকে شرط এবং দ্বিতীয় বাক্যকে جزاء বলে এবং দুই বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত শব্দটিকে كلمة شرط বলে। আবার কোন্ কোন্ সময় جزاء বাক্যের শুরুতে একটি “ف” ব্যবহার হয়, তাকে فاء جزائية বলে। فعل مضارع এর শুরুতে شرط আসলে তার শেষে جزم হবে।

কাজের শর্তাবলী

শর্তবোধক শব্দের অর্থ ও ব্যবহার

شرط এর اسم গুলো হতে পারে এবং حرف হতে পারে। উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত حرف গুলোকে شرطية اسماء গুলোকে এবং اسم গুলোকে شرطية বলে।

لو ও ان এর মাঝে اما ও লوما, লোলা, লো, ان পাঁচটি শর্তية এর অর্থ হলো যদি। আর اما অর্থ হলো- হয়ত।

كلما, كيف, لما, اذا, مهما, اينما, حيثما, اذا, ১৪টি اسماء شرطية انى, يا, কিছ, ما, যে, অর্থ, من, انى, اى, متى, اين, ما, من, اين, যে ব্যক্তি অর্থ, اى, যেখানে, যেথায়। এই চারটির অর্থ হলো- اينما ও اين, مهما ও كلما, যখন। এই চারটির অর্থ হলো- اذا, متى, বা বস্ত। এই দুটির অর্থ হলো- যখনই। كيف অর্থ যেভাবে।

এর গঠন পদার্থ ও এর

جملة কে আস্তে আনার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলো জানা আবশ্যিক।

فعل অথবা হোক দ্বারা فعل ماضى হবে। جملة فعلية সর্বদা شرط (১) কিন্তু ان تضرب اضرب, ان ضربت ضربت যেমন: مضارع দ্বারা হোক। ان যেমন: جملة اسمية হতে পারে এবং جملة فعلية হতে পারে। ان تكرمى اكرمك-যদি তুমি আমাকে সম্মান কর, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করব। ان تكرم الكبرفانت عاقل-যদি তুমি বড়দের সম্মান কর, তাহলে তুমি বুদ্ধিমান।

مضارع হয়, فعل مضارع - جزء এবং فعل ماضى যদি شرط (২) ان امننت بالله فتدخل الجنة যেমন: رفع ও উভয় হতে পারে।

যদি তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আন, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(৩) তরজমার ক্ষেত্রে جملة شرطية এর মধ্যে নতুন কোন্ পরিবর্তন হবে না।

جملة فعلية হোক অথবা جملة اسمية হোক বাكسমূহ এর جزء ও شرط, এমনিভাবে ماضى হোক বা مضارع হোক, নিজ নিজ নিয়মেই তরজমা হবে, তবে এতটুকু যে, فعل টি مضارع হলে তার মধ্যে শুধু مستقبل এর অর্থ হবে।

আর ماضى فعل হলে তাও مستقبل এর অর্থে হয়ে যাবে।

৪। অন্যান্য কলমে شرط এর ন্যায় كيف জزم দিবে না।

এর বারোটা

(ক) مضارع منفى — لا হয় অথবা مضارع مثبت যদি جزء তার শুরুতে فاء আসা ও না আসা উভয়টি বৈধ আছে। যেমনঃ

ان تشتمنى اشتمك / فاشتمك — ان تضربنى لا اضربك / فلا اضربك —

(খ) যদি جزء হয় অথবা نفى جحدبلم হয়, তাহলে তার শুরুতে فاء আনা যাবে না। যেমন :

ان احسنتم احسنتم لانفسكم - من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(গ) উল্লেখিত ছরতগুলো ছাড়া নয় ছরতে جزء এর শুরুতে فاء আনা আবশ্যিক। নয়টি ছরত নিম্নের ছকে চিহ্নিত করা হলো।

(১) আপনি যদি ان تعذبهم فاعذبهم عبادك : যেমন : جملة اسمية যদি جزء তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে তারা আপনারই বান্দা।

(২) যদি তোমরা ان-يكنتم تحبون الله فاتبعوني : যেমন : امر যদি جزء আল্লাহকে মুহাব্বত কর, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর।

(৩) যে-من حمل علينا السلاح فليس منا : যেমন : فعل جامد যদি جزء আমাদের উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৪) যে-من يأتنى فلن ارده خائبا : যেমন : فعل مضارع যুক্ত لن যদি جزء আমার নিকট আসবে, আমি তাকে নিরাশ করে ফিরাব না।

যেমন : যুক্ত সোফ ও সিন , قد إذا جزاء (৫)

যে তোমার এমন গুণের প্রশংসা করল যা
তোমার মাঝে নেই, সে তোমার নিন্দা করল।

যদি- ان تذهب فرما اذهب : যেমন । যুক্ত কাং অথবা رما যদি جزاء (৬) তুমি যাও, তাহলে আমি মাঝে মাঝে যাব ।

যদি-ان اعطيتني فراك الله خيرا : যেমন : جملة دعائية جزء (৭)
তুমি আমাকে দান কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

যদি তোমাকে এমন - ان سئلك بما لاتعلم فلا تجبه : যেমন : यदि হয়। جزء (৮) কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় যা তুমি জাননা, তাহলে তার উত্তর দানে বিরত থাক।

من يترك فان كان : যেমন : यदि شرط द्वारा আরম্ভ হয়। (৯) حسن السيرة ফার্মে যে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে সে যদি সৎ চরিত্রবান হয়, তাহলে তাকে সম্মান কর।

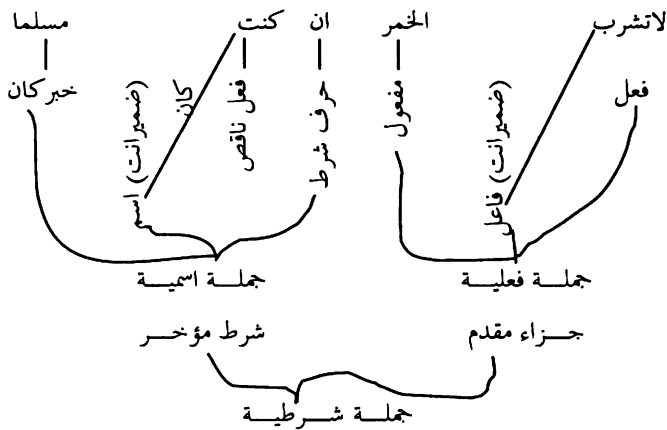
اصول الترتيب وامثالها

তারকীবের নিয়ম ও উদাহরণ

এবং حرف شرط হলে তাকে حرف টি কلمة شرط এর জمله شرطية (১) اسم বলে। প্রথম বাক্যটির তারকীব করবে এবং তাকে جملہ فاء থাকলে তাকে جملہ فاعلية বানিয়ে جملہ فاعلية এর শুরুতে جملہ اسمية (হোক বা جملہ فاعلية হোক) জملہ জرائية বলবে এবং দ্বিতীয় جملہ টিকে جملہ جرائية বলবে। সর্ব শেষে جملہ جرائية ও جملہ فاعلية মিলিয়ে جملہ جرائية বলবে। যেমন :

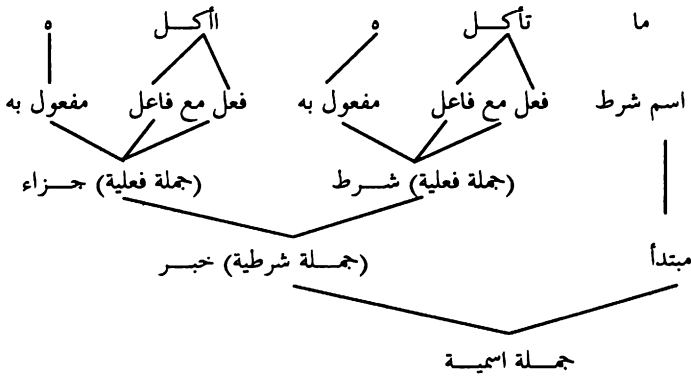
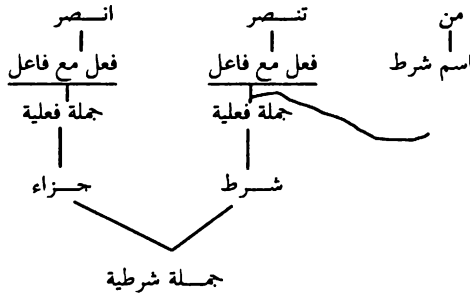
(ক) ফেল, তুমি যমীর তার মধ্যে ফায়েল।
ফায়েল, তুমি যমীর - شرط جملۃ فعلیة فاعل و فعل
মুতাকাল্লিম তার মধ্যে ফায়েল।
জাজ অতঃপর جملۃ فعلیة فاعل و فعل
। - جملۃ شرطیة فاعل و فعل

(খ) شرط سৰ্বদা আগে আসে এবং جزء পরে আসে। তবে কোন্ কোন্ সময় جزء আগেও আসে। সে ক্ষেত্রে جزء কে مقدم جزء এবং شرط কে شرط مؤخر বলে।

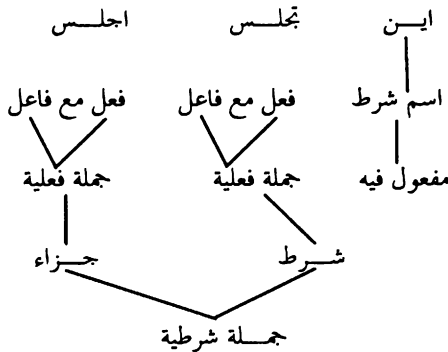


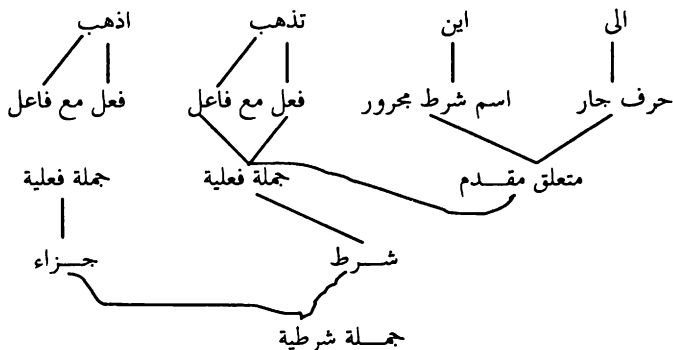
তবে কারো কারো মতে جزء সর্বদা পরেই আসে, কখনো مقدم হয় না। বরং
 شرط এর পূর্বে যে جملة টিকে جزء مقدم এর মতো মনে হয়, তাকে
 محذوف এর পরে جزء টি প্রকৃত দাল বলা হয় এবং প্রকৃত جزء টি شرط এর পরে
 থাকে। সে হিসেবে لاتشرب الخمر বাক্যটি جملة হয়ে جزء দাল এবং
 فلاتشرب الخمر এর পরে شرط এবং তার পরে جزء দাল বাক্যটি جملة হয়ে
 جزء ৩ এবং جزء দাল এর পরে جزء অতঃপর جملة টি
 হবে। شرطية

(গ) ائى ، من ، و ما শর্ত এর জন্য ব্যবহার হলে এবং পরবর্তী جمله এর মধ্যে به مفعول এর কোন্ ضمير না থাকলে এই শব্দগুলো به مفعول হবে, আর তুমি - من تنصر انصر : যেমন : مبتدا থাকলে এগুলো به مفعول এর কোন্ ضمير থাকলে এগুলো به مفعول হবে। যাকে সাহায্য করবে আমি তাকে সাহায্য করব।



انی ، اذا ، اذا ما ، حیثما ، مهما : (যথা) اسماء شرط ব্যবহৃত এর জন্য (য) ظرف (ঘ)
তরকীবে তার পরে আগত ফেয়েলের ফیه মفعول হয়ে
(ইনমা ও , متى , این) তারকীবে তার পরে আগত ফেয়েলের ফیه মفعول হয়ে
যেমনঃ তুমি যেখানে বসবে, আমি সেখানে বসব ।
شرط হবে ।





(চ) نفى جحد بلم অথবা فعل ماضى এর পরে شرط (চ) نفى جحد بلم অথবা فعل ماضى আসলে ইত্যাদি حتى، ثم، فا، واورতে উক্তি فعل ماضى এর জন্য হবে না, বরং جزء এ সকল حرف মুক্ত হবে এবং এ সকল حرف গুলো عطف এর জন্য গণ্য হবে। যেমন :

এখানে وان تلاها (আয়ে السجدة) فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها
 ثم دخل في سجدتها جزءا এবং তার পূর্বের বাক্যগুলো
 معطوف হলো এবং الصلاة فسجد جزء নয়, বরং এগুলো হলো
 حرف عطف হলো ثم ও فاء এবং

এমনিভাবে-

ومن تلاسجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فاعادها وسجد اجزائه
السجدة عن التلاوتين -

এখানে جزء اجزأته السجدة عن التلاوتين বাক্যটি রয়েছে।

(ছ) কোন্ কোন্ সময় جملۃ شرطیۃ - مرکب مفید - হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্বের বাক্যের অংশ হয়। যেমন : ان كنتم تحبون الله فاتبعوني এখানে قل ফেল ও ফায়েল মিলে جملۃ হয়ে قول এবং ان كنتم تحبون الله فاتبعوني জুমলায়ে শর্তিয়া হয়ে مقوله হয়েছে। অতঃপর قول ও مقوله মিলে جملۃ فعلیۃ হয়েছে।

(জ) কোন্ কোন্ সময় شرط বাক্যের ফে'ল محذوف থাকে। সে ক্ষেত্রে وان احد من যেমনঃ ফেল محذوف আছে, যা দال على জুমলা হয়ে استجارك شرط এবং فاعله তার ফاعল নিয়ে جملة হয়ে استجارك ফে'ল محذوف হয়েছে। আর فاعله জুমলা হয়ে جزء و شرط অতঃপর جزء و شرط جملة شرطية মিলে।

অনশীলনী - ১

নিচের বাক্যগুলোতে শর্ত ও জাযা চিহ্নিত করে তারকীব ও তরজমা কর :
فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية (التكاثر) فلولاً فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين (البقرة) اذا عظمت امة الدنيا نزعته عنه هبة الاسلام (الترمذی) من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة (المسلم) من اشترى شيئاً لم يره فالبیع جائز (المهداية) فاذا فرغت فانصب (الانشراح) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فليسهان فان لم يستطع فليقلبه (المسلم) -

অনশীলনী - ২

নিচের বাক্যগুলো এর ভিত্তিতে আরবী কর :
মাজেদ যদি স্কুলে যায়, তাহলে খালেদ স্কুলে যাবে। হে খালেদ তুমি যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, তাহলে আমি তোমাকে একটি মূল্যবান পুরস্কার দিব। যখন বান্দা আল্লাহর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ বান্দার হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সাঃ) ঘোষণা দিলেন- আজ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করবে সে আমান পাবে। তুমি যদি বড়দের সম্মান কর, তাহলে তুমি জ্ঞানী।

অনশীলনী - ৩

- (ক) جزء و شرط কাকে বলে?
- (খ) كلمة شرط কি? প্রত্যেকটি অর্থসহ উল্লেখ কর?
- (গ) جزء এর শুরুতে آء আসা না আসার দিক থেকে কত প্রকার ও কি কি?
- (ঘ) দু'টি جملة شرطية এর তারকীব করে দেখাও।

থেকে ভালবেসেছে। জ্ঞানের কারণে নাকি রূপের কারণে। কাজের কারণে নাকি অর্থের কারণে। কিন্তু যখন علما যোগ করে علما راشدًا বললো, তখন জুমলার نسبت থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং متكلم এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। একই কথা انت اجهل مني عملاً এর ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

তাহলে সংক্ষেপে বলা যায়, نصب বিশিষ্ট যে اسم নكرة তার পূর্বে অবস্থিত لفظ থেকে অথবা জুমলার نسبت থেকে সন্দেহ দূর করে তাকে تمیز বলে। আর যার থেকে সন্দেহ দূর করে তাকে মيز বলে। সুতরাং احدى عشر الى رأيت একই মর্মে হলে একই মর্মে এবং عشر একই মর্মে হলে একই মর্মে।



মুমাইয়াযের দৃষ্টিকোণ থেকে তামীযের প্রকারসমূহ

দু'ভাগের সবগুলো উদাহরণ মূল বিষয়ে এক রকম। অর্থাৎ উহাদের تمیز সমূহ নكرة ও منصوب হয়েছে। কিন্তু মيز এর দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যেমনঃ প্রথম ভাগের প্রত্যেকটি মيز হলো مفرد এবং দ্বিতীয় ভাগের মيز গুলো হলো জুমলা। অতঃপর প্রথম ভাগের মيز গুলো চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা : (১) عدد (সংখ্যা)। (২) وزن (দাড়ি পাল্লা বা বাটখারার মাপ)। (৩) كيل (পৈকা বা পাত্রের মাপ)। (৪) مساحة (দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য-প্রস্তের মাপ)। শেষ তিনটির প্রত্যেকের আবার একটি করে সাদৃশ্য প্রকার রয়েছে। যা নিম্নরূপ :-

(১) মাপ - দাড়িপাল্লা সাদৃশ্য মাপ। (২) মাপ - পৈকার সাদৃশ্য মাপ।

(৩) মাপ - দৈর্ঘ্য-প্রস্তের সাদৃশ্য মাপ।

অতঃপর تمیز টি যদি جملة থেকে হয়, তা আবার দুই প্রকার। যথা : (১)

غير منقول (২) منقول

- ১। ছিল مبتدا অথবা মفعول, فاعل প্রকৃতপক্ষে টি টমিয অর্থাৎ : منقول
 اشتعل الرأس شيئا : যেমন : অতঃপর তাকে রূপান্তর করে টমিয বানানো হয়েছে।
 ২। তিন আবার টি منقول সূত্রাৎ : اشتعل شيب الرأس ছিল আসল
 منقول عن المبتدأ (৩) منقول عن المفعول (২) منقول عن الفاعل (১) প্রকার
 ৩। না ছিল ইত্যাদি مفعول বা فاعل প্রকৃতপক্ষে টি টমিয অর্থাৎ : غيرمنقول
 বরং গঠনলগ্ন থেকেই টমিয ছিল। যেমন : لله دره فارسا : যেমন : বরং গঠনলগ্ন থেকেই
 চার টমিয الجملة ও সাত টমিয المفرد পর্যন্ত। তাহলে এ প্রকার ও
 প্রকার, মোট এগার প্রকার টমিয হল। যা উদাহরণ সহ নিম্নরূপঃ
 ৪। আমি এগারটি নিশ্চয়-اني رأيت احد عشر كوكبا : যেমন : টমিয عدد (১)
 দেখেছি।
 ৫। আমার নিকট একসের তৈল আছে। -عندى رطلان زيتا : যেমন - টমিয وزن (২)
 আমি দুই পাউন্ড গম ক্রয় করেছি। -اشتريت قفيزين برا : যেমন - টমিয كيل (৩)
 ৬। আমার এক ফারছাখ জমি আছে। -لى فرسخ ارضا : যেমন - টমিয مساحة (৪)
 যে যাররা -من يعمل مثقال ذرة خيرا يره : যেমন - টমিয مشابه وزن (৫)
 পরিমাণ ভাল আমল করবে সে তা দেখবে।
 ৭। আমার নিকট এক মুষ্টি গম আছে। -عندى خفنة حنطة : যেমন - টমিয مشابه كيل (৬)
 ৮। আসমানে -ما فى السماء قدر راحة سحابا : যেমন - টমিয مشابه مساحة (৭)
 হাতের তালু পরিমাণ মেঘ নেই।
 ৯। আল্লাহর জন্য -الله دره فارسا : যেমন - টমিয الجملة غير المنقول (৮)
 অশ্বারোহীর মঙ্গল।
 ১০। মাথার চুল -اشتعل الرأس شيئا : যেমন - টমিয الجملة المنقول عن الفاعل (৯)
 পেকে গেছে। আসলে ছিল اشتعل شيب الرأس।

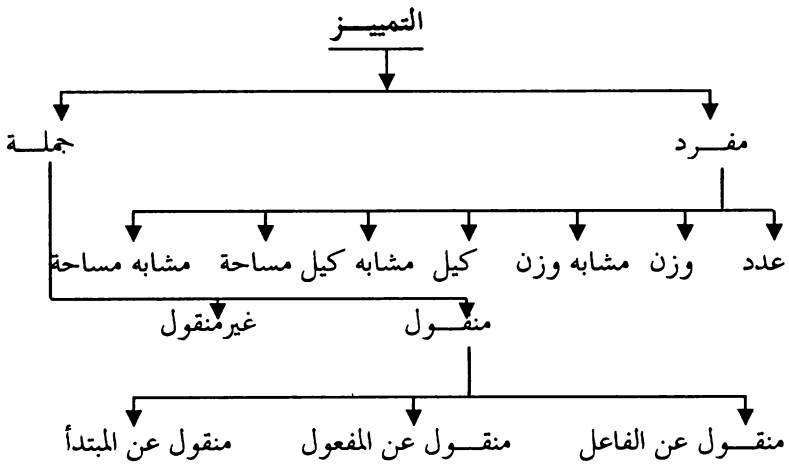
খালেদকে - احببت خالدا عملا : যেমন - تميز الجملة المنقول عن المفعول (১০)

আমলের কারণে ভালবেসেছি। আসলে ছিল احببت عمل خالد

আমি তোমর - انا اكثر منك مالا : যেমন - تميز الجملة المنقول عن المبتدأ (১১)

আমি অধিক তোমার মাল্য থেকে সম্পদে বড়। আসলে ছিল مالى اكثر من مالك

এর ছকটি নিম্নরূপ



اعراب التميز

তামিযের এ'রাব

وزن এর তামিয গুলো তিন প্রকারে ব্যবহার হতে পারে।

প্রথমতঃ পূর্বে ব্যবহৃত উদাহরণসমূহের ন্যায় منصوب হবে। দ্বিতীয়তঃ مضاف

হবে। তৃতীয়তঃ তামিয টি নিজ অবস্থায় থাকবে। আর তামিয এর শুরুতে একটি من

আসবে এবং তামিয টি مجرور হবে। নিচে তিনো প্রকারের উদাহরণ দেয়া হল :

(১) وزن : عندى مثقال ذهب/ مثقال ذهب/ مثقال من ذهب .

(٢) كيل : في القلة قدح سمسما / قدح سمسم / قدح من سمسم .

(٥) مساحة : اهدى الى ذراع حريرا/ذراع حرير/ذراع من حرير.

বিশেষ দ্রষ্টব্য : (১) **تمييز** কে **عامل** এর উপর **مقدم** করা যায় না, তবে **تمييز**

এর পূর্বে আনা যায়। যেমন : **طاب نفسا سليم- اشتریت لبنا رطلا**

(২) কখনো কখনো اسم مشتق হয় اسم جامد এর আসল হল تمیز

এটি ল'হে দরہ عالم : যেমন : صفت টি تمیز هته পারে, যদি উক্ত

মূলতঃ ছিল **الله در خالدها** **ناجحا** **الله** **دره** **رجلا** **علما**

اللہ در خالد تلمیذا ناجحا - حین

(৩) **حَال** কোন্ কিছুর অবস্থা বুঝায়, আর **حَال** এর মাঝে পার্থক্য হল **حَال** ও **حَال** তিম্জ

تمیز کوئی کیچھور ذات থেকে অস্পষ্টতা দূর করে।



তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

৩. তিনটি সূত্রের ترکیب এর মিমز ও تمیز

(১) معمول হিসাবে عامل ميمز و تميز (১) হবে।

(২) فاعل মিলে মিমز ও تمیز (২) হবে।

(৩) মفعول মিমز ও تمیز হবে।

تمییز ای تمییز المفرد : সবগুলো হবে معمول মিলে ও تمییز

ও عامل رافع মিলে পূর্বের عامل এর معمول হবে। তার পর পূর্বে যদি عامل رافع

হয়, তাহলে $\frac{1}{\text{টি معمول}}$ হবে এবং $\frac{1}{\text{টি معمول}}$ $\frac{1}{\text{عامل ناصب}}$ হলে $\frac{1}{\text{টি معمول}}$

হবে। আর টি معمول عامل جار হবে। منصوب হবে।

تمییز و تمییز الجملة المنقول عن الفاعل : হবে ফاعল মিলে ও تمییز

১। হবে। فاعل মিলে ও تمييز এই দুই ক্ষেত্রে الجملة المنقول عن المبتدا

এর তমিজ الجملة المنقولة عن المفعول : হবে مفعول মিলে তমিজ ও তমিজ সূরতে তমিজ সহ সবগুলোর তারকীব দেয়া হল :-

(ক) তমিজ মিলে مبتدا হওয়ার উদাহরণ :

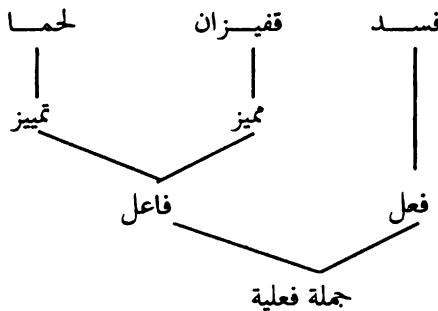
এবং حرف جار হল فى এখানে فى المدرسة اربعون استاذًا اربعون এবং خبر متعلق হয়ে মিলে جار مجرور অতঃপর مجرور المدرسة হল তমিজ আর استاذًا হল তমিজ এবার তমিজ মিলে مبتدا অতঃপর مبتدا خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

(খ) তমিজ মিলে خبر হওয়ার উদাহরণ :

مضاف হল خالد এবং مضاف হল مال এখানে مال خالد فرسخ ارضا আর মিলে مبتدا এবং فرسخ হল তমিজ আর مضاف اليه অতঃপর مضاف الىه جملة خبر মিলে مبتدا সুতরাং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

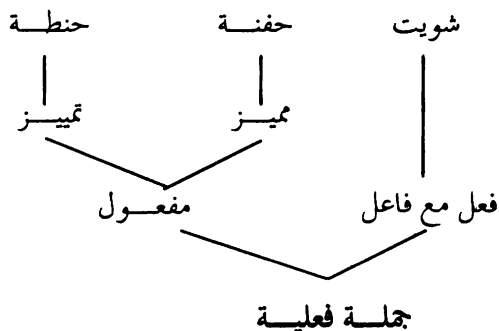
(গ) তমিজ মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ :

দুই কাফীয গোস্তু নষ্ট হয়ে গেছে। -فسد قفيضان لحما

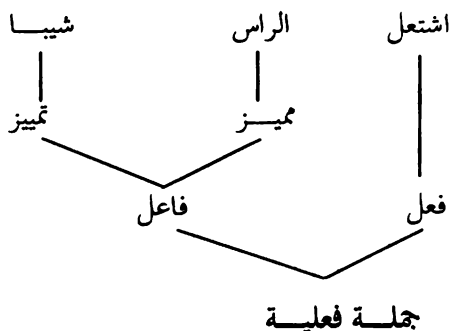


(ঘ) মিলে মিলে হওয়ার উদাহরণ : মিলে মিলে

شويت حفلة حنطة - আমি একমুঠো গম ভুনা করেছি।

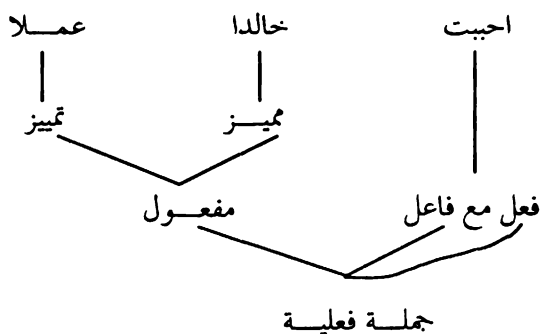


اشتعل الرأس شيباً : ४७२ उत्तर : १. वाक्य में 'शुभ' शब्द का प्रयोग वाक्य के मुख्य भाग में किया गया है। २. वाक्य में 'शुभ' शब्द का प्रयोग वाक्य के मुख्य भाग में किया गया है। ३. वाक्य में 'शुभ' शब्द का प्रयोग वाक्य के मुख्य भाग में किया गया है। ४. वाक्य में 'शुभ' शब्द का प्रयोग वाक्य के मुख्य भाग में किया गया है। ५. वाक्य में 'शुभ' शब्द का प्रयोग वाक्य के मुख्य भाग में किया गया है।

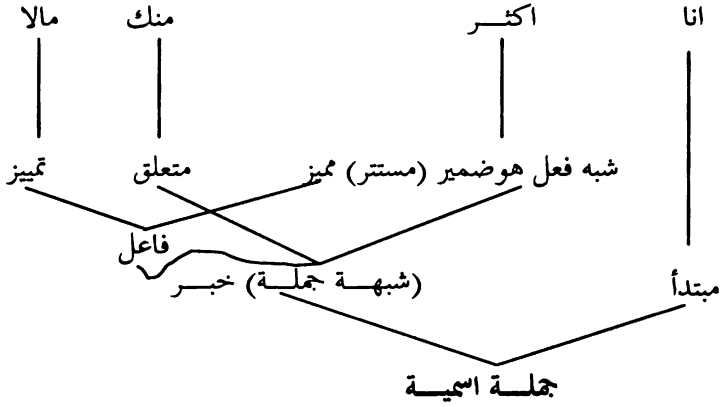


হওয়ার উদাহরণ : **تمييز الجملة المنقول عن المفعول مميز** ও **تمييز (চ)**

احییت خالدا عملا



৯ : هওয়ার উদাহরণ تمييز الجملة المنقول عن المبتدا
 انا اكثر منك مالا



অনশীলনী ১

নিচের বাক্যগুলোর ভরজমা ও তারকীব কর :

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا - غرست الارض شجرة - ان الذين كفروا
 وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهابا - كفى بالله شهيدا-
 قل نار جهنم اشد حرا - فسيعلمون من هو اضعف ناصرا واقل عددا - طاب
 زيد نفسا — وفجرنا الارض عيونا - انا اكثر منك مالا وولدا —

অনশীলনী ২

নিম্নোক্ত বাক্যগুলো আরবী কর :

আমি বারটি মাছ শিকার করেছি। মাজেদের নিকট এক বোতল মধু আছে।
 ফাতেমা তিনটি ঘড়ির মালিক। মধুর দাম দুধের চেয়ে বেশী। করীম রহীমের
 চেয়ে বয়সে বড়। ছাহাবাদের ইবাদত আমাদের ইবাদতের চেয়ে ছাওয়াব ও
 প্রতিদানের দিক দিয়ে উত্তম। মুরগীটি এক মুঠো চাল খেয়েছে।

بيان العدد والمعدود

- ১। (ক) هذا كتاب
ইহা একটি বই।
- (খ) هما تلميذان
তাহারা দু'জন ছাত্র।
- ২। (ক) اشترى ماجد ثلاثة اقلام
মাজেদ তিনটি কলম ক্রয় করেছে।
- (খ) في ميدان المدرسة خمس شجرات
মাদ্রাসার মাঠে পাঁচটি গাছ আছে।
- ৩। (ক) في الصف الرابع اثنا عشر تلميذا
চতুর্থ শ্রেণীতে বারজন ছাত্র।
- (খ) في الحوض خمسون سمكة
হাউজে পঞ্চাশটি মাছ আছে।
- ৪। (ক) في الطائرة مائة راكب
বিমানে একশ আরোহী।
- (খ) يصلى في هذا المسجد الف مصل
এ মসজিদে দু'হাজার মুসল্লি নামাজ পড়ে।

আলোচনা

اسم এখানে عدد ও معدود এর আলোচনা হচ্ছে। অর্থ সংখ্যা অর্থাৎ যে দ্বারা কোন্ কিছু গণনা করা হয়। আর معدود হলো যাকে গণনা করা হয়। উপরোক্ত উদাহরণগুলো عدد ও معدود কে চিনার জন্য প্রদত্ত হয়েছে, এ দু'টি বিষয়কে সহজে আয়ত্ত্ব করার জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকটির আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই প্রথমে معدود এর আলোচনা শুরু করা যাক।

اسم المعدود

মা'দুদ ব্যবহারের নিয়ম

উপরোক্ত উদাহরণগুলো চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের উদাহরণে একটি বই, দু'জন ছাত্র, এখানে একও দুই সংখ্যা ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আরবীতে তার জন্য واحد ও اثنان ব্যবহার হয় নি, বরং যে জিনিসটি গণনা করা উদ্দেশ্য তাকে একবচন আনলে واحد এবং দ্বিবচন আনলে اثنان এর অর্থ এসে যায়।

তবে কোন্ কোন্ সময় একবচন ও দ্বিবচন اسم কে দৃঢ় করার জন্য সংখ্যা দু'টি কে اسم দু'টির পরে উল্লেখ করা হয় এবং তারকীবে পূর্বের اسم এর صفت ধরা হয়। যেমন :

لعائشة ساعتان اثنتان ، عند فاطمة قلم واحد
موصوف صفت موصوف صفت

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলোতে ، ثلاثة اقلام ، خمس شجرات ، ثلاثي اثنتان ই جمع ও مجرور হয়েছে এবং এখানে তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে। আর এ সংখ্যাগুলোকে عدد اقل বা ছোট সংখ্যা বলে।

তৃতীয় ভাগের উদাহরণে ، اثنا عشر تلميذا ، خمسون سمكة ، ই معدود সবগুলো مفرد ও منصوب হয়েছে এবং এখানে এগার থেকে নিয়ে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে। এগুলোকে عدد اوسط বা মধ্যম সংখ্যা বলে।

এবারে চতুর্থ ভাগের উদাহরণ এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে، مائة راکب ، مائة معدود ، الفامصل ، مائة راکب و عدد اعلیٰ বা বড় عدد এ দু'টি সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে। এগুলোকে عدد اعلیٰ বলে।

তাহলে এ আলোচনার দ্বারা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে, এক এবং দুই এই সংখ্যা দু'টি বুঝার জন্য عدد এর প্রয়োজন হয় না। বরং যে কোন্ اسم কে একবচন ব্যবহার করলে এক সংখ্যা এবং দ্বিবচন ব্যবহার করলে দুই সংখ্যাটি বুঝে আসে। আর এছাড়া সমস্ত عدد গুলো বা مميز এর عدد اعلیٰ ও عدد اوسط ، عدد اقل । দৃষ্টিকোণ থেকে মূল তিন ভাগে বিভক্ত। جمع مجرور সর্বদা معدود এর عدد اقل - সেই সংগে একথাও বুঝে আসল যে, عدد اعلیٰ সর্বদা معدود এর عدد اوسط হবে। এবং عدد اوسط সর্বদা معدود এর عدد اقل হবে।



আদাদ ব্যবহারের নিয়ম

عدد ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র مذکر ও مؤن্থ হওয়া না হওয়া টিই এখানে আলোচ্য বিষয়। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত উদাহরণগুলোর প্রতি নয়র করলে নিম্নরূপ ফলাফল বের হয়ে আসবে।

(১) واحد এর معدود এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ معدود এর واحد টি عدد হলে عدد টি عدد হলে عدد টি عدد হবে এবং واحد এর معدود এর واحد টি عدد হলে عدد টি عدد হবে। যেমন : عشرة كراسات ، عشرة دراهم ، ثلاث شجرات ، ثلاثة اقلام : যেমন (২) এগার ও বার, একুশ ও বাইশ, এমনিভাবে একানকই ও বিরানকই পর্যন্ত عدد এর উভয় অংশ অনুযায়ী হবে। যেমন :

اثنتان وعشرون امرأة ، اثنان وثلاثون رجلا ، اثنتا عشرة امرأة

(৩) তের থেকে উনিশ, তেইশ থেকে উনত্রিশ, এমনিভাবে তিরানকই থেকে বিরানকই পর্যন্ত عدد এর প্রথম অংশ এর বিপরীত এবং দ্বিতীয় অংশ এর মুওয়াফেক হবে।

اربعة عشر تلميذا ، تسع و ثمانون كراسا ، تسعة وعشرون قلما ، اربع عشرة تلميذة

এর مؤন্থ ও مذکر সংখ্যা দশক পর্যন্ত একই রকম থাকবে। যেমন :

ثلاثون رجلا ، الف امرأة ، ألف رجل ، مائة كراسا ، مائة كتاب ، تسعون كراسا ، تسعون قلما ، ثلاثون امرأة

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এপর্যায়ে عدد ও معدود সম্পর্কে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা প্রদান করা হচ্ছে :

(১) সংখ্যাটি যদি ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার معدود হয়, তাহলে তা নিয়ম মাসিক مجرور হবে ঠিক, কিন্তু جمع হবে না। যেমন :

تسع مائة ، ست مائة ، ثلاث مائة

(২) عدد এর সাথে যদি معدود কে ব্যবহার করা না হয়, তাহলে عدد টি صمت خمسة ايام : যেমন উভয় রকম ব্যবহার হতে পারে। যেমন : صمت خمسة ايام থেকে صمت خمسة বা صمت خمسة ايام মা'দুদকে হযফ করা হলে উভয় রকম পড়া যায়।

جمع ও তثنیه এদুটির مفرد مجرور যেরূপ معدود এর الف ও ماء (৩) এর مفرد مجرور হবে। এবং مؤنث ও مذکر ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: الف رجل، مؤنث امرأة - الوف رجل، الف امرأة

মذكر اسم এর صفت হয়, তখন مذكر واحد (৪) كتاب- كراستان : যেমন এর موصوف এর ক্ষেত্রে مؤنث ও صفت اسم এর موصوف তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা যখন কোন مذكر واحد হয়, তখন موصوف এর বিপরীত হয়। যেমন: المحصورات الاربع (চারটি সীমানা) التلاميذ الاربعة (চার জন ছাত্র)।

(৫) এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে فاعل এর ওজনে আনা হলে عدد
عاشرة، عاشر। প্রথম حادية، حادی : যেমন বা ক্রম সংখ্যা বুঝায়।
দশম।

(৬) দশ এর পরে যৌগিক সংখ্যাগুলোকে ক্রম সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হলে শুধু প্রথম একক সংখ্যাকে **فعل** এর ওজনে আনতে হবে এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ দশম সংখ্যাকে নিজ অবস্থায় রেখে দিতে হবে।

خامسة عشرة ، ا (একাদশ) حادية عشرة -حادى عشر : যেমন
 خامس واربعون - خامسة واربعون ا (পঞ্চদশ) خامس عشر
 (পয়তাল্লিশ তম)।

(৭) বিশ থেকে নব্বই পর্যন্ত দশকসংখ্যা এবং তার ক্রমসংখ্যার ওজন একই।
অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যাটিই ক্রম সংখ্যার জন্য ব্যবহার হয়। فاعل এর ওজনে

বানাত্তে হয় না। যেমন : الكتاب الثلاثون (ত্রিশটি বই)।
(ত্রিশতম বই)।

(৮) একক, দশক, শতক ও হাজার ইত্যাদি অনেক সংখ্যা একত্রে ব্যবহার হলে
عدد অনুযায়ী তার সাথে সংলগ্ন এবং اعراب তার সাথে সংলগ্ন
عندى ثلاثة ومائة والفا قلم عندى الفان ومائة وثلاثة ارقام
হবে। যেমন :

طريقة كتابة الاعداد بالعربية

লিখিত সংখ্যা পড়ার নিয়ম

যদি একক, দশক, শতক, হাজার ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর যৌথ ব্যবহার অংকে
লিখা থাকে, তাহলে তা ইবারতে পড়ার দু'টি নিয়ম। ছোটসংখ্যা থেকে
বড়সংখ্যা ও বড়সংখ্যা থেকে ছোটসংখ্যা। যা নিম্নের নকশায় দেখানো হলো।

সংখ্যাগুলো ইবারতে	সংখ্যাগুলো অংকে	
في المدرسة اثنان وثلاثون وخمسة مائة تلميذ	১	في المدرسة ৫৩২ تلميذ
في المدرسة خمس مائة واثنان وثلاثون تلميذا		
صرفت خمسة وعشرين وثلاث مائة واربعة الاف ريال	২	صرفت ৪৩২৫ ريال
صرفت اربعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وعشرين ريالا		
في الجامعة خمسة وثلاث مائة وخمسة عشر الف تلميذ	৩	في الجامعة ১৫৩০৫ تلميذ
في الجامعة خمسة عشر الفا وثلاث مائة وخمسة تلاميذ		
في القرية ثلاثة واربع مائة واحد عشر الفا ومئتا الف ساكن	৪	في القرية ২১১৪০৩ ساكن
في القرية اربع الف واحد عشر الفا وثلاث مائة وثلاثة سكان		

একক থেকে মহাসংখ্যা

আরবীতে একক, দশক, শতক ও হাজার এই চার ধরনের সংখ্যা ছাড়া আরো
মোলটি সংখ্যা ব্যবহার হয়। মোট বিশটি সংখ্যা ও তার পাশাপাশি বাংলা
সংখ্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

বাংলা	عربي		বাংলা	عربي	
এক লক্ষ	مئة الف	৬	একক	احد	১
দশ লক্ষ /মিলিয়ন	الف الف/مليون	৭	দশক	عشرات	২
এক কোটি	عشرة مليون	৮	শতক	مئة	৩
দশ কোটি	مئة مليون	৯	হাজার	الف	৪
একশত কোটি	الف مليون	১০	দশ হাজার	عشرة آلاف	৫

বাংলা	عربي		বাংলা	عربي	
একহাজার বিলিয়ন	الف بليون	১৬	একহাজারকোটি	عشرة آلاف مليون	১১
দশহাজার বিলিয়ন	عشرة آلاف بليون	১৭	দশহাজার কোটি	مئة الف مليون	১২
একলক্ষ বিলিয়ন	مئة الف بليون	১৮	এক লক্ষ কোটি/ এক বিলিয়ন	الف الف مليون/بليون	১৩
দশলক্ষ বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন	عشرة الف بليون/ترليون	১৯	দশ লক্ষ কোটি দশ বিলিয়ন	عشرة بليون	১৪
দশ ট্রিলিয়ন বা মহাসংখ্যা	عشرة ترليون	২০	একশ লক্ষ কোটি একশত বিলিয়ন	مئة بليون	১৫

সংখ্যাগুলোকে শূন্যের মাধ্যমে এভাবে নির্ণয় করা যায়- ১ এর সামনে একটি শূন্য হলে দশ, দু'টি শূন্য হলে একশত, তিনটি শূন্য হলে এক হাজার, চারটি শূন্য হলে দশ হাজার, পাঁচটি শূন্য হলে একলক্ষ, ছয়টি শূন্য হলে দশলক্ষ,

সাতটি শূন্য হলে এককোটি। এরূপভাবে একটি করে শূন্য বাড়ালে একটি করে সংখ্যা বাড়বে। এমনকি একের সামনে উনিশটি শূন্য হলে শেষ সংখ্যাটি عشرة ترليون বা মহা সংখ্যা গঠিত হয়।

মূল কথা

(১) যে اسم দ্বারা কোন্ কিছু গণনা করা হয়, তাকে عدد বলে। আর যাকে গণনা করা হয়, তাকে معدود বলে।

(২) ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাকে اقل عدد বলে। ১১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে اوسط عدد এবং ১০০ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে اعلى عدد বলে।

(৩) اقل عدد এর সংখ্যা সর্বদা مجرور হবে। اوسط এর সংখ্যা সর্বদা مفرد منصوب হবে। আর اعلى এর সংখ্যা সর্বদা مفرد منصوب হবে।

(৪) عدد এর বিপরীত হবে। اقل عدد টি معدود এর বিপরীত হবে। اوسط এর উভয় অংশ معدود এর উভয় অংশ ১১-১২ এমনিভাবে ৯১-৯২ পর্যন্ত সংখ্যা অনুযায়ী হবে। আর ১৩-১৯ এমনিভাবে ৯৩ থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যার প্রথম অংশ معدود এর বিপরীত হবে।

(৫) عدد এর مؤنث ও مذکر সংখ্যা এবং দশক সংখ্যা এবং তদোর্ধ্ব সংখ্যা اقل و الف , مائة এর ক্ষেত্রে সর্বদা একই রকম থাকবে।

(৬) বড় এবং ছোট অনেক সংখ্যা একত্রে ব্যবহার হলে তা পড়ার সময় ছোট থেকে বড় ও বড় থেকে ছোট উভয় নিয়মে পড়া যায়।



ভারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

عدد ও معدود মিলে সর্বদা পূর্ণবাক্যের একটি অংশ হয়। সে অংশটি আবার অন্যান্য منصوب এর মত পূর্বের عامل এর চাহিদা অনুযায়ী غير مفيد , مرفوع , مجرور হতে পারে। অতঃপর এই তিনটির প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন

প্রকারের হতে পারে। যার উদাহরণ ও তারকীব সামনে আসবে। তবে তারকীব আরম্ভ করার পূর্বে তিনটি বিষয় আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

(ক) তারকীবের সময় عدد و معدود কে عدد و معدود বলে তারকীব মিলানো যায়। আবার عدد কে مميز ও معدود কে مميز ও বলা যায়। যেমনঃ
میلانো যায়। আবার عدد কে مميز ও معدود কে مميز ও বলা যায়।
আবার عدد কে مميز ও معدود কে مميز ও বলা যায়।

(খ) ২১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত عدد গুলোর একক ও দশক সংখ্যার মাঝে একটি واؤ বসে। এমনিভাবে একক, দশক, শতক, হাজার এবং তদোধের সংখ্যাগুলো যখন একত্রে ব্যবহার হয়, তখনও প্রত্যেক দুই সংখ্যার মাঝে একটি واؤ বসে।
যেমন : একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার সাতশ পনের জন ছাত্র। এর আরবী হবে-

مائة وخمسة وثلاثون الفا وسبع مائة وخمسة عشر تلميذا

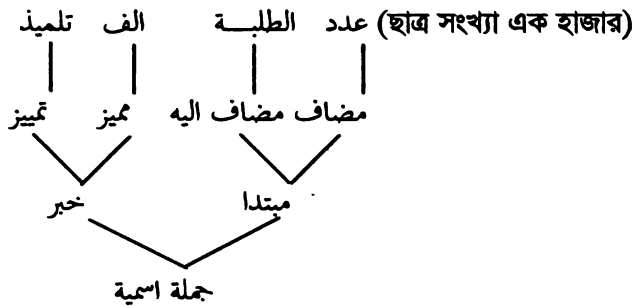
(গ) একক, দশক, শতক, হাজার এবং তদোধের সংখ্যাগুলো যখন একত্রে ব্যবহার হয় এবং প্রত্যেক দুই সংখ্যার মাঝে একটি করে واؤ বসে, তখন
معطوف ও معطوف عليه এর নিয়মে সবগুলো সংখ্যা মিলিয়ে عدد বলা হয়।
معطوف ثانى , তার পরের গুলোকে ,
معطوف عليه ও معطوف ইত্যাদি বলে সর্বশেষে عدد বলা হয়। যেমন :
في المدرسة الف الف وخمسة واربعون الفا وثلاث مائة وعشرين
معطوف عليه الف الف هـ لو خير مقدم আর الف الف هـ لو في المدرسة كتابا
معطوف ثانى হল ثلاث مائة আর معطوف اول হল خمسة واربعون
عدد معطوف عليه ও معطوف অতঃপর معطوف ثالث হল عشرين
خير و مبتدا مبتدا হয়েছে। مميز مميز ও مميز مميز আর كتابا مميز
মিলে جملة اسمية হয়েছে। নিম্নে তারকীব সহ আরো কতিপয় উদাহরণ দেয়া
হল।



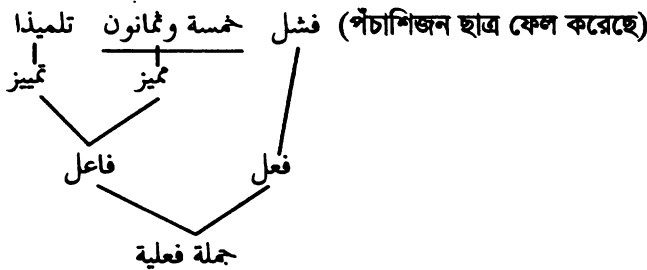
(১) عدد و معدود মিলে হওয়ার উদাহরণ :

مؤجاف ى مؤجاف عند (আমার নিকট তিনটি কলম আছে) عندى ثلاثة اقلام
ظرف متعلق এর সাথে ثابت مضاف اليه ও مضاف ইলাইহি
কে متعلق যমীর তার মধ্যে ফায়েল এবং শিবহে ثابت
নিয়ে مؤجاف মুমাইয়ায, ثلاثة মুযাক মুমাইয়ায, اقلام মুযাক
خبر مقدم ও مبتدا مؤخر -مبتدا مؤخر মিলে مميز ও تمييز
ইলাইহি তামীয।
মিলে جملة اسمية হয়েছে।

(২) عدد و معدود মিলে خبر হওয়ার উদাহরণ :

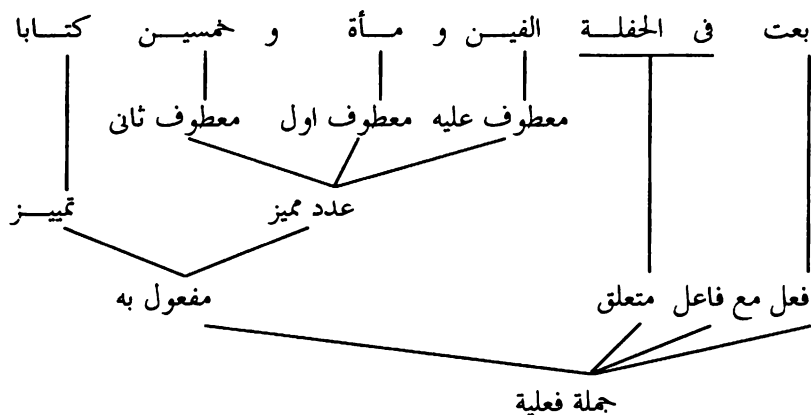


(৩) عدد و معدود মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ :



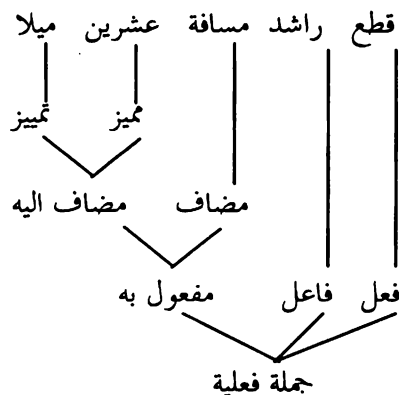
(৪) عدد و معدود মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ :

(আমি মাহফিলে দুই হাজার একশত পঞ্চাশটি বই বিক্রি করেছি)



(৫) হওয়ার উদাহরণ : মিলে معدود ও عدد (৫)

রাশেদ বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছে।



অনশীলনী

নিচের বাক্যগুলোর তরজমা ও তারকীব কর :

والهكم اله واحد (البقرة) سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام (الحاقة) قال النبی

صلی الله علیه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما (مشكوة) فی الجامعة القرآنية لال

باغ ثلاثة وثلاثين استاذًا ، ان هذا اخي له تسع وتسعون نعمة ولى نعمة

واحدة (ص) قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلا ببلاء فتكتمه ثلاثة ايام
صبرا واحتسابا كان له اجر شهيد

অনশীলনী ১

নিম্নের বাক্যগুলোর আরবী কর :

নিশ্চয় আমাদের প্রভু মাত্র একজন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তিন জন ছেলে, চার জন মেয়ে এবং এগারজন স্ত্রী ছিল। দশজন সাহাবী (রাঃ) দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ অর্জন করেছেন। ওমর (রাঃ) দশবৎসর, ছয়মাস, পাঁচদিন খলিফা ছিলেন। বাদশা হারুনুর রশীদ তেইশ বৎসর দুইমাস আঠার দিন খলিফা ছিলেন। কোরআন শরীফ তেইশ বৎসরে নাজিল হয়েছে। হাফেজ্জী হজুর (রা.) সাতানব্বই বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। নূহ নবী তাঁর উম্মতকে সাড়ে নয়শত বৎসর দাওয়াত দিয়েছেন।

অনশীলনী ২

(ক) عدد و معدود কাকে বলে? (খ) তিন প্রকার عدد এর ব্যবহার দেখাও।

(গ) عدد প্রকারের عدد اعلى و عدد اوسط, عدد اقل (ঘ) তিন প্রকারের عدد مؤنث ও مذکر সংখ্যার ذكر و مؤنث একই রকম?

بيان الحروف الرابطة

প্রিয় পাঠক! দু'টি শব্দ বা বাক্যের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে অনেক হরফ ব্যবহার হয়ে থাকে। যে গুলোকে حروف رابطة বা সংযোগ স্থাপনকারী হরফ বলে। আবার এগুলোর মধ্যে এমনও আছে যে, একই হরফ বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্র বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় এবং অর্থের ভিন্নতার কারণে তারকীবও ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং বাক্যের শুদ্ধ তরজমা ও সঠিক তারকীব বুঝার জন্য এসকল হরফের অর্থ ও ব্যবহার পদ্ধতি জানা আবশ্যিক। এ ধরনের হরফ হল ১০টি। যা কবিতা আকারে নিম্ন রূপ।

واو وفا و ثم حتى لا و بل + او و اما ام و لكن بے خلل

নিম্নে তারকীব ও তারকীবপদ্ধতি সহ সংক্ষেপে সবগুলোর আলোচনা প্রদান করা হলো।



واو অর্থ : এবং, ও, আর, এমতাবস্থায়, খুব কম সংখ্যক ইত্যাদি। এটি প্রথমত সাত ভাগে বিভক্ত।

(৬) واو القسم (৫) واو بمعنى مع (৪) حالية (৩) استتافية (২) عاطفة (১)

زائدة (৭) واو بمعنى رب

(১) واو عاطفة : যে একথা বুঝায় যে, معطوف عليه এর জন্য যে

সাব্যস্ত করা হয়েছে সময়ের আগ-পিছ কোন্ ব্যবধান ব্যতীত ছব্ব সে

معطوف ই এর জন্যও ثابت করা হয়েছে। তাকে واو عاطفة বলে।

بيان এর বিস্তারিত আলোচনা এবং معطوف ও معطوف عليه

এর অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে, বিধায় এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

(২) **جملة** দু'টি **واو** : **যে** **واو** **استنافية** (২) **جملة** এর সাথে **পরবর্তী** **جملة** এর কোন্ সম্পৃক্ততা থাকে না। অর্থাৎ **جملة** দু'টি মিলে **পূর্ববর্তী** কোন্ **عامل** এর **معمول** হয় না, তাকে **استنافية** **واو** বলে। যেমন: **كتب التلميذ الدرس واخذت الام تحضر المائدة** - ছাত্র ছবক লিখল আর মা খানা হাজির করতে লাগলেন। এখানে **واو** এর পূর্বের বাক্য এবং পরের বাক্য **استنافية** **واو** এ দু'টির মাঝে কোন্ জোড় নেই। অর্থাৎ **جملة** দু'টি মিলে পূর্বের কোন্ **عامل** এর **معمول** হয়নি অথবা পূর্বের বাক্যের অংশ হয় নি।

১. এর নিয়ম ও উদাহরণ

واو استنافية কে **واو** **تركيب** করে **واو** এর সময় পূর্বের বাক্যের **واو استنافية** বলে চলে যাবে এবং পরের বাক্যের ভিন্ন **تركيب** করবে, উভয়টি মিলাবে না। যেমন :

<u>كتب التلميذ الدرس</u>	و	<u>اخذت الام تحضر المائدة</u>
جملة فعلية		جملة فعلية

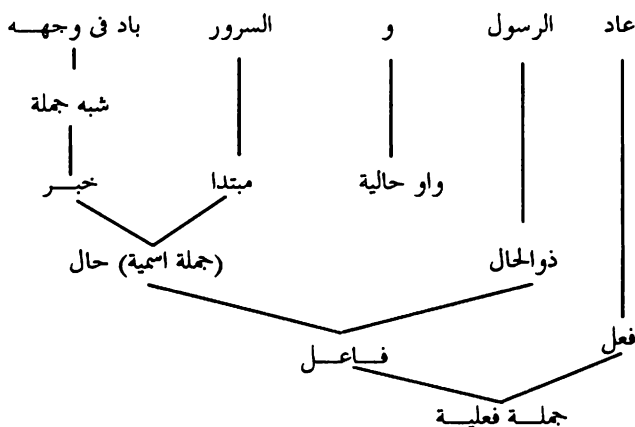
(৩) **ذو الحال** ও **حال** এর শুরুতে **واو** **حالية** (৩) **جملة** এর মাঝে **ذو الحال** ও **حال** এর শুরুতে **واو** **حالية** **جملة** হোক অথবা **واو** **حالية** **جملة** হোক, উভয়ের শুরুতে **واو** আসতে পারে। যেমন : **عاد الرسول والسروباد في وجهه** - বার্তাবাহক ফিরে এলেন এমন অবস্থায় যে তার চেহারায় আনন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

بمجرد **واو** **حالية** - **ر** **علامت** **واو** **حالية** **جملة** হোক অথবা **واو** **حالية** **جملة** হোক, উভয়ের শুরুতে **واو** আসতে পারে। যেমন : **عاد الرسول والسروباد في وجهه** - বার্তাবাহক ফিরে এলেন এমন অবস্থায় যে তার চেহারায় আনন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

بمجرد **واو** **حالية** **جملة** হোক অথবা **واو** **حالية** **جملة** হোক, উভয়ের শুরুতে **واو** আসতে পারে। যেমন : **عاد الرسول والسروباد في وجهه** - বার্তাবাহক ফিরে এলেন এমন অবস্থায় যে তার চেহারায় আনন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

১২২ এর নিয়ম

বলে চলে **واو** حال **কে** **واو** **ও** **ذو الحال** **কে** **مفعول** বা **فاعل** **এর** **পূর্ববর্তী** **واو** **যাবে** **এবং** **পরবর্তী** **جملة** **কে** **حال** **বলবে**। **অতঃপর** **حال** **ও** **ذو الحال** **মিলিয়ে** **فاعل** **বা** **مفعول** **বলবে**। **আর** **واو** **কে** **মিলানো** **হবে** **না**।



(৪) **مع** : **واو** **مع** অর্থাৎ সাথে অর্থ প্রদান করে এবং তার পরবর্তী **اسم** কে **مفعول** বলা হয়, তাকে **مع** বলে।

কে اسم তার পরের বলবে واو بمعنى مع واو ৪ নিয়ম এর ترکیب
 مفعول معه এর মত مفعول অন্যন্য এর সাথে فعل এর পর অতঃপর বলবে مفعول معه

কে اسم পরবর্তী এবং তার অর্থ প্রদান করে शपथ এর वाو : वाوالقسم (৫) বলে। वाوالقسم তাকে দেয় جر

ফে'ল احلف অফম একটি সর্বদা পূবে এর واو قسم : এর নিয়ম তরকীব
جر পরবর্তী এবং তার পর واو القسم কে এর পর অতঃপরে নিতে হবে।
অফম قسم ফে'ল পূর্বের মাজরুর جر ও মাজরুর اسم কে
মিলায়ে متعلق ও فاعل , فعل পর অতঃপরে এর সাথে احلف এর

Diagram illustrating the structure of a sentence (جمله) and its components:

- جمله فعلية (Active Sentence) is derived from لاساعدن المساكين (We do not help the poor).
- جمله فعلية (Active Sentence) is composed of:
 - فعل مع فاعل (Verb with Subject): لاساعدن (We do not help).
 - متعلق (Object): المساكين (the poor).
- جمله قسمية (Categorical Sentence) is derived from جواب قسم (Answer to a question).
- جمله قسمية (Categorical Sentence) is composed of:
 - قسم (Question): جواب قسم (Answer to a question).
 - قسم (Answer): لاساعدن (We do not help).

(۱) ان تذهب واللہ اذهب (۲) واللہ ان تذهب اذهبن

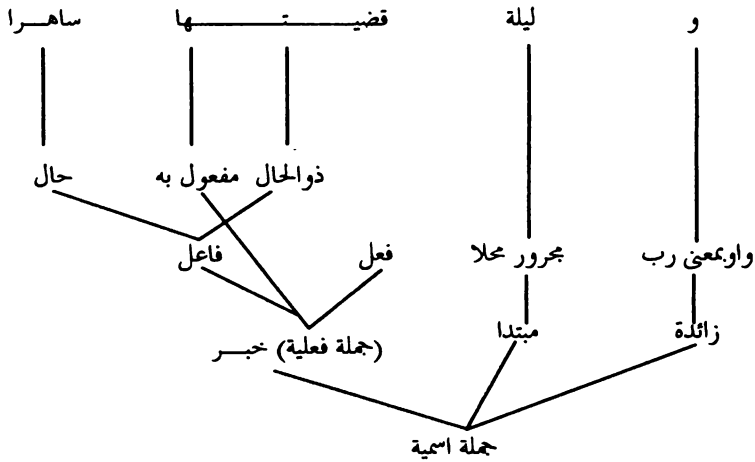
جملة فعلية جزاء جملة فعلية جواب قسم

(৬) **واو بمعنى رب** : যে **واو** টি **رب** নামক হরফে জরের অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে **واو بمعنى رب** বলে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের পরিমাণ বা সংখ্যার স্বল্পতা বা আধিক্যতা বুঝাবার জন্য যেমনিভাবে **رب** ব্যবহার হয়, ঠিক একই উদ্দেশ্যে **واو** ব্যবহার হয়, এ ধরনের **واو** বাক্যের শুরুতে আসবে এবং তার পরে **بمعرو** টি **- وليلة قضيتها ساهرا** : যেমন **واو** লفظ নক্রে। তারপর একটি পূর্ণবাক্য হবে। যেমন : **واو** আমি অনেক রাত্র জাগ্রত অবস্থায় কাটিয়েছি।

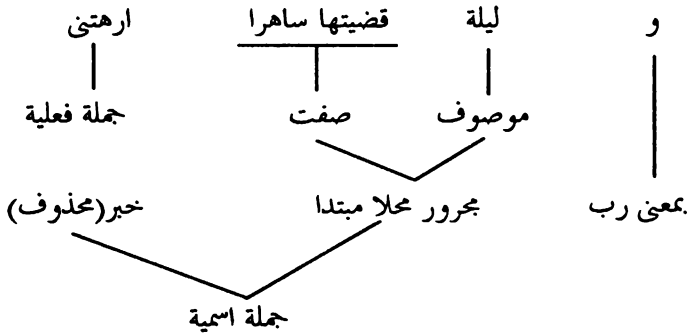
এর নিয়ম

او بمعنى رب واو هرفه جزم زائده বলবে, পরবর্তী ইবারতের দু' ধরনের তারকীব করা যায়। (১) خبر টি لفظ নক্রে (২) صفت টি جمله এবং পরবর্তী جمله এবং موصوف টি لفظ নক্রে (৩) অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مبتدا হবে। আর তার خبر টি محذوف থাকবে।
নিম্নে উভয় ছরতের তারকীব দেয়া হলো।

(১) অনেক রাত্রি আমি কাটিয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি জাঘত ছিলাম।



(২) এমন অনেক রাত্রি যা আমি তন্দ্রাহীন কাটিয়েছি, তা আমাকে কষ্ট দিয়েছে।



এর অক্ষর অস্বাভাবিক কলাম অক্ষর অস্বাভাবিক টি ও অক্ষর : ও অক্ষর (৭) এর পরে আসে তাকে অক্ষর বলে। যেমন :

মানুষ মাত্রই তার লোভ এবং হিংসা আছে।						
ما	من	احد	(موجود)	الا	و	له طمع و حسد
بمعنى ليس	حرف جار زائدة	مجرور محلا مبتدا	مخدوف	مستثنى منه	حرف استثناء	واو زائدة
					جملة اسمية	مستثنى
					خبر	
جملة اسمية						



فاء অর্থ : অতএব, তাহলে, কাজেই, সুতরাং, ফলে, তাই, বিধায় ইত্যাদি। এটি প্রথমত তিন প্রকার। যথা : (১) عاطفة (২) جزائية (৩) استنافية
 تعقيبية (খ) ترتيبيه (ক)। এটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত : فاء عاطفة : (গ) سببيه
 (ক) ترتيبيه : যে ফاء এর معطوف টি معطوف عليه থেকে অবিলম্বিত ব্যবধানে সংগঠিত হওয়া বুঝায়, তাকে ফاء ترتيبيه বলে। যেমন : سقط الكوب فانكسر
 (খ) تعقيبيه : যে ফاء এর معطوف টি معطوف عليه থেকে বিলম্বিত ব্যবধানে সংগঠিত হওয়া বুঝায়, তাকে ফاء تعقيبيه বলে।

যেমন : خالده فرزق ولدا - খালেদ বিবাহ করল অতঃপর তার একটি ছেলে হল। এখানে معطوف অর্থাৎ তার ছেলে হওয়া এখানে খালেদের বিবাহ করার অনেক পরে হয়েছে।

টি معطوف عليه সংঘটিত হওয়ার জন্য فاء দ্বারা سببية (গ) যে : فاء سببية বা কারণ হওয়া বুঝায়, তাকে فاء سببية বলে। যেমন :

মূসা আ. তাকে ঘৃষি মারলেন, ফলে সে মারা গেল। এখানে معطوف বাক্যটি সংগঠিত হওয়ার জন্য فاء معطوف অর্থাৎ মূসা আ. এর ঘৃষি মারাটি কারণ হয়েছে বিধায় معطوف এর শুরুতে فاء سببية আনা হয়েছে।

ফাই ছয়টি জিনিসের জওয়াবে আসলে, তার পরে ان উহ্য থেকে পরবর্তী فعل مضارع কে نصب প্রদান করে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হল :

১	যেমন	تجتهد كثيرا فتنجح في الامتحان
২	যেমন	لا تنكسل فتقتل في الامتحان
৩	যেমন	هل الامير موجود فيعطف على الفقراء
৪	যেমন	ليت لي مالا فاتصدق به
৫	যেমন	الاتسرع الخطا فنصل قبل غروب الشمس
৬	যেমন	هلا كسوت اليتيم فتجد عند الله اجرا عظيما

যে : فاء جزائية এমন দু'টি বাক্যের মাঝে আসে যার দ্বিতীয়টি সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রথমটি শর্ত হওয়া বুঝায়, তাকে فاء جزائية বলে। যেমন : ان - যদি তুমি পরিশ্রম কর, তাহলে সফলকাম হবে।

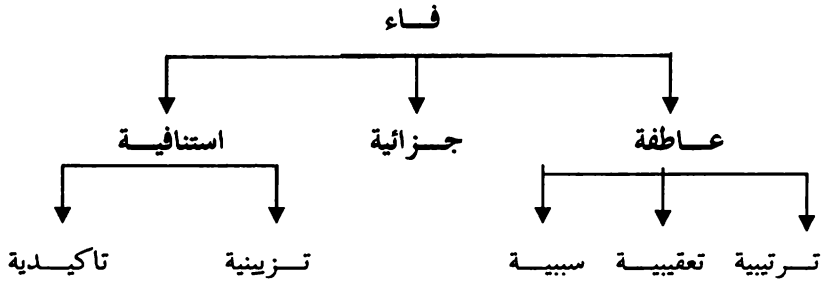
فاء استنافية : যে এর পরের এবং পূর্বের বাক্যের মাঝে অর্থবহ কোন্ জোড় থাকবে না এমন ফاء কে استنافية বলে। فاء استنافية ব্যবহার হয় تزين الكلام ও تأكيد اللفظ এর উদ্দেশ্যে।

যেমন : اذنا فاء استنافية : অর্থাৎ বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হবে।

انت فتتحمل تبعات عملك

فاء عاطفية : অর্থাৎ পূর্বের বাক্যের অর্থকে অধিক দৃঢ় করার জন্য। যেমনঃ

قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملائكم



তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

فاء جزائية : ফاء এর জন্য হলে তার পূর্বের বাক্যকে شرط এবং ফاء কে جزائية বলবে এবং পরবর্তী বাক্যকে جزاء বলবে। অতঃপর شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية বানাবে।

فاء عاطفية : ফاء এর জন্য হলে তার পূর্বের বাক্যকে شرط এবং ফاء কে عاطفية বলবে। অতঃপর شرط ও عاطفية মিলে جملة عاطفية বানাবে। যে সبب ও تعقيب - ترتیب এর জন্য হয় সেটি উল্লেখ করলে আরো সুন্দর হবে। অতএব, فاء عاطفية سببية - فاء عاطفية ترتیبية - فاء عاطفية تعقيبية - এরকম বলবে-

استئناف টি ফاء এর জন্য হলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন তারকীব হবে এবং ফاء কে استئنافیة বলে রেখে দিবে, উভয়টি মিলাবে না। তবে এখানেও ফاء টি تاکید বা تزین যে অর্থের জন্য ব্যবহার হবে সেটি উল্লেখ করলে সুন্দর হবে। অতএব, এরকম বলবে- فاء استئنافیة تاکیدیة এবং فاء استئنافیة تزینیة

নমুনা স্বরূপ কয়েকটি তারকীব দেখানো হল

(১) فاء عاطفة টি তারতীবের জন্য হলে তার উদাহরণ :

مافউল الصلاة امام ফায়েল, نوى امام الصلاة فکیر نوى এখানে ফে'ল, نوى امام, فاعل معطوف عليه হয়ে جملة فعلية মিলে مفعول ও فعل, فاعل টি হয়েছে। فاء عاطفة ترتیبیة, نوى امام, فاعل معطوف عليه হয়ে جملة فعلية মিলে مفعول ও فعل, فاعل টি হয়েছে। অতঃপর معطوف عليه ও معطوف হয়ে جملة فعلية মিলে عاطفة।

(২) فاء جزاء এর জন্য হলে, তার উদাহরণ :

ان	تجتهد	فانت	فائز
أ ج د	فعل مع فاعل	أ ج د	مبتدأ خبر
	جملة فعلية		جملة اسمية
	شرط		جزاء
جملة شرطية			

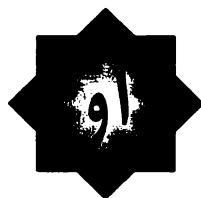
(৩) فاء استئنافیة تاکیدیة এর জন্য হলে, তার উদাহরণ :

اهنت	زيدا	فلاطمة
فعل	مفعول	فعل مع فاعل
جملة فعلية	استئنافیة	جملة فعلية



ثم অর্থ অতঃপর, তারপর, পরবর্তীতে। এটি শুধু حرف عطف হিসেবে ব্যবহার হয় এবং مفرد ও مركب উভয়ের মাঝে উপস্থিতি ঘটে। এর معطوف টি থেকে সময়ের কিছু ব্যবধানে সংগঠিত হওয়া বুঝায়। যেমনঃ
خرج الاساتذة من الغرفة ثم الطلبة-শিক্ষকবৃন্দ কামরা হতে বের হলেন অতঃপর ছাত্রগণ।

যেহেতু ثم টি শুধু حرف عطف এর জন্য ব্যবহার হয় এবং جملة ও مفرد উভয়ের শুরুতে আসে। আর عطف এর বহছে معطوف ও معطوف عليه এর যেই চারটি ছুরত দেয়া হয়েছে, সেই চারটি ছুরতই ثم এর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তারকীবও একই রকম হবে। কাজেই তার প্রকার ও তারকীবের উদাহরণ ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি করা হলো না।



او অর্থ অথবা, নতুবা, কিংবা। এটি حرف عطف হিসেবে ব্যবহার হয়। এর ব্যবহারের ক্ষেত্র হল, যেখানে معطوف ও معطوف عليه এর উপর আরোপিত حكم দ্বারা উভয়টি উদ্দেশ্য নয়। বরং দুটোর যে কোন্ একটি উদ্দেশ্য হওয়া বুঝায় সেখানে او ব্যবহার হয়। এটি প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

(ক) عامله (খ) غير عامله

نصب কে فعل مضارع উহ্য থেকে ان একটি এর পরে যদি : عاملة
প্রদান করে এবং الى (যতক্ষণ পর্যন্ত) অথবা ان (অন্যথায়) এর অর্থ
দেয়, তাহলে তাকে او عاملة বলে। তবে এমতাবস্থায় معطوف و معطوف
উভয়টি جملة فعلية হবে। যেমন: لا عاقبه او يتبع النظام - আমি অবশ্যই তাকে
শাস্তি দিব যতক্ষণ পর্যন্ত সে কানুনের অনুসারী না হবে।

غير عاملة : উপরে উল্লেখিত ছুরত ব্যতীত টি সর্ববিস্তায়
إهام (২) شك (১)। অতঃপর غير عاملة পাঁচ অর্থে ব্যবহার হয়।
معنى بل (৫) اباحة (৪) تخيير (৩)

উভয়ের ব্যাপারে معطوف عليه ও معطوف দ্বারা او যে : او بمعنى شك ১।
لبنائوما যেমন: او بمعنى شك তাকে বুঝায়, তাকে او بمعنى شك
অর্থ আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করলাম।
এখানে 'আসহাবে কাহাফ' গুহায় একদিন অবস্থান করেছে নাকি একদিনের কিছু
অংশ অবস্থান করেছে কোন্টিই তাদের নিশ্চিতভাবে জানা ছিল না। এ সন্দেহ
বুঝাবার জন্য او ব্যবহার করেছে।

২. إهام এর ব্যাপারে معطوف عليه ও معطوف দ্বারা او যে : إهام
ধারণাটি অস্পষ্ট হওয়া বুঝায় তাকে او بمعنى إهام বলে। যেমন : انا او اياكم
- অবশ্যই আমরা অথবা তোমরা হেদায়েতের
উপর অথবা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার উপর।

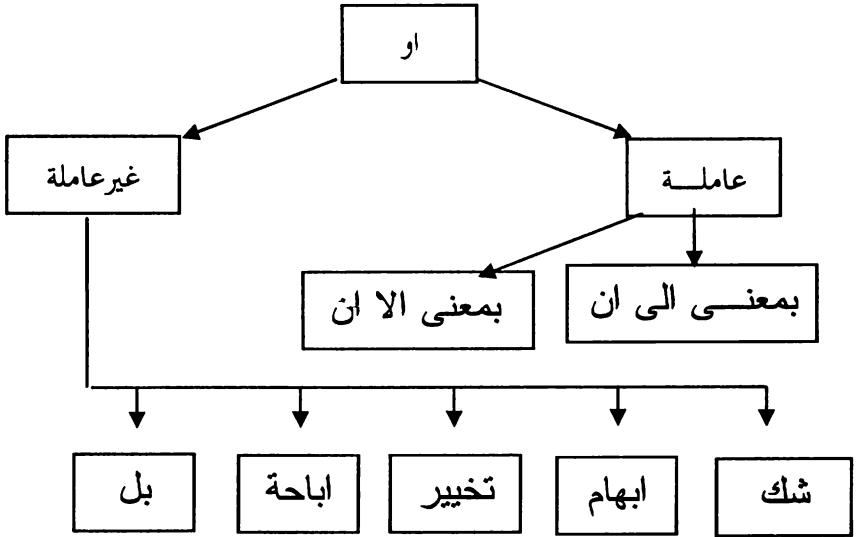
৩. تخيير দু'টোর যে কোন্ একটি
গ্রহণ করার জন্য مخاطب কে ইখতিয়ার দেয়া বুঝায়, তাকে او بمعنى تخيير বলে।
যেমন : خذ القلم او المرسوم - কলম বা কাঠ পেন্সিল লও।

৪. اباحة : او দ্বারা দু'টো নিষিদ্ধ জিনিসের থেকে অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন্
একটিকে বৈধ করা বুঝায়, তাকে او بمعنى اباحة বলে। যেমন : اشرب اللبن

اوالعسل -দুধ কিংবা মধু পান করো। অর্থাৎ দুধ ও মধু উভয়টি নিষিদ্ধ থাকার পরে দুটোর যে কোন্ একটি পান করার অনুমতি দেয়া হল।

او بمعنى بل ৫। যে بل حرف عطف টি او যে : بمعنی بل ৫।
-আমি তাকে এক লক্ষ- وارسلناه الى مائة الف او يزيدون : যেমন। بل বলে।
লোকের নিকট প্রেরণ করলাম বরং আরো বেশি লোকের নিকট।

او এর ছকটি নিম্নরূপ :



اصطلاحات التركيب والمطالع

তারকীব সূত্র ও তার উদাহরণ

او যেহেতু শুধু عطف এর জন্য আসে সুতরাং এর তারকীবের তেমন কোন্ শাখা প্রশাখা নেই। বরং عطف এর নিয়ম অনুসারে পূর্বের অংশকে معطوف এবং পরের অংশকে معطوف বলা হবে। চাই পূর্বের বা পরের অংশ مفرد হোক অথবা جملة হোক। তবে স্থান ভেদে যখন যেই অর্থে ব্যবহার হবে, তখন

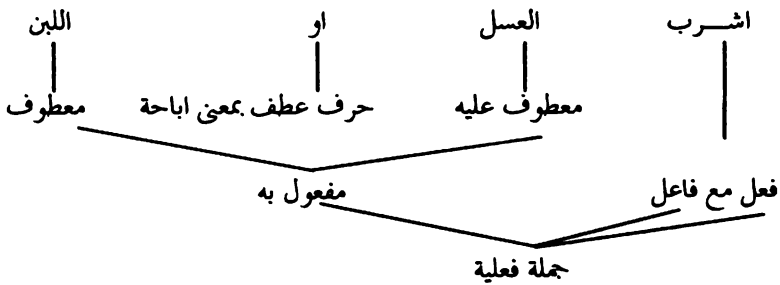
جاء نى زيد او عمرو : যেমন : সেই অর্থটি উল্লেখ করে বললে ভাল হবে। যেমন :
 حرف টি او او معطوف عليه زيد । এখানে এ রকম বললে সুন্দর হবে। زيد হলো معطوف আর টি او
 معطوف و معطوف عليه عمرو হলো عطف بمعنی شك
 عليه মিলে جاء ফে'ল এর فاعل হয়েছে।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের কতিপয় উদাহরণ দেয়া হল

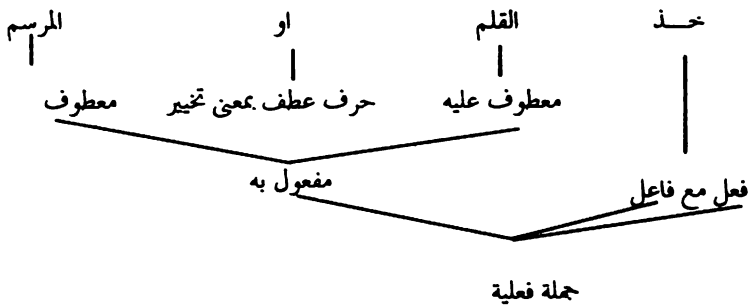
(১) او معنى الى ان এর উদাহরণ :

جملة لا عاقبه او يتبع النظام : ফে'ল, ফায়েল ও মাফযুল মিলে
 يتبع النظام এবং معنى الى ان হরফে আতক او টি অর - معطوف عليه
 জুমলা হয়ে معطوف হয়েছে। অতঃপর معطوف و معطوف عليه
 جملة فعلية হয়েছে।

(২) او معنى اباحة এর উদাহরণ : এবং مفرد উভয়টি معطوف عليه ও معطوف



(৩) او معنى تخير এর উদাহরণ : এবং مفرد টি او ও مفرد টি معطوف عليه ও معطوف





ام অর্থ নাকি, বা, অথবা। এটি استفهام এর পরে আসে এবং শুধু عطف এর জন্য ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা معطوف عليه ও معطوف এ দুটোর কোনটি উদ্দেশ্য তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য مخاطب কে প্রশ্ন করা হয়। যেমন :

راشدا ضربت ام خالدا - তুমি রাশেদকে মেরেছ নাকি খালেদকে?

ام منفصلة (২) ام متصلة (১)। অতঃপর ام আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

ام متصلة : যদি معطوف عليه ও معطوف মিলে পূর্ণ বাক্যের একটি অংশ হয়, তাহলে তাকে ام متصلة বলে। যেমন :

اقرب ام بعيد ماتوعدون - তোমাদের সাথে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা নিকটে নাকি দূরে?। এখানে اقرب - ام بعيد জুমলা আর ماتوعدون خير مقدم معطوف عليه ও معطوف - ام بعيد হয়ে مبتدأ হয়েছে।

ام منفصلة : যদি معطوف عليه ও معطوف ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পূর্ণবাক্য হয়, তাহলে তাকে ام منفصلة বলে। যেমন :

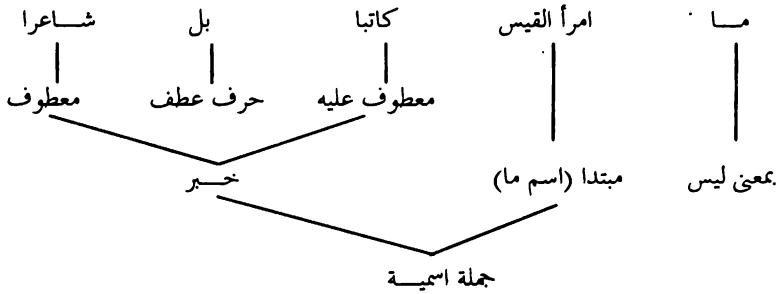
هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور - দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান দু'জন কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? এখানে هل يستوى থেকে ام এর আগ পর্যন্ত جملة হয়ে معطوف عليه এবং ام এর পর থেকে সব মিলে جملة হয়ে معطوف হয়েছে।

ام এবং واو عاطفه এর তারকীব সূত্রগুলো এবং তারকীবের উদাহরণ একই রকম সুতরাং ام এর জন্য ভিন্ন উদাহরণ দেয়া হলো না।



بل অর্থ : বরং, তবে। এটি শুধু عطف এর জন্য ব্যবহার হয়। এর দ্বারা
 معطوف এর উপর আরোপিত حكم কে তার থেকে সরিয়ে معطوف এর
 সাথে সাব্যস্ত করা বুঝায়। এটি مفرد ও مركب উভয়ের শুরুতে ব্যবহার হয়।
 এর তারকীবসূত্র দুইটি। (ক) দু'টি مفرد اسم এর মাঝে ব্যবহার হবে। (খ)
 দু'টি جملة এর মাঝে ব্যবহার হবে।

(১) দু'টি مفرد এর মাঝে ব্যবহার হলে معطوف ও معطوف عليه মিলে
 বাক্যের অংশ হয়। যেমন : ما امرأ القيس كاتبا بل شاعرا
 লেখক নন বরং কবি।



যদি দু'টি جملة এর মাঝে ব্যবহার হয়, তাহলে معطوف ও معطوف عليه কে
 মিলানো হবে না বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য হিসেবে গণ্য হবে এবং ترکیب
 করার সময় এরকম বলা হবে بل حرف عطف للابتداء (যারা আল্লাহর
 রাস্তায় নিহত হয়েছে আপনি তাদেরকে মৃত ধারণা করবেন না। বরং তারা
 জীবিত, তারা তাদের প্রভুর নিকট রিযিক গ্রহণ করছে)।

لا تحسین الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل (هم) احياء عند رهم یرزقون

جملة فعلية حرف عطف للابتداء جملة فعلية

আর প্রথম জুমলাকে معطوف ও দ্বিতীয় জুমলাকে معطوف বলে। অবশেষে
معطوف ও معطوف মিলে জুমলায়ে আতেশা বললেও শুদ্ধ হবে।



حتى অর্থ : পর্যন্ত, এমনকি, যতক্ষণ পর্যন্ত। এটি তিন প্রকারে বিভক্ত।

حرف ابتداء (৩) حرف عطف (২) حرف جار (১)

(১) حرف جار : حتى যদি الى হরফে জার এর অর্থ প্রদান করে অর্থাৎ কোন্
কিছুর পরিসমাপ্তি বা শেষসীমা বুঝায়, তাহলে তাকে حرف جار বলে। এটি اسم
এবং উভয়ের শুরুতে আসতে পারে। اسم এর শুরুতে আসলে তার
পরবর্তী اسم কে প্রদান করবে। যেমন : سلام هي حتى مطلع الفجر -
শান্তি উহা সূর্যোদয় পর্যন্ত। فعل مضارع এর শুরুতে আসলে একটি ان উহা
থেকে তার শেষে نصب দিবে। যেমন : سأسهر حتى احفظ دروسي - আমি
রাত্রি জাগরণ করব, এমনকি আমার ছবক মুখস্থ করব। আর فعل ماضی এর
শুরুতে আসলে বাহ্যিকভাবে কোন্ عمل করবে না। যেমন : اكلت الطعام حتى
شبت - আমি খানা খেয়েছি এমনকি পরিতৃপ্ত হয়েছি।

حرف جار এর সাধারণ
নিয়ম অনুযায়ী তার পরবর্তী كلمة কে প্রদান দিবে এবং جار مجرور মিলে পূর্বের فعل
বা اسم এর সাথে متعلق হবে। যেমন : اكلت السمكة حتى رأسها - আমি
মাছটি তার মাথা পর্যন্ত খেয়েছি। এখানে اكلت ফেল ও ফায়েল, السمكة
মাজরুর বিধি, حتى হরফে জার এবং رأسها মাজরুর মিলে متعلق হয়েছিল। অতঃপর فعل , فاعل , مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছিল।

(২) حرف عطف : যে টি হরফে আতফ্‌ বাও এর অর্থে ব্যবহার হয় অর্থাৎ যার حکم এর معطوف عليه ও معطوف উভয়টি সময়ের কোন্‌ ব্যবধান ব্যতীত الاسم ظاهر শুধু عطف বলে। এটি عطف বলে। এটি শুধু عطف বলে। এটি শুধু عطف বলে। এটি শুধু عطف বলে।

مات الناس حتى الانبياء -মানুষ মারা গেল এমনকি নবীগণও

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা গেছে যে عطف এবং عطف এ দু'টির حکم ও ব্যবহার বিধি একই রকম। এ ব্যাপারে শব্দঘরের মাঝে কোন্‌ পার্থক্য নেই। তবে প্রয়োগ ও ব্যবহার ক্ষেত্রের দিক থেকে এ দু'টির মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাহল, যে সমস্ত স্থানে معطوف টি معطوف عليه এর থেকে সম্মান, শক্তি, দোষ- গুণ ইত্যাদিতে অধিক বেশী হওয়ার কারণে معطوف এর সাথে معطوف টি حکم এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তা সত্ত্বেও حکم এর মধ্যে معطوف عليه এর সাথে শরীক হয়েছে সেখানে عطف ব্যবহার হবে। আর عطف এর জন্য এমন কোন্‌ শর্ত নেই। যেমন :

(ক) فر الجنود حتى القائد -সৈনিকরা পলায়ন করেছে এমনকি সেনাপতিও।

(খ) قدم الحاج حتى المشاة -হাজীগণ এসেছেন, এমনকি পদাতিক হাজীগণও।

তারকীবের নিয়ম ও উদাহরণ

عطف টি যেহেতু শুধু ইসম এর শুরুতে ব্যবহার হয় এবং এর নিয়মনীতিও হুবহু عطف এর অনুরূপ, সেহেতু তারকীবের ক্ষেত্রেও عطف এবং عطف এর অনুসারী হবে এবং معطوف ও معطوف عليه মিলে পূর্ববর্তী عامل এর معمول হবে। যেমন : مات الناس حتى الانبياء

عطف হল حتى, এবং معطوف عليه হল الناس, এবং معطوف হল مات
فاعل معطوف عليه ও معطوف অতঃপর معطوف হল الانبياء

(৩) حرف ابتداء : যে টি এমন দু'টি جمله এর মাঝে আসে যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন্ জোড় নেই অর্থাৎ বাক্য দু'টি মিলে পূর্বের কোন্ عامل এর معمول হবে এমন নয়। বরং দ্বিতীয় বাক্যটি বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে প্রথম বাক্যটি থেকে ভিন্ন ও স্বনির্ভর। এমন حتى কে حتى ابتداء বলে। যেমন :
نام الجميع حتى الرجال نائمون। সকলে ঘুমিয়ে আছে, পুরুষরাও ঘুমন্ত।



عاطفة (৩) ناهية (২) نافية (১)। এটি ৭ অর্থে ব্যবহার হয়।
زائدة (৭) تأكيدية (৬) معترضة (৫) جوابية (৪)
لأننى و لأننى ليس এবং لا শুরুতে ব্যবহৃত ও فعل ماضى : نافية
এই চারটিকে نافية বলে।
কে لا সাথে এর فعل ماضى আর একটি لا হলে আর একটি لا শুরুতে এর فعل ماضى
পুনরায় উল্লেখ করা জরুরী। যেমন: فلا صدق ولا صلى
না এবং নামাজও পড়ল না।

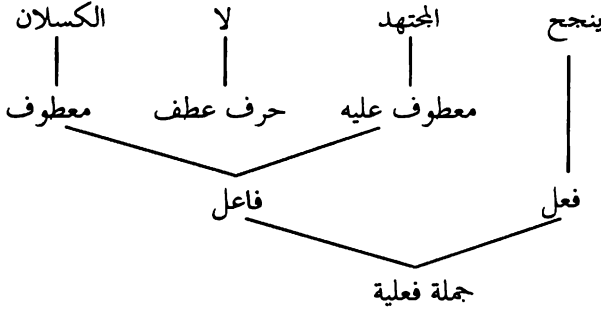
فلا صدق و لا صلى

لاء نفى فعل مع فاعل حرف عطف حرف نفى للتأكيد فعل مع فاعل

(جملة فعلية) معطوف عليه (جملة فعلية) معطوف

لاتتبعوا : যেমন। لا ناهية কে لا শুরুতে ব্যবহৃত ও نفى : ناهية
তোমরা শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। - خطوات الشيطان

عاطفة : যদি এর পরবর্তী اسم কে তার পূর্ববর্তী اسم এর ছকুম থেকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে তাকে عاطفة لا বলে। যেমন: ینجح المجتهد لا الكسلان। যেমন: মেহনতী ব্যক্তি সফলকাম হয়, অলস নয়।



উল্লেখ্য যে, لا টি عطف এর জন্য ব্যবহার হবে দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে।

হলে। (১) امر অথবা مثبت টি معطوف عليه (২) مفرد টি معطوف (১)

لاء বা لاء جوابية : প্রশ্নের উত্তরে যে لا ব্যবহার হয়, তাকে لاء جوابية বলে। যেমন: هل كتبت الدرس- তখন তার উত্তরে বললো- لا তাহলে এটি جوابية হল। তারকীবের সময় উহা ইবারত উল্লেখ করে তারকীব করতে হবে। সুতরাং এমন ইবারত হবে- لم اكتب لا

معتضة : এবং তার مجرور এর মাঝে যেই لا আসে তাকে معترضه লা বলা হয়।

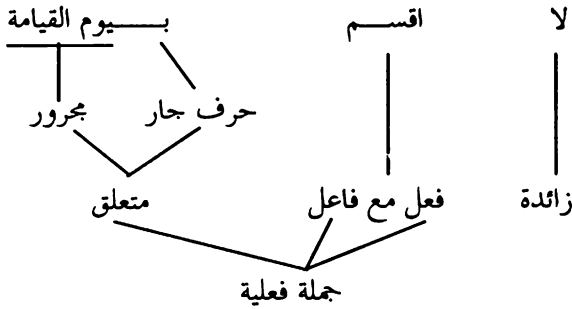
جاء الشرطي بلا سلاح

تاويل غير द्वारा नाहविशारद : বিশেষ দ্রষ্টব্য : لاء হলে কোন্ কোন্ নাহবিশারদ করেন। সুতরাং উল্লেখিত مثال এর আসল রূপ হবে جاء الشرطي بغیر سلاح

تاكيدية : যদি عاطفة واو এর পরে لا আসে এবং তার পূর্বে না সূচক বাক্য থাকে, তাহলে তাকে تاكيدية لا বলে। এটি ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেখানে

মূলত معطوف ও معطوف عليه উভয়ের থেকে حکم কে نفى করা উদ্দেশ্য। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা থেকে এই সন্দেহ হওয়ার অবকাশ থাকে যে, معطوف ও معطوف عليه কারো থেকেই حکم কে نفى করা হয় নি। বরং উভয়ের উপর حکম টি একসাথে সাব্যস্ত হওয়াকে نفى করা হয়েছে। যেমনঃ
ماقام سعيد ولاسعد - সাঈদ দাঁড়ায়নি এবং সাআদ দাঁড়ায়নি।

যে لا টি نفى এর অর্থে ব্যবহার হয় না। বরং বাক্যের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্যতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে زائدة বলে। আর এমনটা সাধারণত قسم এর শুরুতে হয়। যেমন : يوم القيامة : যেমন আমি ক্বিয়ামত দিবসের শপথ করছি।



لكن অর্থ কিন্তু, তবে, অবশ্য, অথচ, বরং। এটি দুই ভাগে বিভক্ত।

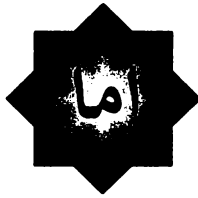
حرف عطف (২) حرف ابتداء (১)

حرف ابتداء (১) : لكن যদি দুই جملة এর মাঝে ব্যবহার হয়, তাহলে তাকে حرف ابتداء বলে। তখন তার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী جملة ভিন্ন ভিন্ন থাকবে,

অর্থাৎ উভয়টি মিলে পূর্ববর্তী কোন عامل এর معمول হবে না। যেমন :
جاء سعيد لكن خليل لم يبي - সাঈদ এসেছে কিন্তু খলিল আসেনি।

نفي (ক) যদি হয় দুই অবস্থায় حرف عطف এটি لكن : حرف عطف (২)
বা حرف عطف সূচক বাক্যে مفرد শব্দের পরে আসে, তাহলে তাকে نفي করা
করা হয়। তখন তার উদ্দেশ্য হয় معطوف عليه থেকে যে حكم বা
হয়েছে, معطوف এর জন্য ছব্ব উক্ত حكم কেই ছাবেত করা। যেমন : لايقم
راشد لكن عمرو - রাশেদ যেন না দাঁড়ায় তবে উমর যেন দাঁড়ায়।

(খ) যদি দুই জুমলা এর মাঝে استثنائية বা Wa এর পরে لكن আসে, তাহলে তাকে
جاء سعيد ولكن خليل لم يبي : যেমন বলে عاطفه



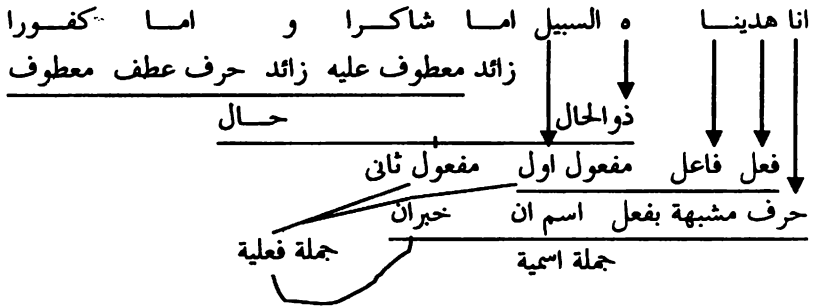
اما অর্থ হয়ত, কিংবা, নতুবা, অন্যথায়। এটি প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

شرطية (২) عاطفة (১)

عاطفة (১) : যদি একই বাক্যের মধ্যে পর পর দুইটি اما আসে এবং দ্বিতীয়
اما এর পূর্বে একটি عاطفه বা Wa যায় আসে। তাহলে তাকে اماعاطفة
বলে। যেমন: خالد اما امام واما مؤذن - খালেদ হয়ত ইমাম নতুবা মুয়াজ্জেন।
এটি আবার পাঁচ অর্থে ব্যবহার হয় :

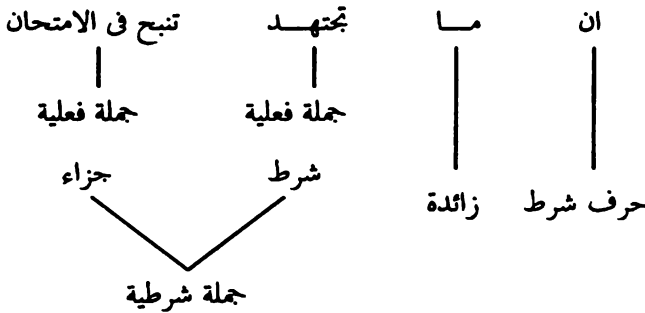
تخيير ، شك ، اباحة ، ابهام ، تفصيل

তারকীবের সময় বাو এবং প্রথম اما হরফে যায় আসে হিসেবে গণ্য হবে এবং
তারকীবী অবস্থান বিশ্লেষণ কালে এরকম বলতে হবে- اما حرف عطف
انا هدينا السبيل : যেমন : اما حارف عطف للشك কিংবা لااباحة
- নিশ্চয় আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছি এমন
অবস্থায় যে, হয়ত সে শুকুর গুজারী বান্দা অথবা না শুকুর বান্দা।



(২) شرطية : اما যদি দুটি جمله এর শুরুতে আসে এবং মূসার ফল মূসার প্রদান করে, তাহলে তাকে شرطية বলে। আর এটি মূলতঃ অন্তর্ভুক্ত এবং মাজিদে দ্বারা গঠিত। সুতরাং তার তারকীব ও শর্ত ও জ্ঞান এর মতোই হবে। আমি যদি পরিশ্রম কর তাহলে পরীক্ষায় সফলকাম হবে। اما

এর আসল হলো- تنبھ فی الامتحان



تراكيب الآدات الاستفهامية

প্রশ্নবোধক শব্দসমূহের তারকীব

প্রিয় পাঠক ! সাধারণ বাক্যের তারকীব অনেকেই পারে, এবং তা নিয়ে চর্চা হয়। কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্যের তারকীবের অনুশীলন তুলনামূলক কম হয় এবং এ বিষয়ে অনেকের অস্পষ্টতা থেকে যায়। তার মূল কারণ হল, প্রশ্নবোধক শব্দগুলোর তারকীবী অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা। কেননা, একই শব্দ ক্ষেত্র বিশেষ مبتدأ , خبر , فاعل , مفعول , مجرور ইত্যাদি হয়ে থাকে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কি তারকীব হবে তা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত এবং অশুছানো থাকার দরুন এ সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই এখানে প্রশ্নবোধক শব্দসমূহের তারকীবসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।
প্রশ্নবোধক শব্দগুলো দুই ভাগে বিভক্ত।

اسماء استفهام (২) حروف استفهام (১)

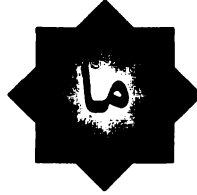
حروف استفهام

শব্দ- 'কি' - উভয়টির অর্থ হল (هزة مفتوحة) ও দুইটি حروف استفهام হওয়ার মূল ব্যবহার ও অর্থ, এক হলেও ক্ষেত্র বিশেষ ব্যবহারের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

نسبت এর মাসদে এলیه ও مسند অথবা مفرد أ (১) أ فی الفصل راشد ام : যেমন । প্রশ্ন করার জন্য নির্দিষ্ট করার বা أذهب خالد الى السوق? নাকি খালেদ আছে? শ্রেণীকক্ষে রাশেদ আছে - خالد هل : যেমন । প্রশ্ন করার জন্য নির্দিষ্ট করার জন্য نسبت শুধু هل আর هل فی الفصل راشد ام خالد سؤتراং ذهب خالد الى السوق বলা যাবে না ।

যেমন : أ هأ বাচক ও না বাচক উভয় ধরনের বাক্যের শুরুতে আসে। যেমন : أ هأ বাচক শুধু هل আর - الم يلعب سعيد (نفسی) এবং العبد سعيد (اثبات) বলা هل لم يلعب سعيد سؤتراং , هل لعب سعيد : যেমন । বাক্যের শুরুতে আসে। যাবে না ।

শুলো তারকীবে না আসলে ও اسماء استفهام শুলোর তারকীবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অতএব, উদাহরণ ও তারকীবসহ প্রত্যেকটির আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পেশ করা হলো।



استفهام -ما এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
অর্থাৎ কোন্ বস্তু বা জিনিস সম্পর্কে ইহা দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, তখন তার অর্থ হয়
“কি” কি জিনিস। ব্যবহারের দিক থেকে এর দু’টি বৈশিষ্ট রয়েছে। যথাঃ

(১) غرذى عقل অর্থাৎ মানুষ বা জিন জাতি ব্যতীত অন্য সবকিছুর জন্য
ব্যবহার হয়। যেমনঃ ما هذا - وملكك يمينك يا موسى

(২) এর শুরুতে حرف জার হলে الف পড়ে যায়। যেমনঃ ما اكلت -তুমি কী
দ্বারা খেয়েছ? لم تقولون ما لا تفعلون -তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা
করোনা ?



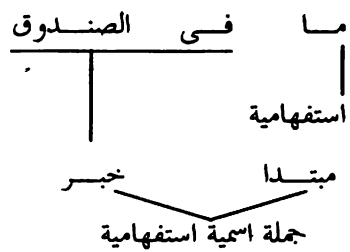
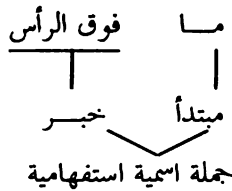
তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

ما استفهامية এর تركيب সূত্র চারটি। যথা :

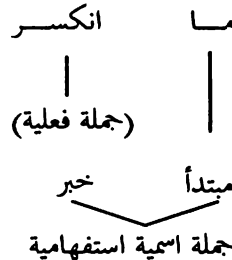
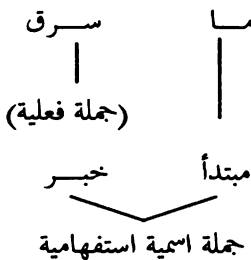
بحرور (৪)। مفعول به (৩)। خبر হবে (২)। مبتدا হবে (১)।
হবে।

(১) مبتدا হবে তিন ছুরতে।

- ما في الصندوق যদি ظرف থাকে। جار مجرور বা جار مجرور
বাক্যের মধ্যে কী আছে?, على الطاولة টেবিলের উপর কী আছে?

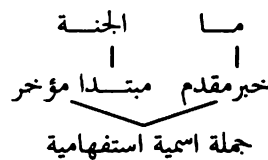
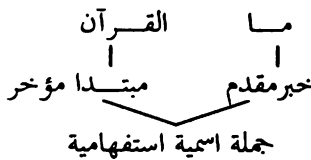


(খ) যদি মা এর পরে فعل مجهول অথবা فعل থাকে। যেমনঃ মানকসর - কী ভেসে গেছে?, মাসর - কী চুরি হয়েছে?

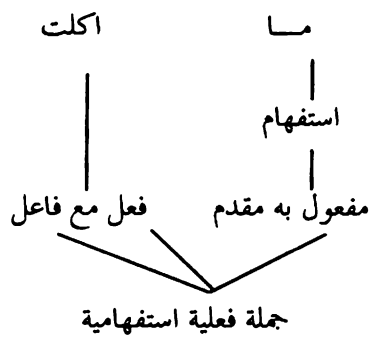
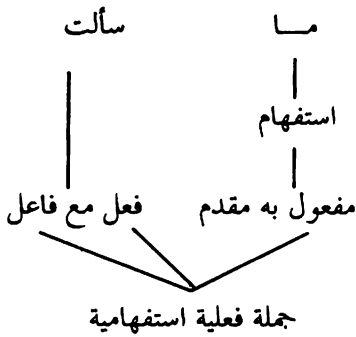


(গ) যদি কোন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং এর সাথে তার কোন্‌ উল্লেখ থাকে। যেমনঃ মাস্তরিত্তে তুমি কী ক্রয় করেছ। এখানে মা - মিলে জুমলা হয়ে খবর। ফেল, ফায়েল ও মিলে জুমলা হয়ে খবর।

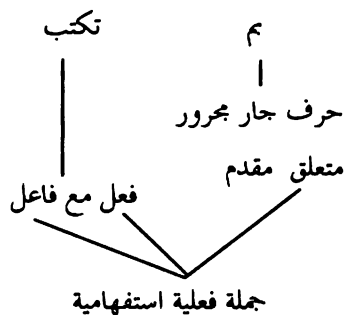
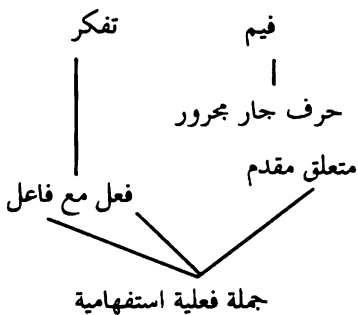
(২) থাকে। যুক্ত য়ু ফ লাম তার পরে যদি খবর - মা : খবর।
যেমনঃ জান্নাত কী জিনিস? - মা الجنة, কোরআন মা القرآن



(৩) এবং হয় فعل متعدی তার পরে হবে, যদি মفعول به - মা : মفعول به
তুমি কী খেয়েছ? - মা اكلت। যেমনঃ উল্লেখ না থাকে।
তুমি কী প্রশ্ন করেছ? - মা سالت



(৪) **حرف جار** যুক্ত হয়। যেমনঃ
 ৮-তুমি কী চিন্তা কর? ۸-تکب
 ৯-তুমি কী দ্বারা লেখ? ۹-فیم تفکر

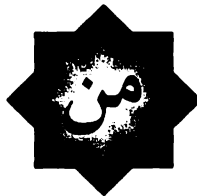
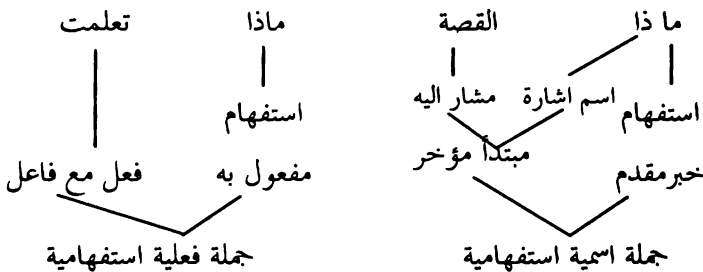


১৮ অর্থ “কী”। এটি শুধু প্রশ্নের জন্য ব্যবহার হয়। এর গঠনগত দিক নিয়ে তিনটি মন্তব্য রয়েছে। আর মন্তব্যের ভিন্নতার কারণে তারকীবের মধ্যেও কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে প্রত্যেকটি মন্তব্যের ব্যাখ্যা ও ترکیب সহ উদাহরণ পেশ করা হলো।

প্রথম মন্তব্য : এটি একটি مرکب বা যৌগিক শব্দ যা استفهامية মা এবং ذا তার - তার - خبرمقدم এবং -ما خبرمقدم -ما তারকীবে اسم اشاره কে নিয়ে مبتدا مؤخر مشاراليه অলসতা?

দ্বিতীয় মন্তব্য : এটি استفهامية মা এবং اسم موصول মা দ্বারা গঠিত। এক্ষেত্রে তারকীবে -ما مبتدا আর ذا ইসমে মাউসুল তার صلة নিয়ে خبر হবে। যেমন : ماذا تريد -তুমি কী চাও?

তৃতীয় মন্তব্য : ماذا এটি مرکب শব্দ নয়। বরং কোন্ বস্তু বা জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য وضع اصلی তেই এটিকে এক শব্দ হিসেবে গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারকীব সূত্রটি এমন হবে যে, فاعل অথবা فاعل نائب সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারকীবে مبتدا হবে এবং مفعول به সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে مفعول به হবে। যেমন : ماذا تعلمت -তুমি কী শিখেছ? কী ফেটে গেল?



من অর্থ- 'কে', কোন্ ব্যক্তি, কাকে। এটি সাধারণতঃ মানুষের জন্য ব্যবহার হয়। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি কয়েক প্রকারে বিভক্ত হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত হলো استفهامية من।



তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

من استفهامية এর তারকীবসূত্র চারটি।

(১) مبتدأ হবে। (২) خبر হবে। (৩) مفعول به হবে। (৪) مجرور হবে।

(১) مبتدأ টি من استفهامية : مبتدأ হবে পাঁচ ছুরতে।

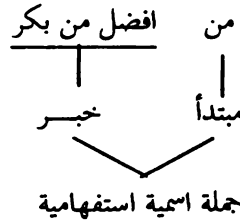
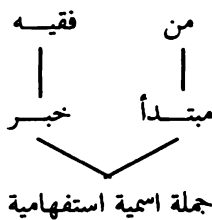
(ক) যদি من দ্বারা فاعل অথবা فعل نائب সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

যেমন : من ضرب - কাকে প্রহার করা হয়েছে? - من بنى المسجد : যেমন

(খ) যদি مفعول সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং পরবর্তী جملة এর মধ্যে مفعول এর ضمير উল্লেখ থাকে। যেমন : من اكرمه - তুমি কাকে সম্মান করেছ?

(গ) যদি من এর পরে جار مجرور বা ظرف থাকে। যেমন : من خلف الدار - ঘরের পিছনে কে? - من فى الغرفة : কামরার মধ্যে কে?

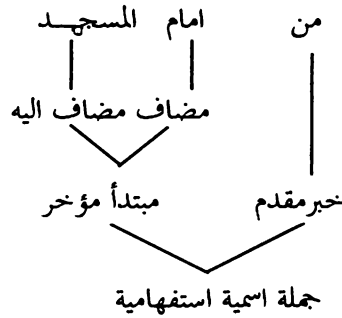
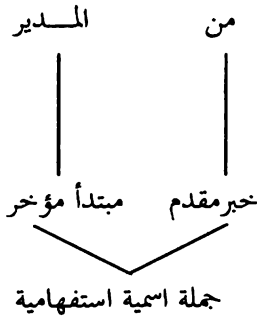
(ঘ) যদি نكرة ইচ্ছা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যেমন : من فقيه - কে ফকিহ? - من افضل من بكر - বকের চেয়ে কে বেশি সম্মানিত?



(ঙ) যদি من এর পরে فعل ناقص আসে এবং তার اسم ও خبر উল্লেখ থাকে।

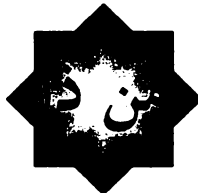
যেমন : من كان يكتب الدرس - কে ছবক লিখতে ছিল?

(২) من : যেমন। ইসম معرفة যদি তার পরে خبر - من : خبر (২) কে? ইমাম মসজিদের - من امام المسجد : মুহতামিম - المدير



(৩) : مفعول به - من : مفعول به (৩) : مفعول به
এবং তার কোন্‌ উল্লেখ না থাকে। যেমন: من ضربت -তুমি কাকে
মেরেছ?

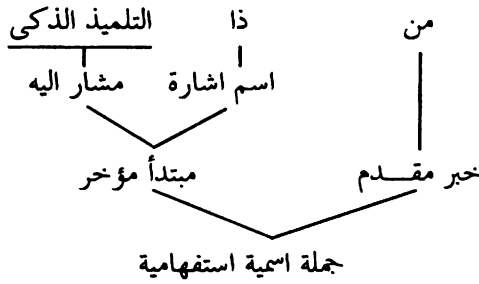
(৪) : محروর - من : محروর (৪) : محروর
তুমি কার কাছে গিয়েছ? তুমি কার বন্ধু?



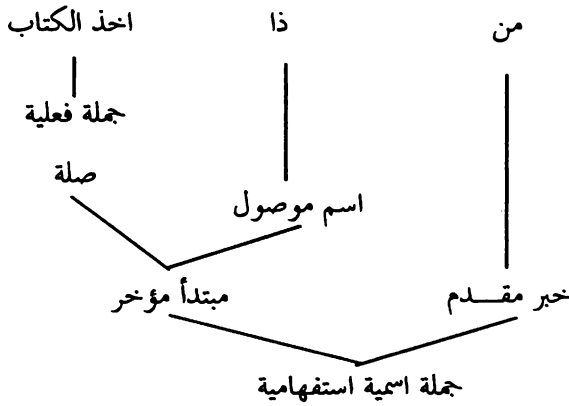
এটি শুধু استفهام এর জন্য ব্যবহার হয়। এর গঠনতন্ত্র
নিম্নে তিনটি মন্তব্য রয়েছে।

প্রথম মন্তব্য : এটি একক শব্দ নয়। অর্থাৎ আরব ভাষাবাসিগণ শব্দটি
ব্যবহারের শুরু লগ্ন থেকেই একটি স্বতন্ত্র ও একক শব্দরূপে গ্রহণ করেছেন।
من ذا الذي يقرض الله : যেমন : من ذا الذي يقرض الله :
কে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে করযে হাসানা দিবে?

দ্বিতীয় মন্তব্য : এটি مرکب শব্দ যা استفهامية এবং اسم اشاره (Interrogative Noun Sentence and Demonstrative Noun) দ্বারা
গঠিত। এক্ষেত্রে من خبرمقدم এবং তার مشاراليه এর সাথে মিলে
مبتدأ হতে হবে। যেমন: من ذا التلميذ الذكي : কে ঐ মেধাবী ছাত্রটি?

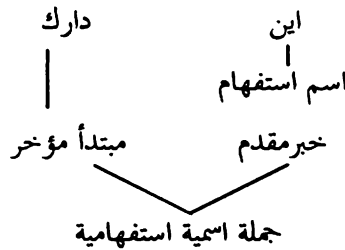


তৃতীয় মন্তব্য : এটি مرکب শব্দ, যা استفهامية ও من موصول দ্বারা গঠিত। এ ক্ষেত্রে من خبرمقدم এবং ذا - তার صلة এর সাথে মিলে مبتدأ مؤخر গঠিত হবে। যেমনঃ من ذا اخذ الكتاب কে-এই ব্যক্তি যিনি কিতাব নিয়েছে?



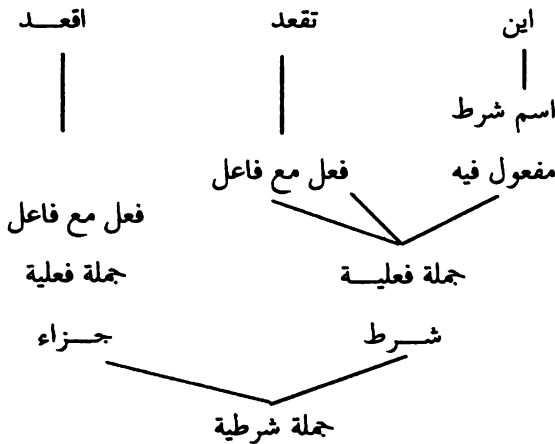
این অর্থ কোথায়, কোন্ জায়গায়, যেখানে, যেথায়। ব্যবহারের দিক থেকে এটি দুই প্রকার। যথা : (১) استفهامية (২) شرطية
 (১) اين استفهامية : এটি প্রশ্নের জন্য ব্যবহার হলে তার তারকীবের দুইটি সূত্র। (ক) خبر হবে। (খ) مفعول فيه হবে।

(ক) যদি ঐন এর পরে اسم থাকে, তাহলে ঐন খিরমقدم হবে। আর বাকি সব মিলে مبتدأ مؤخر হবে। যেমন : ঐন دارك - তোমার বাড়ি কোথায়?



(খ) যদি ঐন এর পরে فعل হয়, তাহলে ঐন উক্ত فعل এর مفعول فيه হবে। যেমন: ঐন جلست - তুমি কোথায় বসেছ?

(২) ঐন شرطية : ঐন টি যখন এর জন্য ব্যবহার হবে, তখন দু'টি فعل এর শুরুতে এসে উভয়টিকে جزم দিবে। আর তারকীবে প্রথম فعل এর مفعول فيه হবে। যেমন: ঐন تقعد اقعد - তুমি যেখানে বসবে আমি সেখানে বসব।



আবার কোন্ কোন্ সময় ঐন شرطية এর সাথে একটি ماء زائدة যুক্ত হয়। যেমন : ঐনما تكونوا يدرككم الموت - তোমরা যেখানেই থাক,মৃত্যু তোমাদের পাবে।



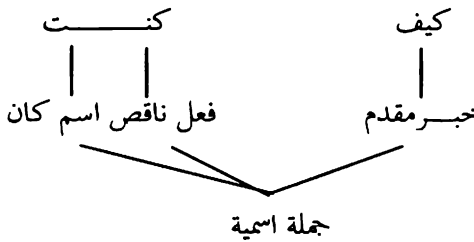
كيف : এর অর্থ হল- কেমন, কিভাবে, কিরূপ, কোন্ অবস্থায়, যেমন ও
যেদ্বারা। এটি প্রথমত দুইপ্রকার : (১) استفهامية (২) شرطية
(১) استفهامية : যদি কোন্ জিনিস অথবা কাজের অবস্থা সম্পর্কে জানার
জন্য কি দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তাকে استفهامية বলে। যেমনঃ
تুমি কেমন আছ? كيف سقطت - তুমি কিভাবে পড়ে গেলে? كيف انت



তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

كيف استفهامية এর তারকীবসূত্র চারটি।

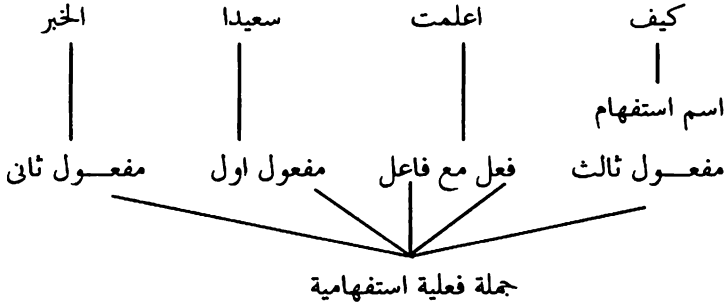
- (১) حال হবে। (২) مفعول به হবে। (৩) خبر مقدم হবে। (৪) فعل ناقص مطلق হবে।
- (৫) خبر ناقص : যদি كيف এর পরে اسم থাকে, অথবা এমন فعل ناقص থাকে, যার পরে خبر হওয়ার মত কোন্ শব্দ নেই, তাহলে كيف টি خبر مقدم হবে। যেমন : كيف حالك : তুমি কেমন আছ?



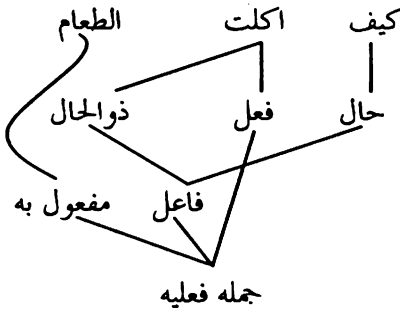
مفعول به : যদি كيف এর পরে দুই বা ততোধিক مفعول به বিশিষ্ট فعل متعدي আসে, তাহলে كيف টি مفعول به হবে। যেমনঃ كيف

কিফ اعلمت سعيد الخير - তুমি কিভাবেটি কেমন ধারণা করেছ? ظننت الكتاب
- তুমি কিভাবে সাঈদকে খবরটি জানালে?

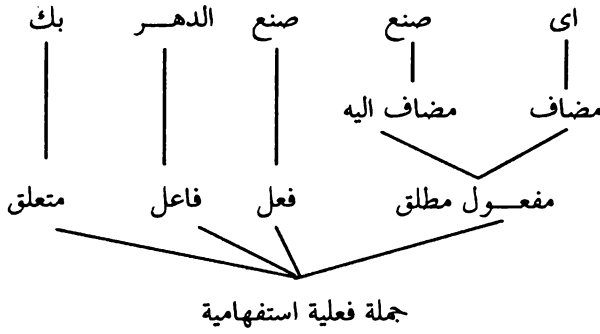
(৩)



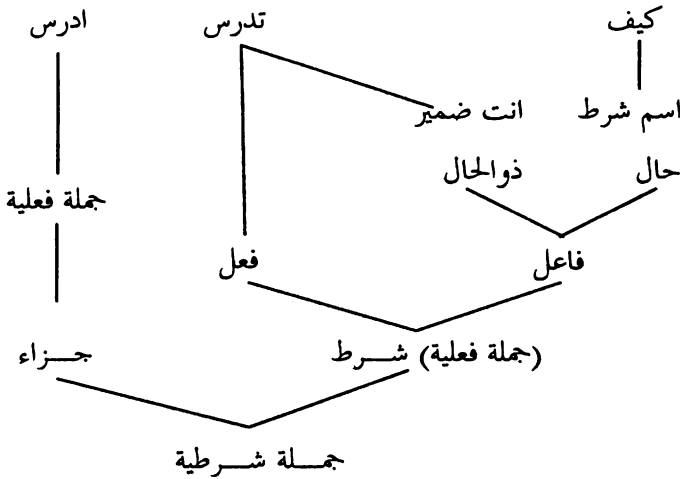
(৩) আসে। فعل تام এর পরে كيف যখন : حال
যেমন :



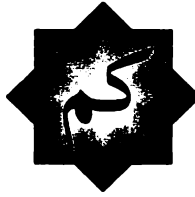
(৪) فعل পরবর্তী এনে বা ای যদি كيف এর পরিবর্তে : مفعول مطلق
এর مصدر এর সাথে اضافت করা হয় এবং অর্থ ঠিক থাকে, তাহলে كيف টি
مفعول مطلق হবে। যেমন: كيف صنع الدهر بك - যুগ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করল?
اي صنع الدهر بك



(২) شرطية : كيف এর দ্বিতীয় প্রকার হল- শর্ত এর জন্য ব্যবহার হবে ।
এসময় তারকীবে حال হবে । যেমনঃ كيف تدرس ادرس তুমি যেরূপ শিখবে
আমি সেরূপ শিখব ।



বিশেষ দ্রষ্টব্য : كيف এর জন্য ব্যবহার হলে তার পরবর্তী فعل مضارع কে جزم দিবে না ।



কম এর অর্থ হলো- কত, কয়টি, কতজন। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।
 (ক) (কম সংবাদজ্ঞাপক) কম خبرية (২) (কম প্রশ্নবোধক) কম استفهامية (১)
 আর এটি যেহেতু অস্পষ্ট সংখ্যা, তাই এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করার জন্য
 তার পরে একটি নাকিরা ইসম আনতে হয়, যাকে تمييز বলে।
 কম استفهامية - তোমার নিকট কম كتابا عندك : যেমনঃ
 কয়টি কিতাব আছে। আর خبرية - কম تمييز : যেমনঃ
 কম كتب طالعت , কম كتاب طالعت : যেমনঃ
 আমি কত কিতাব অধ্যয়ন করেছি!

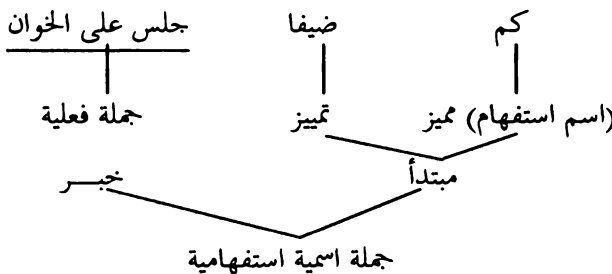
اصول التركيب وامثاله

তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

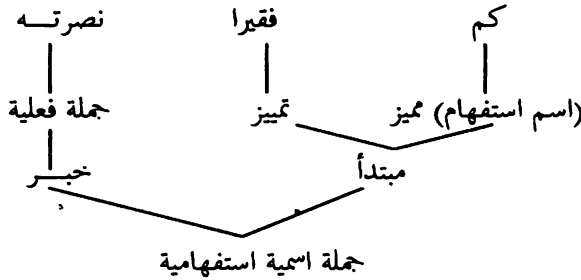
কম এর তারকীবসূত্র ছয়টি। যথা :

- (১) مفعول فيه (৪)। (২) خبر (২)। (৩) مفعول به (৩)। (৪) مبتدأ (১)।
- (৫) مفعول مطلق (৫)। (৬) مجرور (৬)।
- (৭) مبتدأ (১)। (৮) خبر (২)।

(ক) যদি ضيفا جلس على الخوان : যেমনঃ
 কতজন মেহমান দস্তুর খানে বসেছে।



(খ) যদি মفعول সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং মفعول এর কোন্‌ ضمير উল্লেখ থাকে। যেমনঃ كم فقيرا نصرته -তুমি কতজন ফকীরকে সাহায্য করেছ?

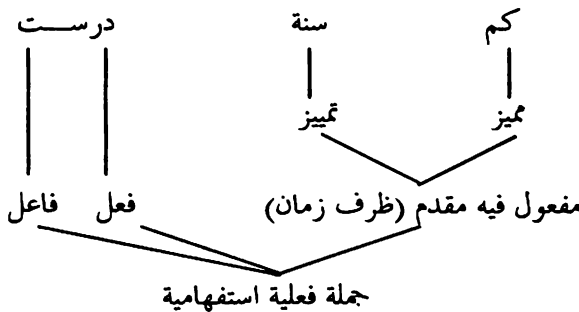


(গ) যদি কম এর পরে جار مجرور বা ظرف আসে। যেমনঃ كم فلما عندك -তোমার নিকট কয়টি কলম আছে। كم اماما للمسجد -মসজিদে কয়জন ইমাম আছে।

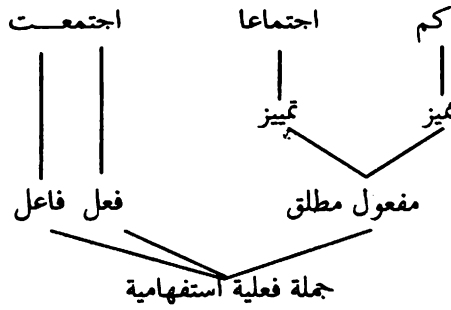
(২) خير থাকে , তাহলে فعل ناقص বা ইসম معرفة এর পরে تمميز যদি : خبر (২) হবে। যেমনঃ كم رجلا الفلاحون , كم ارضا كانت مالك ؟

(৩) مفعول به : যদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং বাক্যের মাঝে মفعول এর যমীর উল্লেখ না থাকে, তাহলে به মفعول হবে। যেমনঃ كم خبز اكلت -তুমি কয়টি রুটি খেয়েছ।

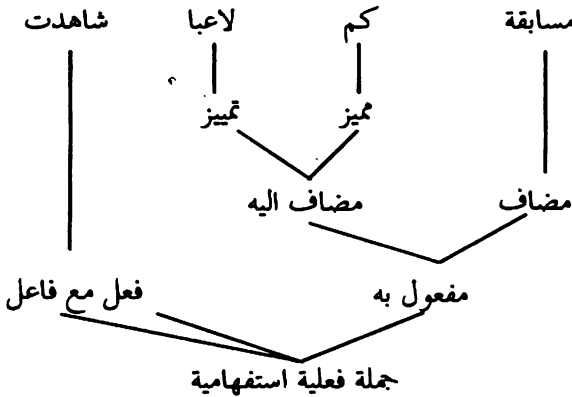
(৪) مفعول فيه : যদি কম দ্বারা কোন্‌ সময় বা স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে فيه মفعول হবে। যেমনঃ كم سنة درست -তুমি কত বৎসর লেখা পড়া করেছ।



(৫) مصدر এর فعل পরবর্তী - যদি তার পূর্বের ক্রম : مفعول مطلق (৫)
তাহলে মفعول মطلق হবে। যেমন: اجتماعا اجتمعت - তুমি কতগুলি সভা
করেছ।



محروور : যদি এর পূর্বে مضاف বা حرف থাকে তাহলে محروور হবে। যেমন : مسابقة كمن لاعبا شاهدت - তুমি কতজন খেলোয়ারের
প্রতিযোগিতা দেখেছ।



মিমি ও মিমি কত টাকায় ক্রয় করেছে। এখানে মিমি ও মিমি
মিলে (اشتریت) এর فعل পরবর্তী মিলে جار محروور হবে। অতঃপর جار محروور মিলে
সাথে متعلق হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তারকীবসূত্র ও বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে كم এবং كم
استفهامية একই রকম। সূত্রাং كم استفهامية এর যেই ছয়টি তারকীবসূত্র
এবং তার বাক্যগুলো যে রূপ গঠন হয়েছে, ছব্ব ঐ ছয়টি সূত্র এবং ঐ

বাক্যগুলোই خبرية كم এর সূত্র ও উদাহরণ হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, كم خبرية এর ক্ষেত্রে শেষ সমাধানে তাকে جملة انشائية বলা হয় এবং خبرية এর ক্ষেত্রে جملة خبرية বলা হয়। এমনিভাবে তরজমার ক্ষেত্রে একটির মধ্যে প্রশ্নবোধক ভাব সৃষ্টি হবে। আর অপরটির মধ্যে تعجب ও আধিক্যের ভাব সৃষ্টি হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : كم সম্পর্কে এ পর্যায়ে কয়েকটি ফায়দা পেশ করা হলো-

فائدة : কোন্ কোন্ সময় خبرية كم এর তামীরের শুরুতে একটি من অতিরিক্ত আসে। সেক্ষেত্রে اسم তার পরবর্তী جر দিবে ঠিক, কিন্তু তাকে কিছু ধরা হবে না। যেমন: كم من مال انفقت - আমি কত মাল খরচ করেছি।

টি تمييز আসলে তার حرف جار এর শুরুতে كم استفهامية : فائدة بكم رية اشتریت। যেমন: উভয়টি হতে পারে। যেমন: مجرور ও منصوب

فائدة : خبرية كم ও তার তামীর এর মাঝে কোন্ اسم দ্বারা ফাছেলা আসলে আমার - كم عندی رجلا : যেমন: منصوب হবে। যেমন: مجرور না হয়ে টি تمييز কাছে কত লোক আছে!

فائدة : كم এর পরে فعل متعدی হলে তার به مفعول এর শুরুতে একটি من (زائدة) আনা আবশ্যিক। যেমন: وكم اهلكنا من قرية : যেমন: জনপদ ধ্বংস করেছি।



ای অর্থ 'কোন্'। এটি যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- استفهام ইহা দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।



তারকীবসূত্র ও তার উদাহরণ

ای টি প্রশ্নের জন্য ব্যবহার হলে তার তারকীবসূত্র ছয়টি ।

مفعول فيه (৪) । مفعول به (৩) । خبر হবে (২) । مبتدأ হবে (১) ।
 হবে (৬) । محرور (৫) । مفعول مطلق হবে (৫) ।

নিচে উদাহরণসহ সবগুলোর ব্যবহারক্ষেত্র ও তারকীব দেয়া হল ।

جارجرور ، لفظ نكره ، यदि مضاف اليه ای এর পরে ، مبتدأ (১)
 ای تلميذ : যেমন : مفعول به (৩) হয়, তাহলে مبتدأ হবে । فعل لازم
 - كونه خاتمة سفلكام হয়েচে? - نجح

ای تلميذ لا يكون مؤدبا - كونه خاتمة سفلكام হয়েচে?

ای کتاب عندك - তোমার নিকট কোন্ বইটি?

ای استاذ في الفصل - কোন্ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে?

ای رجل فقيه - কোন্ লোকটি ফকীহ ?

خبر مقدم ميلة مضاف اليه ও مضاف ای এর পরে معرفه ইসম থাকে, তাহলে
 خبر مقدم ميلة مضاف اليه ও مضاف ای طالب انت : যেমন : خبر ميلمقدم - ای

خبر مقدم ميلة مضاف اليه ও مضاف ای طالب ملاءي, مضاف
 خبر مقدم ميلة مضاف اليه ও مضاف ای طالب ملاءي, مضاف
 خبر مقدم ميلة مضاف اليه ও مضاف ای طالب ملاءي, مضاف

مفعول به (৩) : यदि مفعول به ای এর পরে এমন فعل متعدی হয়, যার
 مفعول به (৩) : यदि مفعول به ای এর পরে এমন فعل متعدی হয়, যার
 مفعول به (৩) : यदि مفعول به ای এর পরে এমন فعل متعدی হয়, যার

مضاف (৪) : यदि مضاف ای - ظرف مكان বা ظرف زمان - ای
 مضاف (৪) : यदि مضاف ای - ظرف مكان বা ظرف زمان - ای
 مضاف (৪) : यदि مضاف ای - ظرف مكان বা ظرف زمان - ای

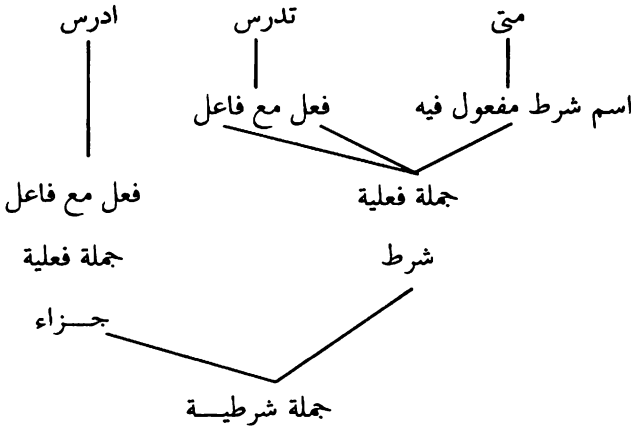
مصدر فعل ای এর পরবর্তী مضاف اليه ای এর
 مصدر فعل ای এর পরবর্তী মضاف اليه ای এর
 مصدر فعل ای এর পরবর্তী মضاف اليه ای এর

ای لعب لعبت : যেমন : ای لعب لعبت : যেমন :

مجرور টি ای حرف جار অথবা مضاف পূর্বে এর ای : مجرور (ۛ)
 بای جرم - تۆمی کون مাদراسار ছাত্র? - تلمیذ ای مدرسه انت : যেমন
 تضرِب الرجل - তুমি লোকটিকে কন অপরাধে প্রহার করছ?
 مضاف আর : विशेष द्रष्टव्य : টি مضاف اليه :
 مذكر हले শুধু ای ব্যবহার হবে। আর
 مؤنث টি اليه :
 ای امرأة هى ، اية امرأة هى



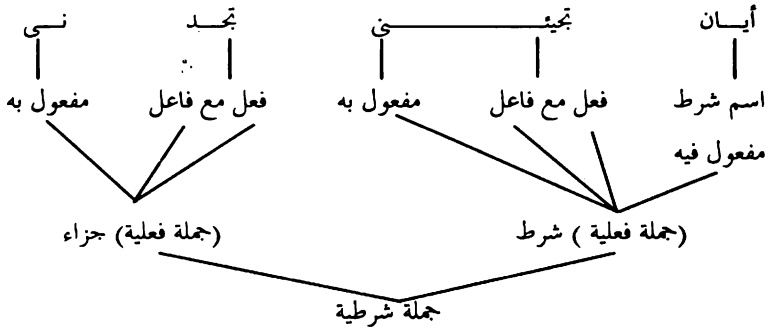
যথা: এটি প্রধানত দুই প্রকার। কখন, কন সময়। এর অর্থ মতী
 شرطية (২) استفهامية (১)
 এটি দ্বারা শুধু সময় বা যমানা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এর
 হবে (ظرف زمان) مفعول فيه (খ) হবে (خبر) (ক) তারকীবসূত্র দুটি।
 عامل کون শুরুতে এর اسم এবং আসে اسم এর পরে মতী : خبر (ক)
 متى : যেমন হবে (خبر مقدم) - متى : তাহলে, থাকে, عامل جار বা نصب
 کون - আল্লাহর সাহায্য কখন। نصرالله
 مفعول فيه - متى : আসলে فعل কন এর পরে মতী : مفعول فيه (খ)
 হবে। যেমন : متى قدمت - তুমি কখন এসেছ।
 আসে শুরুতে এর فعل مضارع দুইটি متى شرطية : متى شرطية (২)
 : যেমন : গণ্য হিসেবে মفعول এর فعل প্রথম সময় তারকীবের
 : তুমি যখন পড়বে আমি তখন পড়ব। متى تدرس ادرس



ایان এর অর্থ হলো- যখন, কখন, যে সময়, যে মুহূর্তে। এটি দুই ভাগে বিভক্ত।

استفهامية (২) شرطية (১)

جزم দু'টিকে فعل এসে শুরুতে এর فعل مضارع দু'টি 'ایان' যদি : شرطية প্রদান করে, তাহলে তাকে شرطية 'ایان' বলে। সেক্ষেত্রে তারকীবে প্রথম فعل এর مفعول فيه হবে। যেমন : أيان تجيئني تجدن : যখন তুমি আমার নিকট আসবে, আমাকে পাবে।



(২) استفهامية : যদি ইহা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বা ভয়ংকর কোন্ সময় বা মুহূর্তের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তাকে استفهامية বলে। এর তারকীবসূত্র দুইটি।

(ক) خبر হবে। (খ) مفعول فيه হবে।

(ক) خبر হবে : যদি এর পরে اسم হয়, তাহলে এটি خبر مقدم হবে।
যেমনঃ ايان يوم القيامة -কিয়ামতের দিন কবে?

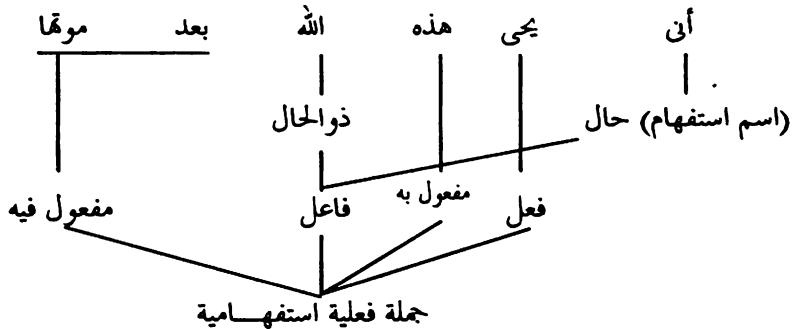
(খ) مفعول فيه হবে : যদি ايان এর পরে কোন্ فعل থাকে, তাহলে ايان উক্ত فعل এর مفعول فيه হবে। যেমন : ايان تسافر -তুমি কখন ভ্রমণ করবে।



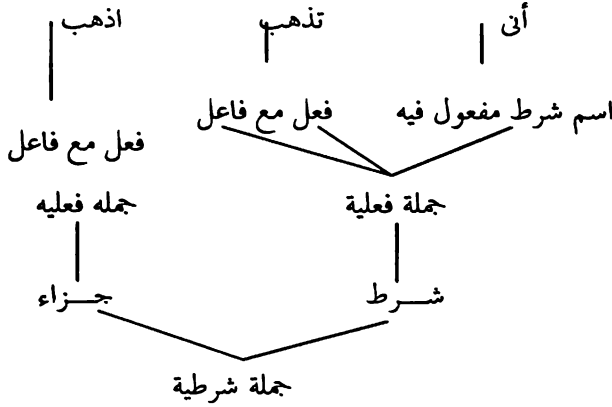
أني এর অর্থ হলো- কোথায়, কোথা হতে, কিভাবে, কখন, যে ভাবে, যেখানে।

এটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথাঃ (ক) استفهامية (খ) شرطية

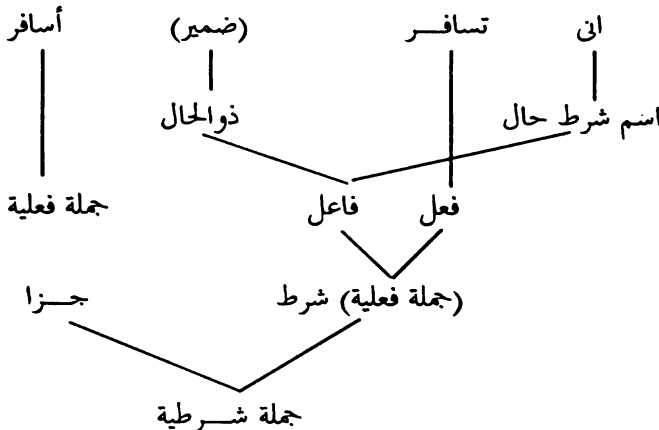
(ক) استفهامية : من যখন استفهام এর জন্য ব্যবহার হবে, তখন من অর্থ (কোথা হতে), كيف (কিভাবে) এই দু'টি অর্থ প্রদান করবে।
أني يحى هذه الله بعد موتها : যেম : এই দু'টি অর্থ প্রদান কালে أني টি তারকীবে حال হবে।
-আল্লাহ তাকে তার মৃত্যুর পরে কিভাবে জীবিত করবেন?



আর مفعول فيه তারকীবে হবে।
 যেমন: انى زرت المدرسة - তুমি কখন মাদরাসা পরিদর্শন করেছ?
 أين (যেখানে) অথবা كيف (কিভাবে) এই দু'টি অর্থ প্রদান করবে।
 این অর্থ প্রদান কালে তারকীবে হবে।
 যেমন: ان تذهب اذهب - তুমি যেখানে যাবে
 আমি সেখানে যাব।



আর حال তারকীবে হবে।
 যেমন: انى تسافر أسافر :
 তুমি যেভাবে ভ্রমণ করবে আমি সেভাবে ভ্রমণ করব।





١٥	(١) بيان الجملة الفعلية
٢٢	(٢) بيان الجملة الاسمية
٣٥	(٣) بيان الجملة الخيرية والانشائية
٨١	(٤) بيان اسم الاشارة والمشار اليه
٨٢	(٥) بيان الموصوف والصفة
٤٩	(٦) بيان الاضافة
٦٢	(٧) بيان المعطوف والمعطوف عليه
٩٩	(٨) بيان اسم الموصول والصلة
٢٩	(٩) بيان الحال وذو الحال
٦٥	(١٠) بيان الجار والمجرور
١١٥	(١١) بيان المركب البنائي ومنع الصرف
١١٩	(١٢) بيان الافعال الناقصة
١٢٨	(١٣) بيان افعال التعجب
١٣٥	(١٤) بيان افعال القلوب
١٣٥	(١٥) بيان افعال المدح والذم
١٨٥	(١٦) بيان افعال المقاربة
١٨٥	(١٧) بيان المستثنى
١٤٤	(١٨) بيان البديل والمبدل منه
١٦٢	(١٩) بيان التاكيد والمؤكد
١٦٥	(٢٠) بيان عطف البيان
١٩٤	(٢١) بيان القول والمقولة
١٩٥	(٢٢) بيان الجملة الندائية
١٢٤	(٢٣) بيان الشرط والجزاء
١٥٥	(٢٤) بيان التمييز
٢٥١	(٢٥) بيان العدد والمعدود
٢١٢	(٢٦) بيان الحروف الرابطة
٢٥٨	(٢٧) تراكيب الآدات الاستفهامية